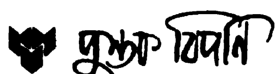
বিরহে

নিশিকান্ত সরকার

পরিবেশক



২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ✆ ২২৪১-৬৯৮৯

নভেম্বর, ২০০০

প্রকাশক : সরস্বতী ভট্টাচার্য ও রাজর্ষি ভট্টাচার্য
১৪/২, পি. সি. ব্যানার্জী লেন
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬

প্রচ্ছদ : দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬, দূরভাষ : ২৩৫০-০৮১৬

মুদ্রক : শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬, দূরভাষ : ২৩৫০-০৮১৬

যার বিরহে অশ্রুস্নাত হয়ে এই কাব্যগ্রন্থের
আত্মপ্রকাশ সেই মন-বন বিহারিণী
স্বপনচারিণীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

ইতি
বিরহী কবি

কবির কথা

মানুষের জীবন যেন একটা নদী। নদী যেমন উৎস থেকে মোহনায় পৌঁছিতে বিভিন্ন বাঁক সৃষ্টি করে গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে ঈপ্সিত মোহনায় পৌঁছিয়ে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় ; মানুষও তেমনি জন্ম থেকে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে অবশেষে জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছিয়ে সেই বিরাট পুরুষের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে চেষ্টা করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়টা কাহার কাটে সাবলীল গতিতে আবার কাহার কাটে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গ বিক্ষেপে নানা বন্ধুর পথ পরিক্রমা করে। এই বন্ধুর পথ কখন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ ; কণ্টকাঘাতে কখনও কখনও অনেক তরতাজা জীবন অকালে ঝরে পড়ে। আবার কেউ কেউ হয়তো জীবন-যুদ্ধে সফল সৈনিকের শিরোপা পরে বীরদর্পে নিজের বিজয় কেতন উড়িয়ে মানব জীবনের সফলতা ঘোষণা করে।

নদী যেমন এক একটা বাঁকে এসে তার গতিপথ রুদ্ধ দেখে আঁতকে উঠে ভাবে—এই বুঝি তার সাগরেব সঙ্গে মিলনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটল—আর বুঝি দয়িতের সঙ্গে তার মিলন আকুতি পূর্ণ হল না। মানুষও তেমনি বিভিন্ন ঘাত ও প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হ'য়ে নৈরাশ্যের আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হ'য়ে ভাবে—এই বুঝি তার জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটল— সে বুঝি আর জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্যে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেল না। এখানেই বুঝি তার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত ঘটল। তাই সে আতঙ্কে কেঁপে উঠে দিশেহারা নাবিকের মতো সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সমাকীর্ণ হ'য়ে খেল হারিয়ে ফেলে ভাবে আর বুঝি তার সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমানো হলো না।

কবির জীবনেও ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারি এক অশুভ অশনি সম্পাতে কবি-প্রিয়াকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। কবি অসহায়ের মতো এই অশুভ অশনি সম্পাতে নীরব দর্শকের মতো বাকরুদ্ধ হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে উঠলো, "এই কি জীবন?" বাল্মীকি যেমন নিষাদ কর্তৃক ক্রৌন্স নিধনের শোকে মুহ্যমান হয়ে বলে উঠলেন :—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম ঃ শ্বাশ্বতী সমা ঃ।
যৎ ক্রৌন্সমিথুনাদেকম বধীঃ কাম মোহিতম্।।"

শোক বিহ্বল কবিও তেমনি প্রিয়তমার অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে হতবাক হ'য়ে ঘুম ঘোরে যেন বলে উঠলো—

"মা ম্রিয়স্ব, মা জহি,
শক্যতে চেৎ মৃত্যুম্ অবলোপয়।"

বলাবাহুল্য, 'বিরহে' কাব্যগ্রন্থ কবি জীবনের এই শোক-গাথার এক মর্মন্তুদ বাঙ্ময় প্রকাশ। যা' শোকবিহ্বল কবিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রূঢ় বাস্তবের দ্বারপ্রান্তে এনে উপনীত করেছে। এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় কবি জীবনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের এক অশ্রুত ক্রন্দনধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সহৃদয় পাঠক কবি জীবনের এই অশ্রুত ক্রন্দনধ্বনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কবি তার কাব্য জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবে এবং তার বিরহী হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হবে মহামিলনের এক অপূর্ব আবহসঙ্গীত। কবি হয়তো আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠবে এইতো মিলন!

'বিরহে' কাব্যগ্রন্থ কবির শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের এক অকৃত্রিম বাঙময় প্রকাশ। এখানে কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় লওয়া হয়নি। কবি হৃদয়ের শোকাশ্রু যদি সহৃদয় পাঠকের মনে রেখাপাত করে তবেই কবির কবিতা লেখা সার্থক হবে।

অবশেষে আমার এই 'বিরহে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রাক কালে যে-দুইজন মনীষী ব্যক্তির কথা স্মরণ করে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব। আমার জন্মদাতা পিতার চেয়ে এঁদের স্নেহ ভালবাসা কোন অংশে কম নয়। এই দুই ব্যক্তিত্ব হলেন পরম শ্রদ্ধেয়—(১)ˇ অন্নদাশঙ্কর রায়—যিনি আমার কবিতা পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে নিশিকান্তের 'অজবিলাপ' নামে ছোট্ট একটা ভূমিকা লিখে দিয়েছেন যা আমার মনের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে কোহিনূর মণি হিসাবে শোভা পাবে। তাঁর মতো গুণী লোকের সংস্পর্শে আসা আমার কাছে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর আদেশ মত তাঁর জীবৎ কালে আমার এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কারণ স্ত্রী ও একমাত্র কান্যার অকাল বিয়োগে আমি জীবনের অনেকটা খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাবার কাছে আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন—(২) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকˇ ডঃ ক্ষুদিরাম দাস—যাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং তিনিও আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু হায় নিয়তির করাল গ্রাসে তিনিও আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁর স্মৃতিও আমাকে বারে বারে পীড়া দেয়। তিনিও কৃপা করে আমার 'বিরহে' কাব্যগ্রন্থের একটা নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন—যার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার একটা কথা বারেবারে মনে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় ভূমিকা লেখার পর তাঁকে প্রণাম করলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেন, "তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক।" কিন্তু হায় তাঁর জীবৎকালেও আমার কাব্য প্রকাশিত হয় নি। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়।

সে যা হোক এই দুই অমর ব্যক্তিত্ব স্বর্গের নন্দন কাননে পারিজাতের মতো সৌরভ বিলায়ে স্বর্গকেও নন্দিত করুক। ঈশ্বরের কাছে হতভাগ্য কবির এটাই অন্তিম আবেদন।

নিশিকান্ত সরকার

সূচি

বিরহে	১৫
সোনার পাখি	১৬
নীলকণ্ঠ	১৭
বিদায়-বাণী	১৮
তুমি কি শুধুই ছবি	১৯
নববর্ষের উপহার	২১
সাগর সৈকতে	২২
প্রাণহীন দেহ	২৩
জীবন-খাতা	২৪
নাই	২৫
হতাশা	২৬
অন্তর বাসিনী	২৭
জীবন-নদে	১৮
কেমনে পথ চলি	২৯
অভিসারিকাব প্রতি	৩০
কোথাও নাই বসন্ত	৩১
বিচারপ্রার্থী	৩৩
বার্ধক্যের কারাগারে	৩৪
নিরুদ্দেশ যাত্রা	৩৫
আর্তি	৩৬
শূন্যখাঁচা	৩৮
ভাগ্যের লেখা	৩৯
স্মৃতির দংশন	৪০
সুখ-মরীচিকা	৪১
মিলনবাসর	৪২
দিশেহারা	৪৩
আকৃতি	৪৪
সাথীহারা	৪৫
দিদার স্মৃতি	৪৭
ধরার ধারা	৪৮
অনিত্য সংসার	৪৯
ব্রহ্মলোকে যাত্রা	৫০

মর্মজ্বালা ৫১
নবীন বরণ ৫২
আমার ভুবন ৫৩
তোমার তরে ৫৫
দেহী প্রিয়া ৫৭
উতপ্ত সাহারা ৫৮
স্মৃতির রাজপথ ৬২
কে আমি ৬৩
ধরার বাসরে ৬৬
মিলন আশে ৬৭
পাখির মায়ায় ৬৮
সূর্যের বিরহ ৭০
কার অভিসারে ৭১
জীবন জিজ্ঞাসা ৭২
হায় ৭৩
নরনারীর বিরহ ৭৪
মর্তের কল্যাণে ৭৫
আজব ধরা ৭৭
সতীর সন্ধানে ৮০
ভাবনা ৮৩
একশ' শতদল ৮৫
তাইতো তোমায় ডাকি ৮৭
হয় তো তুমি ৮৮
ভগ্ন বীণা ৯০
খাঁচার পাখি ৯১
লুকোচুরি ৯৩
মৃত্যু-ফাঁদ ৯৪
সুরালোকের প্রতি ৯৬
তাইতো আঁখি ছলছল ৯৮
মুক্ত বিহঙ্গের প্রতি ৯৯
এই তো জীবন ১০১
কোন অপরাধে ১০৩
জন্ম মৃত্যুর চক্র ১০৪
খেদ ১০৬
আলেয়ার পিছে ১০৭
প্রয়াণে ১০৯
আর কিগো তুমি দেবে না ধরা ১১১

বিচ্ছেদ বেদনা	১১২
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি	১১৩
ভগ্ন হৃদয়	১১৫
সাধ	১১৬
চিঠি লিখ	১১৭
দুঃসহ ব্যথা	১২০
হানো গো বন্ধু হানো	১২২
বিরহ গাঁথা	১২৪
পথ-প্রান্তে	১২৫
এখনো তো	১২৭
তারাই হবে গো পর	১২৮
মরমেব ব্যথা	১২৯
আগমনী	১৩০
একা একা	১৩২
আঁখি লোর	১৩৩
বড়ো অবেলায়	১৩৫
জ্যান্ত মরা	১৩৬
পরশ মণি	১৩৭
দৃঢ় বিশ্বাস	১৩৯
অমর বিরহ	১৪০
পর্বতের বিরহ ব্যথা	১৪১
যখন ধবা দেবে তুমি	১৪২
লাল গোলাপের শাখা	১৪৩
বিহঙ্গের প্রতি	১৪৫
বন্দী আমি	১৪৬
সুপ্ত আগ্নেয়গিরি	১৪৭
কে জানে	১৪৮
ধুমকেতুর বিলাপ	১৪৯
গানের সাথী	১৫০
অভিযোগ	১৫২
স্মৃতি তর্পণ	১৫৪
মুক্তির সাধ	১৫৬
বিদায় আকৃতি	১৫৮
একাকী	১৫৯
সোনার তরী	১৬০
জীবনহারা প্রাণ	১৬২
পরওয়ানা	১৬৩

বিরহী আঁখি ১৬৫
অরূপের সন্ধানে ১৬৬
দগ্ধ ভালো ১৬৮
মরমীয়ার খোঁজে ১৭০
বন ছাড়ি উপবন ১৭১
ছায়াসঙ্গী ১৭২
প্রতীক্ষায় ১৭৪
ফাঁকি ১৭৫
শোক ১৭৬
তার তরে ১৭৭
ঘোর হতাশায় ১৭৯
বৃদ্ধ শাহজাহান ১৮০
চিরমিলন ১৮১
বেদনাদীর্ণ জীবন ১৮৩
পাখির মর্মবাণী ১৮৫
মানসী দর্শন ১৮৭
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক ১৮৯
আজ সেই শুভদিন ১৯১
প্রদীপ্ত প্রদীপ শিখা ১৯৩

পরিশিষ্ট
সোনার সেতু ১৯৫
দরজা খোল ১৯৬
জীবনাকে ১৯৭

বিরহে

বিরহে

তুমি বলেছিলে কথা আছে 'ওগো
বলিনি যে কথা ভুলে।
এলে তুমি হেথা বলিব সেকথা
মনের দুয়ার খুলে।
বসি দু'জনে নীরবে নিভৃতে
মনের আবেগ ঢালি।
দেবগো তোমায় শেষ উপহার
না-বলা কথাব ডালি।
এসেছি শুনিতে সে কথা তোমার
বলো নাগো প্রাণ খুলে।
না বলে সে কথা গেলে তুমি কোথা
অকূল সাগরে ফেলে।
কি কথা তোমার হয়নি গো বলা
শুধাব কাহার কাছে।
বেদনা সিক্ত জিজ্ঞাসা মোর
ছুটে চলে পিছে পিছে।

স্মৃতি বিজড়িত কত না ঘটনা
মনে আজ উঁকি মারে।
তোমাকে না হেরি কেঁদে কেটে মরি
বেদনার বালুচরে।
পারিনি তোমার সঙ্গ যে নিতে
ওদের কথাই ভেবে।
ওরা যে গো হায় বড়ো অসহায়
এই নিষ্ঠুর ভবে।
রুদ্ধ হয়েছে মোর অভিসার
পারিনি ওপারে যেতে।
তুমি চলে গেলে ওপারেতে ওগো
রেখে মোরে এপারেতে।

ডাকি যে তোমারে আমি বারে বারে
এসোনা এপারে ফিরে।
এলে তুমি হেথা বলিবে সেকথা
বলোনি যে-কথা মোরে।
মন-বাঁশরিয়া ডাকে তোমারে
আকুল আর্তনাদে।
কৃষ্ণ যেমন ডাকিত রাধায়
পড়িয়া বিরহ-ফাঁদে।
পাগলিনী হ'য়ে ছুটিত যে রাধা
কৃষ্ণের অভিসারে।
লোকলাজ ভয় সবকিছু ত্যাজি
মহা মিলনের তরে।
তবে কেন তুমি দাও নাগো সাড়া
আমার বাঁশির সুরে?
তোমাকে না হেরি কেঁদে কেটে মরি
বিবহ-অনলে পুড়ে।

সোনার পাখি

ভেঙ্গে গেছে মোর শান্তির নীড়
উড়ে গেছে মোব পাখি।
পাইনা তো সাড়া যতোই না তারে
করি আমি ডাকাডাকি।
সে যে ছিল মোর নয়নের মণি
জীবনের ধ্রুবতারা।
বিরহে তাহার নয়নে আমার
বহে যে অশ্রুধারা।

বুঝিবা সে পাখি গিয়াছে গো উড়ে
কোন না বিজন বন।
তাই তো সে আর আসেনাগো ফিরে
আমার এই ভুবন।

কোন না নিষ্ঠুর কালবৈশাখী
কোথা হ'তে এলো উড়ে।
ভেঙ্গে দিয়ে মোর শান্তির নীড়
পাখি নিল হায় ধরে।
সেই হ'তে আমি সারাটি জীবন
ডুকরে ডুকরে কাঁদি।
কোথা গেল হায় বলো না আমায়
আমার সোনার পাখি।
বিরহে তাহার বহে অশ্রুধার
আমার জীবন-নদে।
গঙ্গা, পদ্মা হয় প্রবাহিত
পড়িযা বিরহ-ফাঁদে।
তবুও তাহার দেখা মেলা ভার
যতোই খুঁজিয়া মরি।
তবে কিগো হায় ফেলি সে আমায়
গিয়াছে অচিন পুরী?

আব কিগো তবে তাহার সঙ্গে
হবে না আমার দেখা।
নয়নেব নীরে ভাসাব ধরণী
কেঁদে কেঁদে হেথা একা?

নীলকণ্ঠ

সুখের লাগিয়া বাঁধিলাম ঘর
অনলে পুড়িয়া গেল।
দুঃখের দহনে সারাটা জীবন
জ্বলে পুড়ে ছাই হ'ল।

আমার দুঃখেতে হ'যে বিগলিত
দাঁড়ালে আমার পাশে।
নীলকণ্ঠ সম আকণ্ঠ তব
পূর্ণ হ'ল যে বিষে।

বুঝিবাগো সেই বিয়ের জ্বালায়
তিলে তিলে তুমি জ্বলে।
শেষ নিঃশ্বাস করিলে গো ত্যাগ
অভাগারে হেথা ফেলে।

সেই হ'তে আমি নয়নের নীরে
করিতেছি তর্পণ।
তবুও কি তুমি আসিবে না হেথা
দিতে মোরে দর্শন?

তোমার পথের পানে চাহি চাহি
হ'লাম যে আমি অন্ধ।
তবুও তোমার ঘরে ফিরিবার
নাই কোনো নাম গন্ধ।

মলয় পবন ধীরে গেয়ে যায়
বসন্তের আগমনী।
পিককুল তাই সুমধুর সুরে
বাজায় প্রেম রাগিণী।
অলিকুল সবে করিছে নৃত্য
ফুল সখীদের সনে।
তোমার বিরহে আমি শুধু একা
কেঁদে ফিরি বনে বনে।

বিদায়-বাণী

কপোত কপোতী সম বাঁধি নীড়
ছিনু মোরা দোঁহে মহাসুখে।
দিনেতে যেতাম রুজি রোজগারে
ফিরিতাম সন্ধ্যা সমাগমে
মায়াবী রাতের অমোঘ আহ্বানে
ক্লান্তপদে নিজেদের নীড়ে।

দিবসের ক্লান্তি নাশ তরে,
বসিতাম গল্পের আসরে ;
উভয়ের অভিজ্ঞতা ঘিরে।
কখন রঙীন ফানুস উড়ায়ে
কখন বা নিছক তামাশা করে।
কখন বা হাসিতাম হো-হো করে
কখন ভাসিতাম নয়নের নীরে।
শ্রোতা ছিলেন বুঝিবা অন্তর্যামী
হাসিতেন তিনি সব-কথা শুনি।

একদিন প্রবেশি নীড়েতে দেখি
যন্ত্রণায় করিছে ছট্ ফট
তীর বিদ্ধ হয়ে কপোতী আমার।
জিজ্ঞাসিনু তারে কহনা মোরে
কেবা হানিল এ তীক্ষ্ণতর শর
বিদীর্ণ করিল তোমার উদর।

ক্ষীণস্বরে বলিল সে ডেকে মোরে
এযে হায় মোর ভাগ্যের লেখা
তোমার সঙ্গে হ'ল শেষ দেখা।
চলিলাম আমি সাথে নিয়ে মোর
অশ্রু-বত্ত চোখের জল —
ডুবায়ে দিয়ে তোমার তরী
অগাধ সাগরের ভিতর।

তুমি কি শুধুই ছবি

তুমি কি শুধুই প্রাণহীন ছবি
কাঠের ফ্রেমেতে বাঁধা।
শুনতে পাওনা কিগো প্রিয়তমা
বুক ফাটা মোর কাঁদা?

আমার জীবনে ছিলে যে গো তুমি
মরুবুকে মরুদ্যান।
জীবন-মরুতে শুনিতাম আমি
কোকিলের কুহুতান।

বিরহে তোমার ফুটে নাতো আর
জীবন-তরুতে ফুল।
আসে নাতো হেথা জুড়াতে যে ব্যথা
মধুলোভী অলিকুল।

ময়ূর-ময়ূরী নাচেনাতো আর
কলাপ মেলিয়া হেথা।
হরিণ-হরিণী ছেড়েছে আহার
মনে পেয়ে বড়ো ব্যথা।

তোমার বিরহে কাঁদে পশুপাখি
কাঁদে হায় তরুলতা।
কাঁদিছে গো হায় দেববালাগণ
কাঁদিছে যে বসুমাতা।

তবুও তোমার পাইনাগো দেখা
যতোই খুঁজিয়া মরি।
তবে কি গো তুমি আমার সঙ্গে
দিয়েছ মরণ-আড়ি?

আর কিগো হায় তোমার সঙ্গে
হবে না আমার দেখা।
মন-মরুতে ফুটবে নাকি আর
লাল গোলাপের শাখা।

নববর্ষের উপহার

দিন যায়, মাস যায়—এমনি করে বারোমাস পরে
বিদায় নেয় পুরাতন জীর্ণ বছর ধরা ছেড়ে—
ফেলে দিয়ে অতীত সঞ্চয় নববর্ষের করে।
নববর্ষ নিয়ে আসে সকলের তরে—নানা উপহার।
কেউ বা তারে আনন্দে করে আবাহন,
কেউ বা তারে বিষাদে করে বিসর্জন।

এমনি করেই আমার জীবনে একদিন
এলো নববর্ষ-ঊনিশ শ' ছিয়ানব্বই—
দিতে মোরে নববর্ষের সেরা উপহার।
বিনা মেঘে বজ্রপাত হেনে
ছিনায়ে নিল প্রিয়তমা মোর
ছিন্ন করি বাহুডোর।

বারবার কাঁদিল সে, 'রক্ষরক্ষ মোরে',—
পারিলাম না রক্ষিতে গো তারে
হীন তেজা ওগো আমি।
অচৈতন্য হয়ে পড়ি ভূমিতলে-হায়, হায় করে!
চৈতন্যের পরেতে দেখি প্রিয়া নাই ঘরে।
ধরে নিয়ে গেছে তারে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে
কোন অজানা দেশে কে জানে!

আকাশে তাকায়ে অশ্রু সিক্তকণ্ঠে বলি—
'ওরে ভগবান, এই কি তোমার বিচার'—
এই কি মোর নববর্ষের উপহার!

সাগর সৈকতে

সাগর সৈকতে কেন যে গো আমি
বেঁধেছিনু হায় ঘর।
ঘরখানি মোর ডুবে গেল হায়
সমুদ্রের ভিতর।

খুঁজে খুঁজে মরি সেই ঘরখানি
খুঁজে খুঁজে মরি তারে।
যাহার বিরহে মনের আগুন
জ্বলে দাউ দাউ করে।

নিভাতে আগুন ঝাঁপ দিই আমি
নীল সাগরের জলে।
নেভেনা আগুন শুকায় সাগর
আমার কর্মফলে।

হয়তো তুমি দেবে নাগো ধরা
আমার ধরার মাঝে।
তাইতো তোমায় খুঁজে খুঁজে মরি
সকাল, দুপুর, সাঁঝে।

এজনমে যদি ধরা নাহি দাও
আমার এ বাহুডোরে,
রইলাম ওগো তব প্রতীক্ষায়
পর জনমের তরে।

প্রাণহীন দেহ

আমার মনের দুখ-দীপ-জ্বেলে
যে দিকে ফিরে তাকাই।
পাইনা কোথাও খুঁজে হায় তারে
কেঁদে কেটে মরি তাই।

সে যে ছিল মোর জীবন-মরুতে
সবুজ মরুদ্যান।
শুনিতাম আমি কোকিল কণ্ঠে
কতো না মধুর গান।

বিরহে তাহার থেমে গেছে মোর
জীবন চলার ছন্দ।
আর তো বহেনা মলয়-পবন
উড়ায়ে চিকুব গন্ধ।

আর তো আসে না কোকিল পাপিযা
শুনাতে মধুর গীতি।
আর তো বহেনা হৃদয়-যমুনা
বুকে নিয়ে প্রেম প্রীতি।

একে একে সবে ছেড়ে গেছে মোরে
আর কেহ হেথা নাই।
বিরহ-অনলে আমি শুধু একা
জ্বলে পুড়ে হই ছাই।

নিভাইতে গেলে বিরহ-অনল
ঢালিয়া চোখের জল।
নেভার বদলে ধিকি ধিকি জ্বলে
পোড়ায় মন-কমল।

সুভাষ হারা এ মন-কমলের
কিবা আছে প্রয়োজন।
তুমি হারা হয়ে এ জীবন মোর
যেন দগ্ধ কমল।

যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেরি
ঘন ঘোর আঁধিয়ার।
কোথাও হেরিনা আলোকের রেখা
চারিদিকে কাবাগার।

অন্ধ কারায় মাথা খুঁড়ে মরি
দেখেও দেখেনা কেহ।
বিরহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে মরে
প্রাণহীন এক দেহ।

জীবন-খাতা

জীবন-খাতার পাতায পাতায
লেখা যে তোমার কথা।
কেমনে ভুলিব বলো ওগো আমি
তোমার বিরহ ব্যথা।

জীবন-খাতার পাতা উল্টালে
তোমার কথা মনে পড়ে!
স্মৃতিগুলি সবে নিষ্ঠুরভাবে
আমাকে দংশন করে।

ক্ষত বিক্ষত দেহমন থেকে
অঝোরে রক্ত ঝরে।
পারিনা তো আর সহিতে গো হায়
কেঁদে কেটে যাই মরে।

তোমার বিরহে কেঁদে কেটে আমি
ফিরি শুধু বনে বনে।
তবু কি আমার কথা ওগো হায়
পড়ে না তোমার মনে?

এক মুহূর্ত না দেখলে পরে
ভেবে ভেবে হ'তে সারা।
আজ কেন তুমি খেল লুকোচুরি
না দিয়ে আমায ধরা?

তবে কি গো তুমি ভুলে গেছ মোরে
ফেলি এ বিজন বন?
তোমাব বিরহে মরি জ্বলে পুড়ে
আমি-যে সর্বক্ষণ।

নাই

নাই। নাই। নাই।
তুমি হেথা নাই।
আকাশ বলিছে নাই, বাতাস বলিছে নাই ;—
তুমি যে গো চলে গেছ,—কোন না অচেনা ঠাঁই
ঠিকানা তো তার নাই।
কেমন করে বলো নাগো, — তোমায় খুঁজে পাই!

মন-পাপিয়া উঠে কাঁদিয়া
না হেরি হায় তোমারে।
তোমার বিরহে তাই বুঝি সে,
কেঁদে কেটে যায় মরে।

এ বন থেকে ও বনেতে যেয়ে
কোথাও তোমায় খুঁজে না পেয়ে
ভাসি যে নয়ন নীরে।
আর কিগো তুমি দেবেনাগো ধরা
বলো না সত্যি করে।

হয়তো আর তোমার সাথে
হবে না আমার দেখা।
অশ্রু দিয়ে তাই লিখে যাই
আমার বিরহ ব্যথা।

হয়তো তুমি হেথা আসবে একদিন
পড়বে বসে বসে আমার এই লেখা।
হয়তো সেদিন আমি থাকব না ভবে
দেখবে তুমি ওগো কেমন মজা হবে।

পড়তে পড়তে লেখা পড়বে আমায় মনে
ভাসবে তখন তুমি তোমার নয়ন বানে।
যেমন করে ভাসছি আমি তোমার অদর্শনে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে তোমারই অন্বেষণে।

হতাশা

আমার আকাশ ঘন কাল মেঘে ঢাকা
চারিদিক থেকে গ্রাসিছে আমাকে
ঘোর কুজ্ঝটিকা।
কিছুই দেখিনা চোখে।
চারিদিক শুধু হাতড়ে বেড়াই
হতাশা নিয়েগো বুকে।

আঁধারেতে পারিনা চলতে
জোনাকীরা দেয় আলো।
হুতোম প্যাঁচার চীৎকার শুনে
সকলে পালায়ে গেল।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই
জমাট অন্ধকারে।
আশীবিষ এসে দংশন করে
আমারই শিরোপরে।

বিষের জ্বালায় ছটফট করি
জ্বলে পুড়ে যায় দেহ।
ওপারেতে বসে হাসছে সবাই
এপারেতে নাই কেহ।

দেখতে দেখতে নীল হ'ল দেহ
মন হ'ল উচাটন।
তবুও তোমার পাই না গো দেখা
পাইনা নিমন্ত্রণ।

তবে কিগো আর তোমার সঙ্গে
হবে না আমার দেখা?
হতাশা নিয়ে মরব কিগো ডুবে
ভব-সাগরেতে একা?

অন্তর বাসিনী

কে বলে গো তুমি নাই
বাহির থেকে অন্তরেতে
নিয়েছ গো তুমি ঠাঁই।
বাহিরের কেহ দেখে না তোমায়
আমি যে দেখিতে পাই।

হে অন্তর বাসিনী!
মম অন্তরে বসি
দিতেছ আমায় দোলা
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
তব নির্দেশে আমি
জীবনের পথ চলি
গভীর অন্ধকারে : —
তোমারই দীপশিখা
লয়েগো আমার করে।

তুমি যবে ছিলে মোর সম্মুখেতে
দিতেযে আমায় দোলা
সকাল সন্ধ্যা বেলা
জীবন পথ চলিতে।
আজ তুমি সম্মুখেতে নাই
অন্তরেতে নিয়েছ যে ঠাঁই।
সেখান থেকেই ওগো তুমি
চালাও মম জীবন-রথ
মোর জীবন-সারথি হয়ে ; —
ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে
মহানির্গমনের তরে।

জীবন-নদে

তোমাব বিরহে জীবন-নদেতে
আসে না জোয়ার আর।
কুলকুল নাদে জীবন-তটিনী
বহেনাতো বারে বার।

ভাঁটাব টানেতে শুকাযে গিয়েছে
তটিনীর জলধারা।
শ্যামলিমা তাই বিদায় নিয়েছে
মরুতে হয়েযে হারা।

তুমি যবে ছিলে আমার জীবনে
ছিল ফুল, তরুলতা।
শাখে শাখে পাখি গাহিত যে গান
হরিতে মনের ব্যথা।

ফুলে ফুলে অলি করিত যে খেলা
নৃত্যের তালে তালে।
আশ্রমবালা ঢালিত যে জল
বৃক্ষের আলবালে।

শ্রান্ত পথিক লভিত আরাম
 আমার তীরেতে বসি।
রাখাল বালক চরাত যে ধেনু
 বাজায়ে মোহন বাঁশি।

মাছরাঙারা ধরিত যে মাছ
 জলেব থেকে ছোঁ মেরে।
কুলবধূ সবে নিত জল ভরে
 কলসী কলসী করে।

এপার থেকে ওপারেতে যেত
 ছোট ছোট তবীগুলি।
তোমার বিরহে মরে গেছে হায
 এ সব দৃশ্যাবলী।

এখন শুধু শুনি মরুব বুকে
 উৎকট চীৎকাব।
বিরহ দহনে মবে জ্বলে পুড়ে
 হয়ে সব একাকার।

কেমনে পথ চলি

হে অভিমানিনী,
 অভিমান কবে তুমি চলে গেলে
আমায় হেথায় ফেলি।
 অন্ধ আমি দেখিতে পাই না
কেমনে পথ যে চলি।

তুমি যে গো হায় হাত ধরে ধরে
 চালাতে আমায় পথ।
চলিতাম আমি তব পিছে পিছে
 যেমন চলেগো রথ।

আজ তুমি নাই কাঁদিয়া কাটাই
বসিয়া পথের মাঝে।
পথচারী সবে চলেছে গো ছুটে
যে যার নিজের কাজে।

ভুল করেও তো শুধায়না কেহ
কেন যে হেথায় বসে।
শুধালেই কিছু বিরক্তি ভবে
ধমক মারে যে কষে।

কেউ কেউ মোরে ডাস্টবিন ভেবে
জঞ্জাল ছুঁড়ে মারে।
প্রতিবাদ কবলে মৃদুহাসি হেসে
বলে তারা শুধু 'আবে'।

এমনি কবে যে দিন চলে যায়
নানান অত্যাচারে।
রাতের বেলায় না পেয়ে তোমায
ভাসি যে নয়ন নীরে।

অভিসারিকার প্রতি

কাব অভিসারে বিমোহিত হয়ে
চলেছ গো অভিসারিকা।
কৃষ্ণ প্রেমে হয়ে আত্মহাবা
চলিত যেরূপ রাধিকা।

কোন দয়িতের অমোঘ আহ্বানে
ভুলে এই মর্ত্যভূমি।
ক্ষত বিক্ষত দেহখানি নিয়ে
কোথায চলেছ গো তুমি?

একবারও কি করেছ চিন্তা
তুমি গো আমার কথা।
তোমার বিহনে কাহার নিকটে
জানাব মনের ব্যথা।

প্রতিবস্তুতে তোমারই স্মৃতি
কাঁদায় আমায় দিবারাতি।
তাইতো গো আমি বন্দী থাকি
তোমার স্মৃতির কারাগারে।
স্মৃতিগুলি সবে সরব হয়ে যে
মোর বুকে দংশন করে।

সইতে নারি স্মৃতির দংশন
ডাকিযে তোমায় বারে বারে।
তবু কেন তুমি দাওনা গো সাড়া
যতোই আমি ডাকি তোমারে?

তবে কি তুমি আব দেবেনা ধরা
আমাব এই বাহুডোরে?
প্রেম-যমুনা বইবে নাকি আর
এই মর্ত্যের ধূলিপরে?

কোথাও নাই বসন্ত

দুখ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি
জানিনা গো সাঁতার।
কেমন করে পার হবো যে
এই ভব-সাগর।

এই সাগরে তুফান ভারী
নাইতো কোন খেয়াতরী।
কেমন করে ওপারে যাব
ভেবে ভেবে যাই যে মরি।

ঢেউয়ের তোড়ে মাঝে মাঝে
　　ভাসায়ে নেয় আমারে।
নাকানি চুবানি খাওয়ায়ে
　　ফিরায়ে দেয় এপারে।

এই করে ভবের খেলায়
　　হ'লাম যে সর্বস্বান্ত।
দাবদাহে জ্বলে পুড়ে মরি
　　কোথাও নাই বসন্ত।

বহেনা তো আর মলয়-পবন
　　শুনিনাতো কোকিল কুজন।
আসেনা তো হায় আর অলিকুল
　　গুনগুনিয়ে মোর ভুবন।
মকরন্দ পান করে না তারা
　　আনন্দেতে হ'য়ে মগন।

হিমেল হাওয়ার কনকনে শীতে
　　লাগায় ওগো হাড়ে কাঁপন।
ঠকঠকিয়ে কেঁপে মবি যে সদা
　　কশাঘাতে হ'যে অচেতন।

তাইতো গো আমি কেঁদে কেটে মরি
　　দু'নয়নে বহে মোর বারি।
তবুও তো তুমি দাওনা গো সাড়া
　　যতোই আমি তোমায় স্মরি।

বিচারপ্রার্থী

বিচারপ্রার্থী তোমার কাছেতে
বিচার করগো তুমি।
কোন অপরাধে করিলে হরণ
আমার চোখের মণি।

তোমার পূজা অর্চনায় যে গো
সঁপে ছিল দেহ মন।
অকালে তাহারে বলো কি কারণে
করিলে অপহরণ?

রাবণের মতো ভিক্ষার ছলে
আসিয়া আমার দোরে।
ভিক্ষার সাথে নিয়ে চলে গেলে
প্রিয়াকে আমার ধরে

সীতা ফেলিল তাঁব অলঙ্কার
দেখাতে রামকে পথ।
তাইতো গো রাম রাবণ বধি
করে সীতা উদ্ধাব।

আমি যে গো হায় অতি অসহায়
কি করে সেথায় যাব।
কি ভাবেতে গিয়ে রাবণকে বধে
প্রিয়াকে আমার পাব।

তাহার বিরহে কেঁদে কেটে হায়
হয়ে যে গেলাম অন্ধ।
তবুও তাহার ঘরে ফিরিবার
নাই কোন নামগন্ধ।

ফিরায়ে দাও চোখের মণি মোর
পারি না পথ চলিতে।
কেমন করে ঘুরব বলোনাগো
ধরার অলি গলিতে।

বন্ধুর পথে দুর্গম অতি
পদে পদে পাই যে বাধা
সেই বাধা ছিঁড়ে পারিনা চলিতে
চোখে দেখি গোলকধাঁধা।

বার্ধক্যের কারাগারে

তুমি হারা আমি যেন
মণি-হারা ফণী।
তোমার বিরহে কাঁদি
দিবস রজনী।

সূর্য হারা আকাশ যেমন
মলিন বদন।
তোমার বিরহে ওগো আমার
তেমনি জীবন।

সূর্যের বিরহে আকাশ কাঁদে
ফেলি যে অশ্রুধারা।
তোমার বিরহে তেমনি গো আমি
কাঁদি হ'য়ে দিশেহারা।

কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যে গো হায়
মর্মে মরিয়া যাই।
কোথাও তোমায় না হেরি গো আমি
স্বীয় কপোল ভাসাই।

এমনি করে কত কাল আমি যে
থাকি বলো একা একা।
তোমার সঙ্গে আর কিগো মোর
হবে নাগো হায় দেখা!

বার্ধক্য এসে-যে আমায়
করিছে গো গ্রাস।
বার্ধক্যের কারাগারে তাই
বন্দী বারোমাস।
বার্ধক্যের কারারক্ষীরা সবে
আমার উপর।
কারণে অকারণে আমায় ওগো
করিছে প্রহার।
প্রহারে প্রহারে দেহ মোর
জ্বলে পুড়ে যায়।
কেমনে জুড়াব বলো জ্বালা
কে আছে ধরায়?

নিরুদ্দেশ যাত্রা

কত কথা যে ছিল বলার
বলাতো আর হ'ল না।
কেন চলে গেলে ওগো তুমি
করে আমায় ছলনা।

ছিন্ন করি মোর বাহুডোর
কোথায় জমালে পাড়ি।
আর কি ভীড়বে হেথায় ওগো
তোমার সোনার তরী?

ভীড়লে ঘাটে তোমার তরী
সাজায়ে দেব থরে বিথরে।
যাহা আছে মোর সঞ্চয়
তোমার সোনার তরী পরে।

বোঝাই হ'লে তোমার তরী
চলবে আকাশ পথে।
যেমন করে দেবকন্যা
চলে গো তাঁহার রথে।

এমনি ভাবে নিঃস্ব হ'য়ে
নিজেকে বিলায়ে দিয়ে।
রিক্ত হাতে সিক্তবাসে
উঠব তোমার নায়ে।

দুইজনে তখন জমাব পাড়ি
আকাশ-গঙ্গাবুকে।
তুমি হবে হাল আমি হ'ব পাল
চলবো নিরুদ্দেশে।

হয়তোবা তোমার সোনার তরী
ভীড়বে এসে নতুন দেশে।
মন-যমুনায় বইবে জোয়ার
তোমায় পেয়ে আমার পাশে।

আর্তি

ওগো বিহঙ্গ, ওগো বিহঙ্গ মোর!
কেন যে গেলে উড়ে সোনার খাঁচা ছেড়ে
ছিন্ন করি বাহুডোর।
কোন সকালে তোমার সঙ্গে
হয়েছিল মোর পরিচয়।
সেই হ'তে দোঁহে চলি একসাথে
যেন গো অভিন্ন হৃদয়।

সুখের দিনেতে কলকাকলিতে
ধরাকে মুখর করে।
বাড়ায়ে দিয়েছ চঞ্চুটি তব
মম চঞ্চুর পরে।

এমনি করে স্পর্শ সুখ তরে
একে অপরের পানে।
তাকায়ে রয়েছি অপলক চোখে
কতোনা রাত্রি দিনে।

দুঃখের দিনেতে প্রলয় যানেতে
দিয়েছ সাগর পাড়ি।
ঝড়ঝঞ্ঝায় বুঝি ডুবে যায়
তোমার পারের তরী।

দৃঢ মন বলে জমায়েছ পাড়ি
ঝড়ঝঞ্ঝায় অবহেলা করি।
দক্ষ নাবিক যেমন করে
জমায় পাড়ি সমুদ্র পারে।

শত্রুরা যবে তব বিরুদ্ধে
করেছে অভিযান।
তুমিগো তাদের বুদ্ধি-কৃপাণে
করেছ খানখান।

আজ তুমি নাই মনে পড়ে তাই
সে সব দিনের কথা।
শেল সম বুকে নিয়ত বিঁধিছে
কেমনে জুড়াই ব্যথা।

জুড়াতে না পারি মরমের ব্যথা
ভাসি যে নয়ন নীরে।
তবুও তোমার পাইনা গো দেখা
ভীড়েনা যে তরী তীরে।

শূন্যখাঁচা

লুকালে কোথায় ওগো তুমি হায়
    আমাকে হেথায় ফেলি।
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হ'লাম
    তব পথ পানে চাহি।

তবুও তো তুমি এলেনা গো ফিরে
    যতই কাঁদিয়া মরি।
তবে কি গো তুমি জমায়েছ পাড়ি
    সুদূর স্বর্গপুরী?

তোমার বিরহে জ্বলে পুড়ে যায়
    আমার এ দেহমন।
স্মৃতিগুলি সব ঘৃতাহুতি দেয়
    জ্বালি বিরহ অনল।

কেমনে নিভাই বলো এ অনল
    দমকল হেথা নাই।
দেখিতে দেখিতে বিরহ অনলে
    জ্বলে পুড়ে হই ছাই।

আগুন লাগিলে কোন বাড়ীতে
    সকলে ছুটিয়া আসে।
জল ঢেলে ঢেলে নিভায়ে যে ফেলে
    পুড়েও পোড়ে না শেষে।

মন-অলিন্দে আগুন লাগিলে
    কেহ কি দেখিতে পায়?
    ধিকি ধিকি করে সে আগুন জ্বলে
    মন যে পুড়িয়া যায়!

পুড়ে গেলে মন কেহ কি কখন
    ধরায় বসত করে?
প্রাণ-পাপিয়া যে উড়ে চলে যায়
    থাকে শুধু খাঁচা পড়ে।

ভাগ্যের লেখা

অন্ধ আমি ভিতর-বাহিরে
দেখিতে পাইনা কিছু।
দৃষ্টি শক্তি হারায়ে ফেলেছি
ছুটে আলেয়ার পিছু।

আপনার ভেবে যার কাছে যাই
সে যে দেয় দূরে ঠেলে।
অমিয় সাগরে সিনান করিলে
দেহ যায় বিষে জ্বলে।

এমনি করে দিন দুপুরে
মনে হয় রাত ভোর।
দিনের আলো কে হরে নিল
সবই আঁধার ঘোর।

আঁধারেতে শুধু হাতড়ে বেড়াই
চলতে পারিনা একা।
চলতে গেলে যে টলছে চরণ
হায়রে ভাগ্যলেখা!

আমার ভাগ্যে ঘোর অমানিশা
কেবা লিখে দিল হায়।
দিনের সূর্য দেখব না কি আর
রাতের চন্দ্রিমায়?

আর কি কখন আমার সঙ্গে
হবে না তোমার দেখা।
নয়ন নীরে কি ভাসাব কপোল
কেঁদে কেঁদে শুধু একা?

স্মৃতির দংশন

এই করেছ ভালো নিষ্ঠুর
    এই করেছ গো ভালো।
দিন দুপুরে ছিনিয়ে নিয়ে
    আমার চোখের আলো।

অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াই
    পথে পথে আমি।
তবুও তো দাও না সাড়া
    ওগো প্রিয়া তুমি!

তোমার দেখা পাবার আশে
    বসে থাকি যে বাতায়নে।
কখনও তো দেয় না খবর
    মৃদুমন্দ সমীরণে।

তাই তো গো আমি বসে বসে
    ভাসি সদা নয়ন-বানে।
বুঝেও কেন বোঝনা তুমি
    কি ব্যথা যে গো আমার মনে।

যখন তুমি চলে গেলে গো
    ফেলে আমায় বিজন বনে।
করলে কিগো চিন্তা ওগো
    বাঁচি কেমনে তোমায় বিনে।

তোমার স্মৃতি সর্প হয়ে
    আমাকেই দংশন করে।
মরে যাই তাই ওগো আমি
    বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে।

এ বিষের কি দুঃসহ জ্বালা
    কেউ কি বোঝে দংশন বিনে?
তাইতো আমি কেঁদে ভাসাই
    আমার কপোল রাত্রি দিনে।

সুখ-মরীচিকা

দুঃখে দুঃখে জনম গেল
সুখের ছোঁয়া পেলাম না।
সুখ মরীচিকাসম আমায়
করে যে শুধুই ছল না।

সুখের নেশায় বিভোর হয়ে
থাকি আমি রাত্রিদিন।
দুঃখ এসে যে ছোবল মেরে
করে আমায় সুখহীন।

আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে মোরে
দুঃখ শুধুই প্রহার করে।
সইতে নারি দুঃখের জ্বালা
অঝোরে মোর অশ্রু ঝরে।
ক্ষত বিক্ষত দেহ মন থেকে
অঝোরে যে রক্ত ঝরে।
সইতে নারি দুঃখের দহন
জ্বলে পুড়ে যাই গো মরে।

এমনি করে সারাটা জীবন
দুঃখের দহনে জ্বলি।
মন-পঙ্কজ শুকায়ে যায়
ফুটে নাতো হায় কলি।

সৌরভহীন মানব জীবনের
কিবা আছে প্রয়োজন।
সংসার-সাগরে হাবুডুবু খেয়ে
সাগরেই নিমজ্জন।

মিলন বাসর

কেন যে আমায় ফেলে গেলে হায়
এই ঘোর বিজন বনে।
সতত কাঁপি হায় ত্রাসেতে আমি
হিংস্র পশুর আগমনে।

যে দিকেই তাকাই সেদিকে দেখি
হিংস্র পশুর আনা গোনা।
দূর থেকেই সবে তেড়ে যে আসে
ছিঁড়ে খেতে মোর দেহখানা।

তাই তো শুধুই ছুটে গো বেড়াই
এ বন থেকে ওই বনেতে।
কেমন করে যে বাঁচব গো বলো
হিংস্র পশু সবখানেতে।

বন্ধু ভেবে যার কাছেই যাই
জুড়াতে মোর মনের ব্যথা।
দূর থেকে সবে সরে যে দাঁড়ায়
ঘৃণায় ওগো কয় না কথা।

নয়নের জলে ভাসায়ে দিলাম
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবন-তরী।
ভাসতে ভাসতে কোথায় যে যাবে
সদা সর্বদা ভেবেই মরি।

যদি তরী মোর যায় ডুবে ওগো
অগাধ কোন সিন্ধু নীরে।
তখন মোরা দোঁহে মিলিত হবো
লোক চক্ষুর অগোচরে।
মোদের মিলনে স্বর্গ নরক
হয়ে যাবে যবে একাকার
রত্নরাজিতে সাজাবগো দোঁহে
আমাদের মিলন বাসর।

দিশেহারা

বিরহ-অনল জ্বালি ওগো
বলো না তুমি কোথায় গেলে।
যতোই তোমায় খুঁজে মরি
বিরহ-অনল ততোই জ্বলে।

আজিকে এই বাদলা দিনে
ঝরিছে হায় শ্রাবণ ধারা।
দু'চোখ থেকে ওগো আমার
তবুও তো অনল নেভে না।

এই অনলের দাহ অতি
পোড়ায়ে মারে আমায়।
যতো করি অশ্রু সিক্ত
দাহ্ ততো বেড়ে যায়।

যখন ছিলাম ঘুমে আমি
চলে গেলে ওগো তুমি।
কিছুই না যে বলে আমায়
ছাড়িলে মর্ত্য ভূমি।

সেই থেকেই তোমায় ডাকি
হ'যে আমি দিশেহারা।
নয়ন নীরে ভাসায়ে বুক
পাই না তোমার সাড়া

এখন আমি কি করি হায়
পাই না কিছুই বুঝে।
মনটা যে মোর পাখি হ'য়ে
বেড়ায় তোমায় খুঁজে।

না পেয়ে ওগো তোমার দেখা
করে শুধু হা-হুতাশ।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে
ফেলে যে দীর্ঘশ্বাস।

এতো নিষ্ঠুর ওগো তুমি
জানতাম যদি আমি।
তোমার আগে দিতাম পাড়ি
ছেড়ে এ মর্ত্য ভূমি।

তখন তুমি বুঝতে ওগো
বিরহের কি যে জ্বালা
যেমন করে বুঝত রাধা
হারায়ে প্রাণের কালা।

আকুতি

ভগবান, আর কষ্ট দিও না—
সারা জীবন রয়েছি বন্দী
তোমারই কারাগারে।
মুক্ত করে দাও না গো মোরে
চলে যাই নিজ ঘরে।

কিযে অপরাধ করেছি বলো না
কেন এতো সাজা মোর?
দিন রাত ধরে খাটতে খাটতে
চোখে দেখি ঘনঘোর

চলতে পারি না টলছে চরণ
ঘুরিছে যে মোর মাথা।
শ্রান্ত দেহ মাগিছে হায় ছুটি
শোননা ওগো বিধাতা।

দাওনা গো ছুটি ওগো তুমি মোরে
চলি আমি নিজ ঘরে।
যেখানে ভাসিছে প্রিয়তমা মোর
বুঝিবা নয়ন নীরে।

হয়তো আমায় চিনবেনা কেহ
দীর্ঘ মেয়াদ খাটার পরে।
তাইতো তারা হয়তো বা আমায়
তাড়ায়ে দেবে অবজ্ঞা ভরে।

তবুও তো আমি দেখতে পাব
দূর থেকে প্রিয়ার মুখ।
দেখতে দেখতে উঠবে ভরে
আনন্দে আমার বুক।

বনে বনে ঘুরে ঘুরে আমি
গাঁথব মালা বনফুলে।
আসলে পরে পরিয়ে দেব
সেই মালা প্রিয়ার গলে।

এমনি করে মোদের মিলন
দেখবে সব স্বর্গবাসী।
গঙ্গা যমুনা সঙ্গমেতে
উঠবে বেজে মোহন বাঁশি।

সাথী হারা

চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে
পড়ে গেলাম আমি।
পিছন দিকে তাকায়ে দেখি
সঙ্গে নাই তুমি।

কোথায় তুমি চলে যে গেলে
ফেলি হেথায় আমাকে।
হন্যে হ'য়ে খুঁজেও হায়
পেলাম না যে তোমাকে।

কোথাও খুঁজে পেলাম নাগো
কোথায় গেলে তুমি।
তোমার খোঁজে ঘুরে বেড়াই
সারা ভারতভূমি।

এদেশ ওদেশ ঘুরে মরি
তোমার খোঁজে আমি।
তবু তোমার পাই না দেখা
যতই খুঁজে মরি।

বিদেশেতে চলতে চলতে
দেখা হ'ল তোমার সাথে।
জমলো আলাপ দু'জনেতে
এক কালবৈশাখী রাতে।

সেই থেকেই দুইজনেতে
চলেছি পথ একসাথে।
আজ কেন হায় চলে গেলে
আমায় ফেলে এ বনেতে?

অচেনা পথ চলতে নারি
তার পরেতে ভাষা অরি।
কোথার থেকে কোথায় যাব
তাই তো শুধু ভেবে মরি

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে
দেখতে পাই না আগে পিছে।
কেমন করে চলব যে পথ
ভেবেই মরি যে আমি মিছে।

যখন ছিলে আমার সঙ্গে
চলতে পথ যে হাতটি ধরে।
চলতাম আমি তোমার সাথে
অন্ধের যষ্টি মনে করে।

দিদার স্মৃতি

এঘরে তোর দিদার স্মৃতি
কাঁদায় আমায় দিবারাতি।
সইতে নারি ঘুরে বেড়াই
বলনা দাদু কোথায় যাই।

বুঝছি তুমি দেখছ মজা
মুচকি হেসে ওই পাড়েতে।
খেলছ বুঝি গো লুকোচুরি
ওপার থেকে আমার সাথে।

তাইতো তুমি দাওনা সাড়া
যতোই আমি ডাকি তোমায়।
থাকব না যবে ওগো আমি
আসবে বুঝি এই ধরায়।

খেলবে তখন লুকোচুরি
বলনা দাদু কাহার সাথে।
ভাববে তুমি আমার কথা
দু'হাত তুলে আপন মাথে।

তখন আমি দেখব মজা
বসে বসে গো ওই পারেতে।
যেমন করে দেখছ তুমি
আমায় রেখে এই পারেতে।

ধরার ধারা

হয়তো আমার এই ধরাতে
    হবে না আর আসা।
চোখের জলে তাই লিখে যাই
    না বলা সব কথা।

কেন ধরাতে এসেছিলাম
    কেন আবার যাচ্ছি চলে।
কেনইবা ছিলাম হেথায়
    মায়ার বাঁধনে সব ভুলে।

বন্ধু বান্ধব আত্মীয়রা
    সুখের সময় সবে ছিল।
দুঃখের দিনে বলো না তারা
    আমায় ফেলে কোথায় গেল?

ভুল করেও আসে না কেহ
    জিজ্ঞাসিতে আমার কাছে।
কিসের দুঃখ তোমাব মনে
    ভেবনা আছি আমবা পিছে।

স্বার্থপর এই দুনিয়ায়
    যে যার স্বার্থে মগ্ন আছে।
স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলেই পরে
    কেউ থাকেনাগো কাহার কাছে।

যারা ছিল আপনার জন
    এক এক করে চলে গেল।
যাবার সময় কেহ হায়
    আমায় কিছুই না বলিল।

এখন আমি পড়েগো আছি
    একা হেথায় সাথীহারা।
দু'নয়নে বইছে যে মোর
    বিরহের অশ্রুধারা।

অনিত্য সংসার

অনিত্য এই সংসারেতে
কেন যে আমি ছিলাম ডুবে।
মধুপ যেমন মধু খেয়ে
ঘুমিয়ে থাকে ফুলের বুকে।

নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে পরে
বাইরে আসতে চেষ্টা করে।
শত চেষ্টা করেও কি সে
বাইরে কভু আসতে পারে?

আমিও তো হায় মধুপের মত
সংসার-মধুতে মন সঁপে।
জীবন যৌবন ব্যর্থ করলাম
পরমার্থের কথা ভুলে।

এখন আমার যাবার বেলা
নদীর পাড়ে বসে কাঁদি।
কে আছে বলো আপনাবজন
পার কববে ভবনদী।

এ নদীতে যে তুফান ভারী
কুম্ভীরাদি বসত করে।
সঙ্গে নাই পাড়ের কড়ি
কেবা নিয়ে যাবে ওপারে।

গুরুর কথা সব ভুলে গিয়ে
মগ্ন ছিলাম নিজের কাজে।
এখন আমার যাবার বেলা
কপোল ভাসাই নয়ন নীরে।

কাণ্ডারী হীন দেহ-তরী যে
কেমন করে ওপাড়ে যাবে।
তুমি যদি ওগো হাল না ধর
মরব হেথায় আমি ডুবে।

ব্রহ্মলোক যাত্রা

এই করেছিস ভালো মা শ্যামা
এই করেছিস ভালো।
দিন দুপুরে ছিনিয়ে নিয়ে
আমার চোখের আলো।

অন্ধ হ'য়ে ঘুরে বেড়াই
সঙ্গে আমার কেহ নাই।
কেমন করে চলবো পথ
বল মা শ্যামা তোরে শুধাই।

চলতে চলতে পা টলে মা
হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই।
হাঁটু ধরে উঠেই আবার
পথ চলতে আমি চাই।

চলে না মা চরণ আমার
কে যেন আমায় টেনে ধরে।
চলতে চেষ্টা করি আবার
বহু কষ্টে গায়ের জোরে।

এমনি করে প্রাণবায়ু মোর
বুঝি ওগো বেরিয়ে যায়।
যাবার দিনে তোর সাথে মাগো
যেন আমার দেখা হয়।

তোর দেখা পেলে পরে মা
ভুলে যাব সর্ব শোক।
মহানন্দে পৌঁছে যাব
দোঁহে মিলে ব্রহ্মলোক।

মর্মজ্বালা

ফুলবাগান শুকিয়ে গেছে
ফোটেনাতো আর ফুল।
অন্ধবেগে আসে না ধেয়ে
মধুলোভী অলিকুল।

আসিত যে অলি করিবারে কেলি
ফুলসখীদের সনে।
রহিত বিভোর সারাদিন ভর
যৌবনের জয়গানে।

আসেনা তো অলি আমার কুঞ্জে
বাজায়ে প্রেমের বেণু।
খেলেনা তো হোলি ফুলসখীসনে
গায়ে মেখে ফুল রেণু।

তাহারা আরতো করে না নৃত্য
ফুলের জলসায়।
সব আনন্দ হয়েছে বন্ধ
না হেরি রাধিকায়।
মর্ম জ্বালায় জ্বলিছে যে হায
যেমন শ্যামরায়।

অন্তরে জ্বলে বিরহ-অনল
বাহিরে শ্রাবণ ধারা।
কে করিবে তাহে নিবারণ বলো
মন যে বাঁধন হারা।

নবীন বরণ

জন্ম মৃত্যু আসে ধরা পরে
    হাত ধরাধরি করে।
জন্মের সাথে মৃত্যু যে তাই
    সদা সর্বদা ঘুরে।

জন্মবাসরে মৃত্যু যে পায়
    সাদর আমন্ত্রণ।
জন্মের সঙ্গেই তাই তো সে
    কাটায় সারাজীবন।

মৃত্যুহীন জন্ম কি ধরায়
    কোথাও কি ভাই আছে?
জন্ম চলিলে সম্মুখ পানে
    মৃত্যু চলে গো পিছে।

এমনি করে ঘুরিছে সর্বদা
    জন্ম মৃত্যুর চক্র।
বুঝেও বোঝে না মূঢ় নরগণ
    এই নির্মম মহা সত্য।

জন্ম হ'লে তাই তো সকলে
    মহা আনন্দে হাসে।
মৃত্যু হ'লে নয়নের নীরে
    দুখ-সাগরেতে ভাসে।

জন্মের সাথে মৃত্যুও আছে
    বুঝিবে যবে এ মহাসত্য।
ঘুচে যাবে তবে ধরা বুক থেকে
    জন্ম মৃত্যুর রহস্য।

হাসিবে নাগো আর জন্ম হ'লে
কাঁদিবে না মৃত্যু পরে।
মৃত্যু যে ওগো নবজন্মের
আগমনী গানই করে।

প্রবীনেরা সবে বিদায় মাগে
নবীনদেরই করে বরণ।
নবীনেরা তাই ধরায় আসে
পেয়ে প্রবীনের আমন্ত্রণ।

এমনি করেই নবীন প্রবীনের
চলছে ধরায় আনাগোনা!
আসিলে নবীন ছেড়ে দেয় প্রবীণ
স্বেচ্ছায় তার আসন খানা।

মৃত্যু যে হায় ধরণীর বুকে।
জন্মের কেতন উড়ায়।
যেমন করে পুবাতন বস্ত্র
নূতন বস্ত্রকে পরায়।

আমার ভুবন

নব বসন্তের রক্তিম রাগে
সেজেছে প্রকৃতি মোহিনী বেশে।
বন বীথিকা যে হয়েছে উন্মত্ত
নব যৌবনের রঙ্গরসে।

বসন্ত আসিছে ধরার বুকে
প্রেমেরই অভিসারে।
তাইতো সেজেছে প্রকৃতি আজিকে
অষ্ট অলঙ্কারে।

অলিকুল সবে চলেছে ছুটে
বিদ্ধ হয়ে মদন বাণে।
গুনগুনিয়ে প্রেমালাপ করে
ফুল সখীদের কানে কানে।

কোকিল গাহে হেমন্ত কণ্ঠে
সুমধুর প্রেমগীতি।
দোয়েল শ্যামা যে নাচে ধিনধিন
পেয়েগো পরম প্রীতি।

ভ্রমর বাজায় গুন গুন করে
একতারাটি তার হায়।
ঘুঘু বাজায় ডুবিতবলা ওগো
নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

ফিঙা নাচে মহা আনন্দে
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে।
ময়না টিয়া সাজিয়া গুজিয়া
ভাটিয়ালি গান ধরে।

এমনি করে সমস্ত ভুবন
আনন্দে মাতোয়ারা।
আমার ভুবন কেন ওগো হায়
অশ্রুসিক্ত কারা?

শুনিনা কেন হেথায় আমি।
কোকিলের কুহুতান।
দোয়েল শ্যামা নাচে না কেন
পাপিয়া গাহে না গান?

ফোটে না কেন মোর বনে ফুল
আসে না কেন যে অলি।
তবে কি তারা ভুলে গেছে সবে
মোর ভুবনের গলি?

আমার ভুবনে আর কি হেরিব
চাঁদের মধুর হাসি।
ঘোর আঁধারেতে মরিব কি ডুবে
হারা হয়ে প্রাণ-শশী?

তোমার তরে

তুমি আজ আর এ জগতে নাই—
তোমার বিদেহী আত্মার উজ্জ্বল উপস্থিতি
মর্মে দেয় গো দোলা—
অপূর্ব এক সঙ্গীত মূর্চ্ছনায়
সকাল সন্ধ্যাবেলা।

অশ্রুত এক প্রেম রাগিণী ভরে
পৌঁছে দেয় তোমার আগমন বার্তা
দেহের প্রতিটি কোষে কোষে
শিরা উপশিরা দিয়ে।

আমার মনোরাজ্যে জাগায়
এক অপূর্ব শিহরণ—
যেমন অরন্যানী বুকে
খেলে তড়িৎ চুম্বন
কোকিলের কুহুকুহু তানে
বসন্তের সমাগমে।

বন বীথিকা যেন সুপ্তি ছেড়ে
হঠাৎই জেগে ওঠে—
বসন্ত রাজে আবাহন তরে
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে।

নিজের দেহকান্তি সুশোভিত করে
নানারূপ অঙ্গরাগে।
তাপসী অপর্ণা-হঠাৎ যেন হয়ে যায়
স্বর্গের অপ্সরা—যৌবন-মদিরা পূর্ণ করে।

প্রকৃতি মত্ত হয়ে ওঠে যৌবনের জয়গানে
সবুজ শ্যামলিমায় নিজেকে সাজায়ে
দয়িত বসন্ত রাজে অভ্যর্থনা করে
আকুল পিপাসা ভরে।

দয়িতার যৌবন বার্তা পৌঁছে দেয় অলিকুল
দয়িত সমীপে গুনগুন করে।
যেমন করে বড়াই রাধিকার প্রেমবার্তা
পৌঁছে দিত কৃষ্ণ সমীপে কৌতূহল ভরে।

কি করে তোমায় করি আবাহন—
আমার তো নাই কোন দূতী
যাকে পাঠাব আমার হয়ে তোমার কাছে
করতে তোমায় সম্ভাষণ।

আমার শেষ সম্বল—দু'ফোঁটা নয়নের জল
তোমার তরে পাঠালাম হৃদয়ার্তি দিয়ে দূতী করে;
জানি, তুমি আসবে না আর ফিরে
যতোই আমি ডাকি তোমায় আকুল পিপাসা ভরে।

ভগ্ন বীণা আর কি জোড়া লাগে?
গায় কি কভু সে আর—অমর মিলনগীতি?
অশ্রু-সায়রে ভাসি তাই একা একা
বুকে লয়ে তোমারই স্মৃতি।

অশ্রুত এক প্রেম রাগিণীতে
নিজেকে বিলায়ে দিয়ে
দিগ্‌ভ্রান্ত কলম্বাসের মতো
অকূল সাগর মাঝে—
তোমারই আবিষ্কারে।

দেহী প্রিয়া

মৃত্যুর পরে তোমাকেই আমি
খুঁজে খুঁজে হই সারা।
স্বদেশে বিদেশে খুঁজিয়া বেড়াই
দাওনা যে তুমি ধরা।

তবে কি তোমাব সঙ্গে আমার
হবে নাক আর দেখা।
নয়নের নীরে ভাসাব কপোল
বসে বসে শুধু একা?

মৃত্যু কি পারে ছিনায়ে নিতে
প্রিয়তমাকে গো হায়!
দেহকে পারে সে ছিনাযে নিতে
দেহীকে তো কভু নয়।

বাহির থেকে যায় না দেখা
দেহীকে কখন ভাই।
অন্তরেতে বিরাজ করে সে
অন্তরে তাব ঠাঁই।

তবে কেন হয়েছ পাগল
প্রিয়ার দেহ তরে।
দেহী প্রিয়া লুকায়ে রযেছে।
তোমার অন্তরে।

অন্তর লোকেতে সাধনা কর
বাহিরকে ভুলে গিয়া।
মিলন রাগিণী উঠিবে বাজিয়া
ধরা দেবে দেহী প্রিয়া।

উত্তপ্ত সাহারা

কোথা থেকে আসে প্রেম
কোথা চলে যায়।
কোথায় উৎস এর
কে বলিবে হায়।

একবার প্রেম-নদী
হ'লে প্রবাহিত।
দু'কূল প্লাবিত করে
বন্যার মতো।

বন্যার পরেতে দেখি
পলিমাটি পড়ে।
দু'কূল সমৃদ্ধ হয
যৌবনেব ববে।

তাবপব সৃষ্টি যজ্ঞে
হ'যে মাতোয়ারা।
এ কূল ওই কূলকে করে
সবুজ ইসারা।

যৌবনের জয়গানেতে
হ'য়ে আত্মহারা।
একূল ও কূলের কাছে
এসে দেয় যে ধরা।

তার পরেতে দুই কূল
কুল কুল নাদে।
এক সঙ্গে বহে চলে।
পড়ে প্রেম ফাঁদে।

এই ভাবে দুই কূল
ভুলে গিয়ে নিজসত্তা।
হয়ে যায় একাকার
এক দেহ এক আত্মা

তারপরে উভয়ের
চেষ্টার ফলে।
ভরে ওঠে তীরদেশ
ফুলে ও ফসলে।

ফুলের সৌরভে দেখি
অলিমুখে হাসি।
ফসল কাটে আনন্দে
যত চাষা চাষী।

এমনি ভাবে কাটায়ে দেয়
সারাটা যৌবন।
সৃষ্টির আনন্দে মেতে
এরা দুইজন।

তার পরেতে যৌবনেতে
ভাটায় দিলে টান।
জীর্ণ হয় দেহ-তরী
শীর্ণ হয় প্রাণ।

চলে না তটিনী আর
কুল কুল নাদে।
হারায়ে যৌবনাবেগ
চুপ করে থাকে।

বাজে না আর প্রেম রাগিণী
হারা হয়ে যৌবন।
বার্ধক্যের কারাগারেতে
ওষ্ঠাগত প্রাণ।

নীরহীন নদী যেন
প্রেম হীন প্রাণ।
শত চেষ্টায় তাহে
আসে না যে বান।

ভাঁটাব অমোঘ টানে
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে।
পড়ে থাকে একা একা
সবই বিসর্জিয়ে।

হারায়ে ফেলে গতিবেগ
চলিতে না পারে।
বন্দী যেন শাজাহান
স্বীয় কারাগারে।

কোথায় গেল এতো প্রতাপ
কোথায় বৈভব?
হারায়ে ফেলে যৌবন সে যে
হারাযেছে সব।

আর তো চলে না হায়
নদী পথ দিযা।
পণ্যবাহী তরীগুলি
হেলিয়া দুলিয়া।

আর তো যায় না শোনা
সেই সারিগান।
যাহার আকুল সুরে
জুড়াইত প্রাণ।

জেলেরা আসেনা আর
মাছ ধরিবারে।
চলে না স্টীমার আর
হুইসল মেরে।

আসে না গ্রামের বধূ
নদীতে নিতে জল।
যেমন আসিত রাধা
করে যে নানা ছল।

কেহ তো আসে না হেথা
করিবারে স্নান।
যৌবন হারায়ে নদী
থাকে ম্রিয়মান।

নির্জন দ্বীপে থেকে
করে সদা হা-হুতাশ।
দেখেও দেখে না কেহ
ভাগ্যের পরিহাস!

এ যেন ট্রাজেডির
এক মহানায়ক।
সব কিছু হারায়ে
করিছে শুধু শোক।

শোকেতে সান্ত্বনা তাহায়
কে করিবে দান?
অশ্রুসিক্ত হয়ে যেন
করিতেছে স্নান।

অন্তরে তার বিরহ অনল
বাহিরেতে অশ্রুধারা।
চারি দিকে শুধু বালুকার রাশি
যেন উত্তপ্ত সাহারা!

স্মৃতির রাজপথ

তোমার স্মৃতির রাজপথ বাহী
যতোদূর আমি যাই।
মাইলে মাইলে তোমারই স্মৃতি
খোদিত দেখিতে পাই।

তোমার স্মৃতির এ্যালবাম খুলে
যে দিকে চোখ ফিরাই।
স্মৃতিগুলি সব ইঙ্গিতে বলে
তুমি আজ হেথা নাই।

বিজন পথ শ্বাপদ সঙ্কুল
চলিতে পারি না একা।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে মরি।
তবুও দাও না দেখা।

তবে কিগো হায চলে গেছ তুমি
ফেলিযা আমায একা।
আব কি ওগো তোমার সঙ্গেতে
হবে না আমার দেখা?

মাইল পোষ্ট দেখে বিদ্যাসাগর
সংখ্যা শিখে নিয়ে ছিল।
তোমার এ্যালবাল দেখে ওগো মোব
জীবন দর্শন হ'ল।

জীবনটা যে ক্ষণিকের তরে
চলে শুধু এঁকে বেঁকে।
বন্যার জলে তীরভূমি ছেপে
সৃষ্টির বান ডাকে।

তীরভূমিকে করে সুশ্যামল
যৌবনের জয়গানে।
তার পরেতে ছোটে ওপারেতে
ভাঁটার অমোঘ টানে।

সাধের সৃষ্টি পড়ে হেথায়
আকুলি বিকুলি খায়।
ভুলেও কি সে সৃষ্টির পানে
ফিরিয়া কভু তাকায়?

এমনিভাবে এপারে ওপারে
চলে শুধু পারাপার।
জোয়ারের ডাকে এপারে আসে
ভাঁটায় যায় ওপার।

সৃষ্টির তরে তাইতো সবে
এপারে ভাসায় ভেলা।
ওপারেতে যায় সাঙ্গ করে
এপারের সব খেলা।

কে আমি

কে বলে গো তুমি নাই
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে
তোমাব নীরব উপস্থিতি
আমি যে দেখিতে নাই।

প্রত্যুষে পাখির কলতানে
আমি যে শুনিতে পাই
তোমার কণ্ঠস্বর বলে মোরে
ওগো, ঘুম থেকে জাগো।

এখনও কি তোমার ঘুমান শোভা পায়
ওই দেখ পুব আকাশে অরুণ উদয়।
চারিদিক আন্দোলিত করি
উঠিছে ভোরের রবি
অবগুণ্ঠনে ঢাকি মুখখানি
বলিছে গো ইসারায়
সময় যে বহে যায়
তবে কেন এখনও বিছানায়?

অফুরন্ত কাজ ডাকে তোমায়
হাতছানি দিয়ে।
তবু কেন তুমি বিছানায় ওগো
রয়েছ ঘুমিয়ে?

অস্পষ্ট আলোকে চিনিতে না পারি
বাব বার তাকায়ে দেখি
এ যে সেই পবিচিত মুখ!
যাকে ঘেরি হয় আন্দোলিত
আমার. বিবহী জীবনের
সমস্ত সুখ-দুখ
এক অব্যক্ত ভাষায়।

বর্ষার বারিধারার অনষ্টুপ ছন্দে
আমি যে শুনিতে পাই
সেই লাস্যময়ী নূপুর নিক্কন
একদিন যা আমার
মনের অলিন্দে অলিন্দে
জাগায়ে তুলিত নবসুর
প্রেমাবেগে হ'য়ে ভরপুর।

মরাগাঙে ডাক দিত বান
ভাসায়ে দিয়ে তীরভূমি বন উপবন
নিয়ে যেত এক নিভৃত নিলয়ে
স্বপ্নের রাজকুমারীর কাছে—
চোখে মেখে মায়াঞ্জন
মনে জাগায়ে এক অপূর্ব শিহবণ।

আবেগ আপ্লুত হ'য়ে
চলিতাম ধেয়ে
নিজেকে বিসর্জিয়ে।
যেমন চলিত রাধিকা
কৃষ্ণের বাঁশরীর তানে
হ'য়ে দিশেহারা-উদ্‌ভ্রান্ত মনে।

বিজলিচ্ছটায় আমি যে হেরি
সেই পরিচিত হাসি
যা' একদিন বাজাত প্রেমের বাঁশি
নবরাগিণীতে উল্লাস ভরে
আমার মন-কুঞ্জ বনে।

বন বীথিকা যেমন আন্দোলিত হয়
বসন্ত সমাগমে
কোকিলের কুহুতানে
অপূর্ব এক সুরমূর্চ্ছনায়
দিগ্বিদিক আলোড়িত করে
প্রেমের মদিরা ঢেলে ধরা পরে।

তেমনি আমার মনের গহন বনে
তোমার উপস্থিতি
জানায় বসন্তের আগমন।
গাছে গাছে ফোটে ফুল।
ফুলে ফুলে অলি।
শাখে শাখে গাহে পিক
অপূর্ব রাগিণীতে মধুর সঙ্গীত।
প্রেমের বার্তা নিয়ে অন্ধবেগে
ছুটে চলে মলয়-পবন।

প্রেমালোকে হয় উদ্ভাসিত মর্ত্যলোক—
মনে হয় যেন ধরা বুকে দিয়েছে ধরা
স্বর্গের নন্দন কানন।
মুহূর্তের তরে স্বর্গের অপ্সরা মর্ত্যলোকে আসে
যৌবন-মদিরা পূর্ণ করে পিপাসিত মর্ত্যবাসীর তরে।

স্বর্গ মর্ত্যের ভেদাভেদ ভুলে—
নিজেকে বিলিয়ে দেয় তিল তিল করে।
হঠাৎ মর্ত্যলোক মেতে ওঠে যৌবনের গানে
এক অপূর্ব উল্লাস ভরে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে আমি জেগে দেখি—
পড়ে আছি এক অন্ধকার কারাকক্ষে
বন্দী শা'জাহানের মতো—
অদূরে তাজ মহল—কিন্তু তীর চিহ্ন দিয়ে
হয়েছে নিষিদ্ধ তার সৌন্দর্য অবলোকন।
চারিদিকে যৌবনের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে
চলেছে ধরা মনের আনন্দে আপ্লুত হয়ে ;—
অথচ আমার ভুবন যেন ঘন অন্ধকারে ঢাকা
অমাবস্যার নিশীথ যামিনী।
কোথাও নাই আলোকের হাতছানি—
আছে শুধু অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরার
এক অব্যক্ত নির্দেশ।
তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করি—
কে আমি!

ধরার বাসরে

প্রাণ-পাপিয়া যে পড়েছে ঘুমায়ে
গাহে না সে আর গান।
মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে
হ'য়ে আছে অচেতন।

যতোই তাহারে করি ডাকাডাকি
দেয় না সে আর সাড়া।
বিরহ-অনল নিভাতে যে চাই
ঢালিয়া অশ্রুধারা।

যতোই অশ্রু করি বর্ষণ
 নেভেনাতো সে আগুন।
নেভার বদলে দাউদাউ করে
 জ্বলে হায় শতগুণ।

এমনি করে যে বিরহ-অনলে
 জ্বলে পুড়ে হই সারা।
এপারেতে আমি ওপারে পাপিয়া
 মাঝে বিরাট সাহারা।

সাহারার বালু করে শুধু ধুধু
 যতোদূরে চোখ যায়।
সাগর বিরহে সেও কেঁদে কেটে
 জ্বলে পুড়ে শেষ হয়।

বুকখানি তার তপ্ত কটাহ
 বিরহ-অনলে পুড়ে।
মুখখানি তার ধূলায় ধূসর
 প্রিয়ার অদর্শনে।

সাগর চলেছে মরু অভিসারে
 মরু চলেছে সাগরে।
কভু কিগো এদের মিলন হবে
 এই ধরার বাসরে?

মিলন আশে

আমার ভুবনে আছে শুধু হায়
 গ্রীষ্মেরই দাবদাহ।
শীতের আছে যে কনকনে শীত
 আর বর্ষার প্রবাহ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন নীরেতে
সৃজিয়া মহাসাগর।
সাঁতার কাটি গো সাগরের বুকে
সারা দিন রাত ভর।

কাটিতে কাটিতে সাঁতার যখন
অবসাদ করে গ্রাস।
নিরুপায় হ'য়ে সাগরের বুকে
কবি শুধ্ হা-হুতাশ।

বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে মরি
তবুও পাই না দেখা।
তবে কিগো তুমি চলে গেছ হায়
ফেলিয়া আমায় একা?

আর কি হবে না তোমার উদয়
আমার জীবনাকাশে?
আমি যে রয়েছি পড়িয়া হেথায
তোমার মিলন আশে।

পাখির মায়ায়

পাখি যখন খাঁচায় ছিল
কত কথা যে বলতো মোরে।
শুনেও শুনতাম না কথা
আমি তখন পরখ করে।

এখন পাখি খাঁচা ছেড়ে
কোথায় যে গেছে উড়ে।
যতোই তারে ডাকি আমি
আসবে কি আর ফিরে?

পাখির শোকে কাঁদি আমি
হয়ে ওগো আত্মহারা।
তবুও তো দেয় না পাখি
মনের ভুলেও ধরা।

বুঝিবা পাখি ভুলে গেছে
অতীতের স্মৃতি কথা।
তাই তো সে আসে না আর
জুড়াতে মনের ব্যথা।

পাখিব মায়ায় হন্যে হয়ে
ফিরি আমি বনে বনে।
তবুও তারে পাইনা যে খুঁজে
গেছে সে কোন গহনে।

বনের পাখি গেছে বনে
আমায় দিয়ে ফাঁকি।
তাই তো আমি তাব লাগি
চোখেব জলে ভাসি।

এতো দিনের এতো প্রেম
এতো ভালোবাসা।
সবকিছু ব্যর্থ হ'ল
এতো কাঁদা হাসা।

আগে যদি বুঝতে পারতাম
নিষ্ঠুর পাখি যাবে উড়ে।
প্রেম বেড়িতে বেঁধে রাখতাম
মনের খাঁচা বন্ধ করে।

দেখতাম আমি কি করে
উড়ে যায় সোনার পাখি।
বিজন বনে ফেলে মোরে
এমনি করে দিয়ে ফাঁকি।

সূর্যের বিরহ

আমার আকাশ ওগো ঘন কাল মেঘে ঢাকা
নাই হেথা চন্দ্র সূর্য নাই যে তারকা।
অশনি নির্ঘোষে কাঁপে থর থরি,
অঝোরে ঝরে ওগো নয়নের বারি ;
নাচে নাতো হায় মন-ময়ূরী
কলাপ মেলিয়া হেথা।

দিনের বেলায় সূর্য ওঠেনা
থাকিগো ম্রিয়মান হ'য়ে।
রাতের বেলায় কেঁদে ভাসাই
চাঁদের পরশ না পেয়ে।

চাঁদের বিরহে সূর্য কাঁদে
না পেয়ে তাহার দেখা।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে সে
ছাই হয় একা একা।

তবুও তো চাঁদ দেয় না ধরা
সূর্যের বাহুডোরে।
যতোই সূর্য চাঁদের লাগি।
বিরহ-অনলে পোড়ে।

সূর্যের এই শবরী প্রতীক্ষা
কখন হবে শেষ?
যে দিন সূর্য হবে অস্তমিত
ছেড়ে গো নভোদেশ।

কার অভিসারে

কোথায় চলেছ, কার অভিসারে ;
গিরিপর্বত অতিক্রম করে?
সিক্ত দেহ বিস্রস্ত বসন
অঝোরে ঝরিছে যেন নবযৌবন।
দেখে মনে হয় স্বর্গের অপ্সরা
মর্ত্যে নেমেছে যৌবনাবেগে মত্ত হয়ে।
মর্ত্যের যত মুনি ঋষি সব
ফেলি আশ্রম ফেলি তপজপ
পুলকে ছুটিছে তাহার পিছে
যৌবনা-সুধা পান অভিলাষে
মহানন্দে গণ্ডুষ ভরে।

চলে অপ্সরা কলকল ভাষে
নৃত্যের তালে তালে।
মদন বানে বিদ্ধ করে সে গো
ধরণীর যতো নরে।

সকলেই ছোটে তার পিছে পিছে
প্রেমের অভিসারে।
সে তো ওগো হায় ধরা নাহি দেয়
কাহার বাহুডোরে।

এমনি করে সকলে তাহারে
বাঁধিবারে চায় প্রণয় ডোরে।
সেতো শুধু হায় চলেছে ছুটে
সব হাতছানি উপেক্ষা করে।

কোন দয়িতের অমোঘ আহ্বানে
ছাড়িয়া স্বর্গভূমি।
মর্ত্যের বুকে জমিয়েছ পাড়ি
বলো না ললনা তুমি?

তোমার প্রেমের উচ্ছলতায়
ধরণী ভাসিয়া যায়।
তাই তো সকলে খায় হাবুডুবু
তোমার প্রেম-বন্যায়।

তবুও তো থামোনা গো হায়
চলেছ শুধুই ছুটে।
তবে কি তোমার মিলন বাসর
হবে সাগরের বুকে?

জীবন জিজ্ঞাসা

গানের পাপিয়া মোর ঘুমায়েছে
মনে লয়ে বড়ো ব্যথা।
যতোই না তারে করি ডাকা ডাকি
বলে না সে কোন কথা।

এতোদিন যে আমার ভুবন
রেখেছিল গানে ভরে।
আজ কেন সে নীরবে ঘুমায
আমার ভুবন ছেড়ে?

আর কি পাপিয়া জাগিবে না হায়
গাহিবে না আর গান?
জীবন-মরুতে আর কিগো কভু
হেরিব না মরুদ্যান?

জীবন কি শুধু মায়ার বাঁধন
আর কি কিছুই নয়?
তবে কেন সবে মরীচিকা সম
জীবনের পিছে ধায়?

এতো প্রেম প্রীতি এতো ভালোবাসা
সবই কি অভিনয়?
নাট্যমঞ্চে আসা আর যাওয়া
আর কি কিছুই নয়?

জীবনটা যেন পাহাড়িয়া নদী
ছোটে তীব্র গতিতে।
কিসের জন্য এতো ছোটাছুটি
পারি না কিছু বুঝিতে?

বলো না খুলে তুমি আদিপিতা,
জীবনের তত্ত্ব কথা।
শুনিযা তোমার সে কথা আমি
জুড়াই বিবহ ব্যথা।

হায়

আমাব আকাশে হেবিনা তো হায
পূর্ণিমা চাঁদেব হাসি।
আমার হৃদযে বাজেনা তো হায
কৃষ্ণের মোহনবাঁশি।

কণ্ঠ মোব রুদ্ধ আজি হায়
গাহে না সে আর গান।
জীবন-তটিনী শুকাযেছে হায়
আসে নাতো তাহে বান।

মন-ময়ূরী নাচেনা তো আমার
কলাপ মেলিয়া হেথা।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে হায়
ভুলে গেছে সব কথা।

আমার নয়নে হেরিনাতো হায়
প্রকৃতির রূপরাশি।
তবে কি তাহারা মরে গেছে সবে
শুনিয়া বিষের বাঁশি?

মোর বাতায়নে খেলেনা তো হায়
বসন্ত সমীরণ।
দোয়েল শ্যামা নাচেনা তো হেথায়
কোকিল গাহে না গান।

আমার ভুবন আঁধারেতে ঢাকা
নাহি তাহে কোনো আলো।
চন্দ্র সূর্য বুঝি হেথা হায়
নীরবে নিভিয়া গেল।

নরনারীর বিরহ

ভেঙ্গে গেল মোর খেলা ঘরখানি
অশ্রুর বন্যায়।
ভেসে গেল মোর যাহা কিছু ছিল
গচ্ছিত সঞ্চয়।

এতোদিন ধরে তিল তিল করে
সঞ্চয় যাহা ছিল।
কোথা থেকে এসে ক্রূর হাসি হাসে
মেঘনা ছিনিয়ে নিল।

শুনিল না মোর কাকুতি মিনতি
নিয়ে গেল জোর করে।
সেই হ'তে আমি সদাই গো ভাসি
আমার নয়ন নীরে।

কেহ নাই মোর আপনার জন
সকলেই গেছে চলে।
আমি শুধু একা বসে কাঁদি হেথা
নির্জন নদীকূলে।

মেঘনার বুকে শুনেছি গো আমি
প্রিয়ার সে ক্রন্দন।
তাইতো গো আমি বসে কাঁদি হেথা
পেতে তার দর্শন।

দেখা হ'লে মোর প্রিয়ার সঙ্গে
বলিব তাহাকে ডেকে।
সাজাওনা প্রিয়া মিলন বাসর
ওই মেঘনার বুকে।

মেঘনার বুকে হ'লে প্রবাহিত
প্রেমের পীযূষ ধারা।
পান করে সবে সে পীযূষ ধারা
অমর হবে এ ধরা।

রবে না তখন মৃত্যুর ভয
হবে না গো ছাড়াছাড়ি।
নারীর বিরহে কাঁদবে না নর
নরের বিরহে নারী।

মর্ত্যের কল্যাণে

আমার আঁখির দুখ-দ্বীপ জ্বালি
যেখানেই আমি যাই।
জরা ব্যাধির করুণ ক্রন্দন
সেখানে শুনিতে পাই।

একটি ঘরও পাইনাগো খুঁজে
    মৃত্যু দেযনি হানা।
বিরহহীন একটি হৃদয়ও
    নাইতো আমার জানা।
মন্দিরে কাঁদে শোকার্ত মাতা
    মৃতপুত্র কবি কোলে।
ফিরায়ে দাও গো বাছার জীবন
    রাখিলাম পদতলে।
ফিরায়ে না দিলে তনয়ে আমার
    হ'ব যে আত্মঘাতী।
মন্দির গাত্রে মাথা কুটে কুটে
    কাটাব গো দিবারাতি।
এমনি করে বিরহ অনলে
    জ্বলিছে বিরহী মাতা।
কেবা বোঝে বলো তাহার মনে
    কী যে দুঃসহ ব্যথা।

মসজিদে দেখি কাঁদিছে পতি
    মুমূর্ষু প্রিয়ার তরে।
ফিরায়ে দাও প্রিয়ারে আমার
    এই মোনাজাত করে।
প্রিয়াহীন জীবন দুঃসহ অতি
    সহিব কেমন করে।
মরিলে গো প্রিয়া যাব যে মরিযা
    বলিলাম গো তোমারে।
দেখিতে দেখিতে সংবাদ এলো
    মসজিদ হ'তে ভাই।
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে
    মুমূর্ষু প্রিয়া নাই।
চলে গেছে সে যে এ ধরণী ছেড়ে
    পতিরে হেথায় ফেলি।
শুনে সংবাদ রুদ্ধহ'ল শ্বাস
    পতিও গেল যে চলি।

গীর্জায় দেখি সেই প্রার্থনা
শোননা গো প্রভু তুমি।
জরা ব্যাধির কবল থেকে ওগো
বাঁচাও মর্ত্যভূমি।
পারি না সহিতে ওগো প্রভু আর
মর্ত্যের করুণ আর্তনাদ।
কেমন করে পাবে পরিত্রাণ
না হ'লে যে সবে হবে উন্মাদ।
এমনি ভাবেই প্রার্থনা করে
বসিল গভীর ধ্যানে।
মুদিয়া নয়ন ত্যাজিল জীবন
মর্ত্যের কল্যানে।

আজব ধরা

আকাশ মার্গে উড়ে যায় পাখি
বুকে নিয়ে চাপা ব্যথা।
কাহার বিরহে মরে জ্বলে পুড়ে
জানে কি কেহ সে কথা?

হয়তো সে ধরণীর বুকে
এসেছে ফেলে শাবক ছানা।
তাই তো সে আকাশেতে উড়ে
ঝাপটে তার ক্লান্ত ডানা।

যতোই উড়ুক আকাশ যানে
মন থাকে তার ধরার পানে।
তাই বুঝি সে চলতে না পেরে
ভেসে যায় ওগো বিরহ-বানে।

বিরহ ব্যথায় ডুকরে ডুকরে
কেঁদে কেঁদে হয় সারা।
তবুও তো তার চলতে যে-হয়
হায়রে আজব ধরা!

একদিকে চলার টান
অন্যদিকে শাবক।
দো-টানায় জ্বলে পুড়ে সে
হয়ে যায় যে পাবক।

পাবক শিখা শেষ হয় যেমন
পুড়ে নিজের আগুনে।
পাখির মনও পুড়ে শেষ হয়
না হেরি নিজ শাবকে।

এমনি করে চলতে চলতে
হয়তো বা একদিন।
মুখ থুবড়ে পড়ে রবে পাখি
হয়ে যে জীবন হীন।

হয়তো সেদিন শাবক সাথে তার
শেষ মিলন হবে।
মুক্ত হ'য়ে হায় গতির গণ্ডি
আসবে হেথা যবে।

শাবকের সাথে মিলন আর্তি
সে দিনই শেষ হবে।
বিরহ-অনল হয়তো সেদিন
চিরতরে নিভে যাবে।

ধরণীর বুকে হয়তো সেদিন
বহিবে অশ্রুধারা।
শাবকেরা তখন কেঁদে ভাসাবে
হয়ে গো মাতৃহারা।

এমনি করে বিরহের ধারা
বহে ধরণীর বুকে।
না বুঝে হায় সে ধারার গতি
ভাবে আছে সবে সুখে।

বিরহের ধারা যায় না তো ধরা
উপরে উপরে দেখে।
ফল্গুর ধারা যেমনি বহিছে
ফল্গু নদীর বুকে।

দিন দিন সে খুঁড়ে খুঁড়ে খায়
ফল্গু নদীর বুক।
বাহির থেকে বোঝে কি কেহ
তাহার মনে কি দুখ?

বিরহ ব্যথায় কেঁদে কেঁদে হায়
হয়েছে শীর্ণকায়।
নীরের বদলে বালুকাব রাশি
গ্রাসিছে ওগো তাহায়।

বন্দী হয়ে কাঁদিছে যে সে
বালুকার কারাগারে।
যেমন করে সাহারা কাঁদে
বালুকার অত্যাচারে।

আর কি বহিবে ফল্গুর বুকে
স্নিগ্ধ বারির ধারা।
মরিবে কিগো সে শুধু জ্বলে পুড়ে
হ'য়ে তপ্ত সাহারা?

সতীর সন্ধানে

কোন সকালে তোমার সাথে
আমার পরিচয়।
চলেছি দোঁহে একই সাথে
অভিন্ন হৃদয়।

কেটে যে গেল কতো না সকাল
কতোনা সন্ধ্যাবেলা।
তোমার সঙ্গে ওগো আমার
করে শুধু ছেলেখেলা।

তারপরেতে চলতে চলতে
হোঁচট খেয়ে তুমি।
কোথায় যে গো ছিটকে পড়লে
পাইনা খুঁজে আমি।

তোমার খোঁজে ঘুরে বেড়াই
সারা দেশময়।
তবুও তো দাওনাগো সাড়া
তুমি যে আমায়।

কোথাও না হেরি তোমায়
নয়ন নীরে ভাসি।
কোথার থেকে কোথা গেলে
বলেনাগো প্রকাশি।

মন-বাতায়নে করে নাগো খেলা
আরতো দখিন হাওয়া।
কনকনে শীতে শুধু চারিভিতে
করিছে যে আসা যাওয়া।

শীতের প্রকোপে কাঁপি থরথরি
রোধিতে না পারি নয়নের বারি।
তাইতো ওগো তোমায় আমি স্মরি
ভাসায়ে বুক দিবস শর্বরী।

তবুও তোমার না পেয়েগো দেখা
করি শুধু হা-হুতাশ।
জীবন সায়াহ্নে একি আজ হেরি
ভাগ্যের পরিহাস!

তুমি যে গো ছিলে আমার জীবনে
নীরব সন্ধ্যাতারা।
তোমাকে যে হেরি চলিতাম আমি
ভবের অন্ধকারা।

তুমি আজ নাই চলিতে পারি না
হারায়ে গতিপথ।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে ছাই
আমার ভবিষ্যৎ।

বন্দী হয়ে কাঁদে ভবিষ্যৎ
অন্ধ কারার মাঝে।
কেমন করে মুক্তি পাবে যে
পায় না কিছুই বুঝে।

নয়ন নীরে ভাসিয়ে দিলাম
আমার জীবন-তরী।
কোন ঘাটেতে যে ভীড়বে এসে
বুঝতে কিছু না পারি।

হয়তো তরী ভাসতে ভাসতে
ভীড়বে এসে নতুন দেশে।
স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা সেই দেশ
বাস্তবে নাই কোন লেশ।

পৌঁছে গেলেই আজব দেশে
আমার জীবন-তরী।
আসবে ছুটে আমার কাছে।
উৎসুক নরনারী।

জিজ্ঞাসিবে তারা সবে
বলো না সত্যি করে।
কেন তুমি হেথায় এলে
কাহার অভিসারে।

সাথী হারা হয়ে হায় আমি
ফিরিগো দেশে দেশে।
এদেশ ওদেশ ঘুরে মরি
সাথীর উদ্দেশে।

খুঁজে না পেয়ে সাথী আমার
নয়ন নীরে ভাসি।
তাইতো ওগো এসেছি হেথা
বলিলাম প্রকাশি।

দেখছ কিগো তোমরা কেহ
আমার জীবন সাথী।
হৈমকান্তি দেহ তাহার
ভ্রমর যুগল আঁখি।

অধরে হাসির রেখা
বিজলি সম খেলে।
হৃদয়ে তার প্রেম-যমুনা
উজান বানে চলে।

যার ভ্রূ ভঙ্গিমায় দেবতারা
করে সবে কানাকানি।
সেই তো গো আমার জীবন সাথী।
আমার হৃদয় রাণী।

যাহার খোঁজে হন্যে হয়ে
করিগো অন্বেষণ।
সতী হারা হয়েগো যেমন
শিবের পদার্পণ।

সতীর বিরহে হন্যে হয়ে
ভোলা মহেশ্বর।
দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে
লয়েগো সহচর।

সতীহারা হয়ে হায় আমি
এসেছি ওগো হেথা।
দিয়ে মোরে তার সন্ধান।
জুড়াও মনোব্যথা।

অন্যথায় ত্যাজিব জীবন
কহিলাম যে আমি।
নর রক্তে সিক্ত হবে
এই স্বর্গভূমি।

ভাবনা

মন বলে তুমি ওগো আছ
চোখ বলে যে নাই।
অন্তরের অন্তঃপুরে
নিয়েছ বুঝি ঠাঁই।

বাহির থেকে তাই তোমায়
দেখিতে পায় না কেহ।
সবে বলে তুমি চলে গেছ
ছেড়ে নশ্বর দেহ।

আমি যে তোমায় দেখিতে গো পাই
যেমন দেখিতাম আগে।
তোমার পরশে আমার হৃদয়ে
নতুন শিহরণ জাগে

ভুলে যাই ওগো মোর অস্তিত্ব
তোমার ইশারায়।
মন-যমুনা যে সব কিছু ভুলে
তোমার পিছে ধায়।

সব বাধাবিঘ্ন করি ছিন্ন
চলে সে তোমার পিছে।
তুমি হারা হয়ে বিশ্বসংসার
মনে হয় সব মিছে।

শত চেষ্টা করেও তোমায়
পারিনা যে ধরিবারে।
তবে কিগো তুমি দেবে না ধরা
ওগো মোর বাহু ডোরে?

বিরহী আঁখি মোর তোমার খোঁজে
সারা দিন রাত ফিরে।
না দেখে তোমায় বিরহ-ব্যথায়
ভাসে যে নিজের নীরে।

দিনের পরে দিন চলে যায়
মাসের পরে মাস গত।
বছরের পরে বছর গেল
তবু হায় ফিরিলে নাতো।

তোমার খোঁজে ক্লান্ত আঁখি
চলিতে পারে না আর।
তাই তো সে বিশ্রাম মাগে
ত্যাজিয়া কর্মভার।

এতো দিনের প্রেম প্রীতি মোদের
এতোদিনের পরিচয়।
সব কিছু ভুলে ওগো চলে গেলে
এলে না তো আর হেথায়!
তোমারই বিরহে মন-পাপিয়া যে
গাহিতে পারে না গান।
হৃদয়-যমুনায় আর তো আসেনা
দু'কূল প্লাবিয়া বান।

তোমাকে হারায়ে হারায়ে ফেলেছি
জীবন চলার ছন্দ।
নদী যেমন হারায় গতিবেগ
উৎস হলে যে বন্ধ।

একশ' শতদল

একশ' রাতের অশ্রুঝরা
একশ শতদল।
উঠিল যে ফুটে মরুর বুকে
আলোয় ঝলমল।

পায়নি তারা সূর্যের আলো
পায়নি সমীরণ।
হৃদয় আবেগে উঠছে ফুটে
মনের উপবন।

নাই তাদের রূপের বাহার
নাই ফুলের গন্ধ।
তাই তো হেথায় আসে না অলি
পিয়াতে মকরন্দ।

হৃদয় তাদের আবেগাকুল
স্ফুরে না মুখে কথা।
তাই তো গো তারা উঠছে ফুটে
সহি বিরহ ব্যথা।

অন্তরে তাদের বিরহ অনল
জ্বলে দাউ দাউ করে।
নিভাতে না পেরে সে অগ্নি শিখায়
মরিছে যে জ্বলে পুড়ে।

বিরহ-অনলের দুঃসহ দাহ
কেমনে বুঝিবে ভাই।
বিরহ-অনলের তুলনা হায়
আর তো কিছু নাই।

আগুন লাগিলে বারিসিঞ্চনে
সে আগুন নিভে যায়।
বিরহ-অনল যায় না গো দেখা
কেমনে নিভাবে তায়?

তাই তো সে জ্বলে নীরবে নিভৃতে
মনের অলিগলিতে।
মন-কুঞ্জবন পুড়ে ছাই হয়
পায় না কেহ দেখিতে।
পোড়ায়ে মন হেরে গো ভুবন
শুধুই হতাশাময়।
হতাশা ছাড়া আশার আলো তো
কোথাও দেখে না হায়!

হতাশাকে সঙ্গী করে
চলে সে ভুবন পরে।
জীবনটা যে তাকে ফেলে
চলে যায় বহু দূরে।

পায়নাতো খুঁজে আর তো সে হায়
জীবন চলার ছন্দ।
হতাশার বুকে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে
হয়ে যায় তাই অন্ধ।

অন্ধ কি কভু চলিতে পারে গো
অন্যের সাহায্য ছাড়া?
জীবনটা তাই মনে হয় তার
অন্ধকারের কারা।

অন্ধকারায় জীবনটা যে
দারুণ দুঃসহময়।
চলিতে না পারে অন্ধকারে
দিন গুনে গুনে ক্ষয়।

তাইতো তোমায় ডাকি

আমার জীবন-উদ্যানে ওগো
ফুটে ছিল কত ফুল।
যাহার সুবাসে আসিত যে ছুটে
মধুলোভী অলিকুল।

আসিত যে ভ্রমর গুন গুন করে
বাজায়ে একতারা।
মন-যমুনা যে ছুটিত উজানে
হয়েগো দিশেহারা।

কোকিল গাহিত সুমধুর ভাষে
কতনা প্রেমের গীতি।
দোয়েল শ্যামা যে নাচিত হেথায়
পেয়ে গো পরমপ্রীতি।

আসিত হেথায় মলয় পবন
প্রেমেরই অভিসারে।
প্রেম-মন্দাকিনী চলিত ছুটে
জীবনের গান গেয়ে।

আমার ভুবন প্রেমের আলোকে
ছিল গো উদ্ভাসিত।
প্রেমালোকে তাই হেরিতাম ধরা
হয়ে গো উদ্দীপিত।

তোমার বিরহে জীবন-উদ্যানে
ফোটে নাতো আর ফুল।
আসে নাতো আর অন্ধবেগে ধেয়ে
মধুলোভী অলিকুল।

দোয়েল শ্যামা তো নাচে নাগো আর
কোকিল গাহে না গান।
জীবন-মরুতে আর তো হেরি না
সবুজ মরুদ্যান।

হারায়ে ফেলেছি চলার শক্তি
অন্ধ হয়েছে আঁখি।
আঁধার ভুবনে চলিতে পারি না
তাই তো তোমায় ডাকি।

হয় তো তুমি

হয়তো তুমি দেবে না ধরা
বাহুবন্ধনে মোর
যতোই ডাকি তোমায় আমি
আমার জীবনভর।

হয়তো তুমি মর্ত্য ত্যাগী
অন্যত্র দিয়েছ হানা।
তাই তোমায় যতোই খুঁজি
পাই না ঠিক ঠিকানা।

হয়তো তুমি স্বর্গ বুকে
পারিজাত হয়ে ফুটে।
বিলায়েছ গো সুবাস ধারা
দেবতা লয় যা লুটে।

হয়তো তুমি প্রেমিক মনে
প্রথম প্রেমের ধারা।
প্রেমিক ছোটে তোমার পিছে
হয়েগো আত্মহারা।

হয়তো তুমি নববসন্তের
প্রথম ফোটা ফুল।
তাই তো ছোটে তোমারই পিছে
প্রেমিক অলিকুল।

হয়তো তুমি নববর্ষার
প্রথম আলিঙ্গন।
তাই তো ছোটে তোমারই পিছে
যুবক যুবতীগণ।

হয়তো তুমি প্রভাত সূর্যের
প্রথম রশ্মিচ্ছটা।
তোমার আলোকে হয় আলোকিত
সমস্ত পৃথিবীটা।

হয়তো তুমি স্বর্গ বুকে
নিজেকে দিয়েছ ধরা।
তাই তো তোমায় যতোই ডাকি
দাও না কোনও সাড়া।

হয়তো তুমি আকাশ গঙ্গায়
ভাসায়ে প্রাণের ভেলা।
মত্ত রয়েছ আকাশের বুকে
ভুলে মর্ত্যের খেলা।

সাজায়েছি ওগো মিলন বাসর
অশ্রুর অগুরু চন্দনে।
তবুও কি তুমি দেবে না গো ধরা
আমারই বাহুর বন্ধনে।

শ্রান্ত বাহু শিথিল আজি হায
না পেয়ে তোমার দেখা।
মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে
চলেছিগো একা একা।

আর কি ওগো তুমি দেবে না ধরা
আমাব এ বাহুডোরে?
মরিব কি হায় বিরহ-ব্যথায়
একা একা জ্বলে পুড়ে?

ভগ্ন বীণা

ভেঙ্গে গেছে মোর হৃদয়-বীণা.
ছিঁড়ে গেছে তার তার।
যতোই চেষ্টা করি গো বাজাতে
বাজেনাগো সে তো আর।

উঠেনাতো তাহে সুরঝঙ্কার
গাহেনাতো আর গান।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে সে যে
হয়ে গেছে খান খান।

যতোই চেষ্টা করি জোড়াতে
ডেনড্রাইট দিয়া।
কিছুতেই সে লাগেনা গো জোড়া
না হেরি তার প্রিয়া।

প্রিয়া তার ধ্যান প্রিয়া তার জ্ঞান
প্রিয়া যে বাসরঘর।
প্রিয়া বিরহে ফোঁপাইয়া কাঁদে
যেন উড়ানীর চর।

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
বিরহ-অনলে পুড়ে।
হৃদয়টা তার তপ্ত কটাহ
জ্বলে পুড়ে সদা মরে।

জুড়াতে না পেরে অন্তর্দাহ
আকাশের পানে চায়।
বৃষ্টির বদলে আকাশ তারে
পোড়ায়ে মারে খরায়।

তাইতো সে কাঁদে অন্তর্দাহে
বেদনার বালুচরে।
ঝরে না অশ্রু নয়নে তাহার
শুকায়েছে ঝরে ঝরে।

খাঁচার পাখি

খাঁচায় বন্দী আমি এক পাখি
উড়িতে চাই বারেবারে।
যতোই চাই গো উড়িবারে আমি
পায়ের বেড়ি টেনে ধরে।

খাঁচার ভিতরে বারে বারে তাই
খুঁড়ে খুঁড়ে মরি মাথা।
তবুও তো হায় কেহই বোঝে না
আমার মনে কি ব্যথা।

যতোই চাই গো উড়িবারে আমি
উন্মুক্ত নীলাকাশে।
অলক্ষে থেকে বুঝি ওগো হায়
বিধাতা পুরুষ হাসে।

শুনিয়া তাঁহার সে অট্টহাসি
জ্বলে পুড়ে যাই মরি।
তবুও তো হায় ছিঁড়িতে পারি না
নিঠুর পায়ের বেড়ি।

যতোই করিনা গো বলপ্রয়োগ
ততোই আটকে যাই।
বিরহ-অনলে খাঁচার ভিতরে
জ্বলে পুড়ে হই ছাই।

ছিনু দুইজনে খাঁচার ভিতরে
মায়ার সংসার পাতি।
চলে গেল সে যে কিছুই না বলে
কাঁদি তাই দিবা রাতি।

হয়তো আমার হবেনা গো দেখা
কখন তাহার সাথে।
আমি যে হেথায় বন্দী খাঁচায়
সে উড়ে মুক্তাকাশে।

মুক্ত বিহঙ্গ কখন কি ওগো
খাঁচায় দিতে চায় ধরা।
যতোই ডাকুক খাঁচার পাখি তারে
সে যে গো বন্ধনহারা।

বন্ধনহারা কখন কি ওগো
বন্ধনে জড়াতে চায়।
খাঁচার পাখি হায় থাকে খাঁচায়
সেযে গো উড়ে নীলিমায়।

খাঁচার পাখি রইল যে খাঁচায়
মিলন আকুতি নিয়ে।
বনের পাখি দেবে কি ধরা তারে
খাঁচার ভিতর গিয়ে?

খাঁচার পাখি যতোই ডাকুক না
মিনতি জড়ান সুরে।
বনের পাখি দেবে না ধরা তায়
সে যে আজ বহু দূরে।

লুকোচুরি

মৃত্যু কি পারে ছিনায়ে নিতে
কোন প্রিয়জন?
সে যে থাকে মনের-মন্দিরে
সারাটা জীবন।

অগ্নি কি পারে পোড়ায়ে মারিতে
কবর কি পারে ঢাকিতে?
সে যে থাকে হায় সদা সর্বদা
প্রিয়জনেরই আঁখিতে।

স্মৃতির বাসরে করে বসবাস
সারাটা জীবন ধরে।
স্মৃতিহীন হ'য়ে পারে না বাঁচিতে
এক মিনিটের তরে।

জন্ম মৃত্যু একই দেহে পশি
লুকোচুরি খেলা করে।
জন্ম আসিলে যে দৃশ্যপটেতে
মৃত্যু যায় লুকোবারে।

মৃত্যু আসিলে রঙ্গমঞ্চে
জন্ম যায় লুকোবারে।
এমনি করেই চলে লুকোচুরি
অনন্ত জীবন ধরে।

মৃত্যু-ফাঁদ

তুমি যবে ছিলে আমার ভুবনে
ছিল ফুল, তরু, লতা।
সন্ধ্যা সমীর ঝির ঝির বহে
জুড়াত মনের ব্যথা।

আসিত যে ভ্রমর গুনগুনিয়ে
আমার কুঞ্জবনে।
পিয়াত মধু মনের আনন্দে
বুঝিবা সঙ্গোপনে।
মন-যমুনা বুঝিবা ওগো মোর
তোমার পরশ পেয়ে।
ছুটিত হরষে কুলকুল নাদে
সাগরের পানে ধেয়ে।

কোকিল গাহিত কুহু কুহু তানে
কতোনা মধুর গান।
বন বীথি তারে ফুল সম্ভারে
করিত অভিবাদন।

হরিণ হরিণী আসিত যে হেথা
প্রেমের অভিসারে।
ময়ূর ময়ূরী করিত নৃত্য
রঙীন পাখা মেলে।

আমার ভুবন ফুলের সৌরভে
থাকিত ওগো মাতোয়ারা।
দিন রাত তাই ফুলের বাসরে
থাকিতাম আত্মহারা।

তোমাকে হারায়ে আমার ভুবন
আঁধারে গিয়াছে ঢাকি।
দেখিতে পাইনা চক্ষে কিছুই
তাই তো তোমায় ডাকি।

যতোই ডাকি তোমায় আমি
মিনতি ভরা সুরে।
দাও না সাড়া কেন ওগো হায়
গেছ কি বহু দূরে?

শুনিতে পাওনা তুমি কিগো মোর
অসহায় আর্তনাদ?
বিরহ-অনলে গ্রাসিছে আমারে
রচিয়া মৃত্যুর ফাঁদ।

মৃত্যু-ফাঁদে পড়ে গো ধরা
ছাড়াতে পারি না আর।
ছাড়াতে গেলে জড়ায়ে পড়ি
প্রাণ রাখা হয় ভার।

সুরলোকের প্রতি

একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচালে গো ভবের স্বপন।
এতোদিনের আশা-জাল ছিঁড়ে হ'ল ফালফাল
সবকিছু হ'ল অকারণ।

শ্মশানেশ্বরে স্মরি তোমায় প্রশ্ন করি
কেন যে তুমি হরিলে প্রাণ প্রিয়া?
কোন অপরাধের ফলে কেন তারে হরিলে
বলে ওগো জুড়োও না মোর হিয়া?

রাবণ হরে সীতা রামচন্দ্রের বণিতা
সূর্পনখার অপমান তরে।
কোন অপমানে তুমি ছাড়িয়া স্বর্গভূমি
হানা দিলে মর্ত্যের মাঝারে?

দিয়ে তুমি হানা হেথা হরিলে মোর বণিতা
বলো নাগো তুমি কোন অধিকারে?
ধরে ভিখারী বেশ করলে মর্ত্যে প্রবেশ
ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি করে।

ভিক্ষা দিতে এলে পরে তুমি যে তারে ধরে
উঠাইলে তব রথ পরে।
কোথা থেকে কোথা গেলে কে আমাকে দেবে বলে
কোথায় রাখিলে তারে ঘিরে।

নাহি হেথা কেহ মোর যে করিয়া রণ ঘোর
দানিবে সংবাদ তাহার।
অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে মরি ধরায়
ফেলি উষ্ণ আঁখি লোর।

নাই হেথা হনুমান করিবে সেতুবন্ধন
পৌঁছাইতে তব স্বর্গপুরী।
নাই মিত্র বিভীষণ কে করে সংবাদ দান
ক্ষোভে দুঃখে তাই যাইগো মরি।

শোন ওগো সুরলোক আমার দুঃসহ শোক
দহিছে আমায় নিরন্তর।
এ শোক অগ্নি হয়ে স্বর্গে পাড়ি জমায়ে
দহিবে তোমাদের অন্তর।

যদি বাঁচতে চাও মোর সতী ফিরায়ে দাও
অন্যথায় হবে মহারণ।
আমার শোকাগ্নি বাণে মরবে ধনেপ্রাণে
স্বর্গের অদিতি নন্দন।

শোন ওগো সুরবাসী কহিলাম যে প্রকাশি
আমার অন্তিম আবেদন।
যদি নাহি সাড়া দাও তবে প্রস্তুত হও
নিশা শেষেই হবে মহারণ।

এ রণের ফলশ্রুতি স্বর্গে নরবসতি
দেবতারা যে হবে স্বর্গ ছাড়া।
সুরলোক হারা হয়ে যেথায় পালাক গিয়ে
ভাগ্যে তাদের আছে ঘোর কারা।

নব শতাব্দীতে ধর্মরাজ্য স্থাপিতে
আরম্ভ করিব মহারণ।
একাঘ্নীর আঘাতে মারিব দেবতাদের
এই করেছি আমি দৃঢ়পণ।

তাই তো আঁখি ছল ছল

কেন গো ভবে এসেছিলাম
কেন আবার যাচ্ছি চলে।
হৃদয়ের যতো সঞ্চয়
সব কিছু হেথায় ফেলে?

নয়নের বারিধারায়
সিক্ত করি এ ধরণী।
কোথা ওগো যাচ্ছি চলে
বলো নাগো মা-জননী?

তোমার ছায়ায় তোমার মায়ায়
মুগ্ধ হয়ে ছিলাম হেথা।
ছিন্ন করি হায় সে মায়াডোর
বলো এখন যাচ্ছি কোথা?

এতো দিনের ধরায় বসবাস
এতোদিনের প্রেমাভিনয়।
এক লহমায় শেষ হল হায়
এই ধরণীর কাঁদা হাসা।

ধরার বুকে থাকব বলে
বেঁধে ছিলাম পাকা বাসা।
প্রলয় ঝড়ে গেল যে উড়ে
আমার সে সব দুরাশা।

যারা ছিল আপনার জন
একে একে চলে গেল।
করলাম কত কান্নাকাটি
তবু কেহ না রহিল।

এখন ওগো যাবার বেলা
কেবা দেবে বিদায় বল।
নাই তো হায়! তুমি হেথায়
তাই তো আঁখি ছল ছল।

মুক্ত বিহঙ্গের প্রতি

এই তো সেদিন তোমার সঙ্গে
হ'ল মোর কত কথা।
আজ কেন হায় দেখি না তোমায়
লুকালে যে তুমি কোথা?

তোমার বিরহে জ্বলিছে যে হিয়া
জ্বলিছে যে তনুমন।
কে জুড়াবে বলো এ বিরহ-ব্যথা
অতৃপ্ত এ যৌবন।

যৌবন চায় ভোগ করিবারে
পৃথিবীর রূপ-গন্ধ।
পেলে সে বাধা দ্বিগুণ আক্রোশে
বাধায় প্রলয় দ্বন্দ্ব।

যৌবনের বেগ কে রোধিবে বলো
এতো শক্তি আছে কার?
বাধা পেলে সে ভেঙ্গেচুরে করে
সবকিছু ছারখার।

কে আছে বলো এ ধরণীর বুকে
সেই জহ্নু মহামতি।
যে করিবে পান গণ্ডূষ ভরি
যৌবনের তীব্র গতি?

তাই তো হেথায় বসি অবেলায়
ভাবিতেছি আনমনে।
ফেলিয়া আমায় গেলে যে কোথায়
এ ঘোর বিজন বনে।

আর কি ওগো তোমার সাথে
হবে না আমার দেখা?
কে টেনে দিল দোঁহার মাঝে
চির বিচ্ছেদ রেখা?

আমি রহিলাম এ পারেতে বসি
রহিলে তুমি ওপারে।
কেমন করেযে মোদের মিলন
হবে ধরার বাসরে?

আর কি কভু ছিন্ন বীণায়
বাজিবে মিলন গীতি?
আর কি বহিবে প্রেম যমুনা
বুকে নিয়ে তব স্মৃতি?

আর কি বহিবে মলয় পবন
উড়ায়ে চিকুর গন্ধ?
করিবে কি খেলা মোর বাতায়নে
মিলায়ে জীবনছন্দ?

আর কি হেরিব সেই মুখ-শশী
কাজল কাল আঁখি?
গিয়াছে যে উড়ে আমাকে গো ছেড়ে
আমার পোষা পাখি।

হয়তো সে আর দেবে না ধরা
যতোই ডাকি না তারে।
সে যে আজ মুক্ত বিহঙ্গ
নভেই বিহার করে।

নভ কি কখন ধরা দেবে
মর্ত্যের বুকে আসি?
নভে থাকে নভশ্চরেরা
মর্ত্যে মর্ত্যবাসী।

নভের সাথে মর্ত্যের মিলন
কভুকি সম্ভব হায়?
মর্ত্য থাকে যে মর্ত্যের বুকে
নভ থাকে যে নীলিমায়।

এই তো জীবন

হয়তো বা একদিন আবার আসব ফিরে,
এই কাদায় ভেজা গ্রাম বাংলার বুকে ;
তোমার সঙ্গে মিলন আকুতি নিয়ে।
হয়তো বা কোন তোতাপাখি হয়ে,
অথবা কোন বিরহ বিধুর কপোতের বেশে ;
তোমার আঙ্গিনায় করতে খেলা—তোমার পাশে পাশে।

হয়তো বা তুমি চিনবে না আমায়।
আমার চিত্রিত পালক পুঞ্জে
রামধনুর সাতরঙ আঁকা দেখে
হয়তো বা ভিজবে তোমার মন।

হয়তো বা সোহাগভরে আমায় ধরে
সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দেবে তোমার কোমল কর।
হয়তো বা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে
আমার মুখমণ্ডলে পুলক ভরে করবে চুম্বন।

তোমার পুলক চুম্বনে আমার মন-কুঞ্জবনে
বহিবে মলয়পবন—শাখে শাখে ফুটবে ফুল
ফুলে ফুলে অলি—অকাল বসন্তের হবে আবির্ভাব
আমাদের মনের অলি গলি।

হয়তো বা নব বসন্তের আগমন বার্তায়
বিভোর হয়ে ছুটে আসবে পুলকাকুল দখিন সমীরণ
মৃন্দমন্দ বেগে আমাদের চারু নিকেতনে—
আবেগ কম্পিত চিত্তে দূতী হয়ে বড়াইয়ের মতন।
হয়তো বা আমাদের মিলন বাসর হবে নির্মিত
ধূলি ধূসরিত এই ধরণীর বুকে।

তোমার স্মিত হাসিতে ভরে উঠবে বুক,
বিহগের কলকাকলিতে ভেসে আসবে সানাইয়ের সুর।
প্রেম-মন্দাকিনী ধারা হবে প্রবাহিত শিরায় শিরায়
ভাসায়ে দিয়ে কূল উপকূল।
গাইবে মহামিলনের গান,
অপূর্ব এক প্রেম রাগিণীতে ;
যৌবনের জয়ধ্বজা উড়ায়ে
সকলের মন প্রাণ হরে নিতে।

কিন্তু এ মিলন কত দিনের?
হয়তো বা আবার ভেঙ্গে যাবে
আমাদের এই খেলাঘর
কালের ভ্রূকুটি সঙ্কেতে ;
কোন এক অমানিশা রাতে।
বুঝিবা গো বিধাতার অমোঘ নির্দেশে
প্রেমের আলোকবর্তিকা নিভায়ে দিয়ে।

হয়তো একে অন্যকে হারিয়ে
ভেসে ভেসে বেড়াব বিরহ-সাগরে
তীব্র মিলন আকুতি নিয়ে
তোমার সঙ্গে আবার মিলিবারে।

ফুটবে গাছে নব কিশলয়
ফুটবে কতশত কুঁড়ি-ফুলের জীবন পেয়ে।
নব বসন্তের রক্তিম রাগে
পুলকিত হবে দেহমন
যৌবনের জয়গানে।

একে অপরকে জড়িয়ে ধরে
আবেগ কম্পিত স্বরে বলে উঠব
এই তো জীবন!

কোন অপরাধে

তুমি যে গো ছিলে আমার জীবনে
বসন্তে ফোটা ফুল।
সৌরভ বিলাতে সারা দিনরাতে
নন্দন সমতুল।

পারিজাত ফুটে স্বর্গের বুকে
স্বর্গকে করে আলোকিত।
তুমিও ফুটে আমার বুকে
করেছিলে মোরে সুরভিত।

তোমার সৌরভে আসিত হায় ছুটে
মধুলোভী সব অলি।
মধুপান করে হরিষ অন্তরে
ফুটাতো ফুলের কলি।

হরিণ-হরিণী কবিত যে খেলা
মনের আনন্দে হেথা।
ময়ূর-ময়ূরী করিত নৃত্য
ভুলে তাদের সব ব্যথা।

আমার ভুবন ছিল যে মুখর
কোকিলের কুহুতানে।
মলয়-পবন বহিত হেথায়
যৌবনের জয়গানে।

কোথায় গেল সেই যৌবন
কোথায় মলয়ানিল?
এক ফুৎকারে গেল উড়ে
যেমন শঙ্খচিল।

আর তো শুনি না কোকিল কুজন
আমার ভুবন মাঝে।
দখিন সমীর বহেনা তো আর
বুঝিবা হেথায লাজে।

আসে না তো অলি প্রেম অভিসারে
আমার কুঞ্জবনে।
করে না তো আর প্রেম নিবেদন
ফুল সখীদের সনে।

সব কিছু আজ নিশার স্বপন
ঘনঘোর আঁধিয়ার।
সবুজের বুকে শুনি তাই আজ
চিৎকার সাহারার।

নয়নের জলে তর্পণ করে
শুধাই তোমায় আমি।
কোন অপরাধে মোরে হেথা ফেলে
ত্যাজিলে মর্ত্যভূমি?

জন্ম মৃত্যুর চক্র

জন্ম মৃত্যু এক দেহে বসি
খেলিতেছে লুকোচুরি।
জন্ম আসিলে রঙ্গমঞ্চে
মৃত্যু জমায় পাড়ি।

মৃত্যু যখন দেয় হেথা হানা
জন্মকে খুঁজে কোথাও পাবে না।
মৃত্যুর ভয়ে করে পলায়ন
ছাড়িয়া মর্ত্যপুরী।

মৃত্যু আসে ধরণীর বুকে
জন্মের অভিসারে।
জন্ম তো হায় এড়িয়ে চলে
মৃত্যুকে ঘৃণাভরে।

মৃত্যু যে তাই মহা আক্রোশে
জীবনকে তাড়া করে।
বজ্র মুষ্টিতে ধরিয়া তারে
ফেলিয়া দেয় সাগরে।

সাগরের বারি মহাহুঙ্কারে
জীবনকে করে গ্রাস।
হারায়ে জীবন মৃত্যু তখন
করে শুধু হা-হুতাশ।

জন্ম মৃত্যু একে অপরের
ঘনিষ্ঠ সহচর।
এককে হারায়ে অন্যে কখন
থাকিতে পারে কি ঘর?

তাই তো মৃত্যু গৃহহাবা হয়ে
জীবনকে খুঁজে মবে।
কোথাও খুঁজে পায় না জীবনকে
এই ধরণীর পরে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মৃত্যু বলে
শোন গো বিধাতা তুমি।
ফিরায়ে দাও জীবনকে ওগো
আবার মর্ত্যভূমি।

জীবনকে যদি না ফিরায়ে দাও
ধরার বুকেতে তুমি।
জীবন মৃত্যু শূন্য যে হবে
তোমার মর্ত্যভূমি।

শুনিয়া বিধাতা মৃত্যুর কথা
কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
ধরণীর যতো লীলা খেলা মোর
শেষ হবে অবশেষে।

এমনি করে মৃত্যুর টানে
জীবন এলো ধরায়।
তারপরে দোঁহে মত্ত হ'ল
যে যার লীলা খেলায়।

জীবন মৃত্যু এক সূত্রের
দুই প্রান্তেতে বাঁধা।
লভিলে জনম ধরণীর বুকে
মৃত্যু যে আছে সাধা।

জনম লভিলে মৃত্যু হবে
মৃত্যুর পরে যে জন্ম।
এমনি করে ঘুরিছে ধরায
জন্ম মৃত্যুর চক্র।

খেদ

পরশ মণি মোর হারিয়ে গেছে
ওই সাগরের জলে।
কেমন করে গো পাব হায় তারে
দাও না আমায় বলে।

সাগরের জল শুধু করে টলমল
কেমনে খুঁজিব তারে।
তাই তো শুধুই ভেবে ভেবে মরি
কূল কিনারা না পেয়ে।

কেমন করে যে পাব আমি তারে
কে দেবে আমায় বলে?
অন্ধ আমি অন্তর বাহিরে
দেখিতে পাইনা কিছু।
দেখিতাম আমি যে জগৎটাকে
চলে তার পিছু পিছু।

সে যখন ছিল আমার ভুবনে
ছিল ফুল, তরু, লতা।
স্বচ্ছ সলিলা বহিত যমুনা
হরিতে মনের ব্যথা।
ভ্রমর আসিত গুনগুন করে
শুনাতে প্রণয় গীতি।
শালিক করিত ডিস্কো নৃত্য
পেয়েযে পরম প্রীতি।

আজ সে তো নাই কাঁদিয়া কাটাই
হয়ে যে আত্মহারা।
বিরহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে মরি
যেন তপ্ত সাহারা।

সে তো কভু আর দেবে নাগো সাড়া
যতোই তাহাবে ডাকি।
সে চলে গেছে কোন অজানা দেশে
আমায় দিয়ে গো ফাঁকি।

আলেয়ার পিছে

কে গো তুমি দিচ্ছ দোলা
আমার মন-বাতায়নে?
খেলছ কিগো লুকোচুরি
বসি ওগো সঙ্গোপনে?

ধরতে গেলে যে দাও না গো ধরা
ঘুরে মরি যে তোমার পিছে।
মরীচিকা সম কেন ওগো মোরে
ঘুরাও শুধুই মিছে মিছে?

একদিন ছিলে আমার জীবনে
তুমি যে বাস্তব সত্য।
আজ কেন হায় পাই নাগো খুঁজে
আমি তোমার অস্তিত্ব?

রশ্মি ছাড়া আলো যেমন
পায় না খুঁজে তার জীবন।
হারাযে তোমায় আমি ওগো হায়
এ দুনিয়ায় ঠিক তেমন।

রশ্মিহীন আলো যেমন
ডুকরে কাঁদে আঁধারেতে।
তুমি হারা আমিও তেমনি
ডুকরে কাঁদি এ ধরাতে।

বশ্মিহীন হযে আলো যেমন
থমকে দাঁড়ায় হারায়ে জ্যোতি।
তোমাকে হারায়ে আমিও তেমনি
হারিয়ে ফেলেছি চলার গতি।

চলতে না পেরে বন্দী হয়েছি
আমি গো অন্ধকার কক্ষে।
তবুও তো তুমি আস নাযে ফিরে
ওগো আমার তপ্ত বক্ষে।

তোমাকে হারায়ে হারিয়ে গেছে যে
জীবনের সপ্ত সুর।
জীবন-বীণা তাই বাজে না আর
হয়েগো বেদনাবিধুর।

আমার ভুবন ছিল আলোকিত
তোমার আলোক পেয়ে।
চন্দ্র যেমন হয় আলোকিত
সূর্যের আলো নিয়ে।

তোমার বিরহে আমার ভুবন
আঁধারে গিয়াছে ঢেকে।
দাও না কেন যে ধরা ওগো মোরে
যতোই মরি না ডেকে।

তবে কিগো তুমি ধরা নাহি দেবে
আমার ভুবন মাঝে?
আমি কি শুধুই চলিব গো ছুটে
আলেয়ার পিছেপিছে?

প্রয়াণে

আজ সেই পহেলা জানুয়ারী
যেদিন তুমি আমায় ছাড়ি
ওপারে জমালে পাড়ি।
না করে কোন ভাবনা চিন্তা
তুমি গো আমার তরে।
কি করে ওগো জমালে পাড়ি
বলোনা তুমি ওপারে?

দু'জনে বসে খেলতে ছিলাম
ভবের খেলা ঘরে।
সাঙ্গ করি সে খেলা মোর
ছিন্ন করি দৃঢ় বাহুডোর
অকালে কেন করিলে গমন
বলোনা স্বর্গপুরী?
বলো না আমায়—বলো নাগো হায়
বলোনা সত্যিকরি?

তোমার আননে দেখেছি যে আমি
পূর্ণিমা চাঁদের হাসি।
হৃদয়-যমুনা চলেছে বহিয়া
বাজায়ে গো মোহন বাঁশি।

তোমার বাঁশির মোহিনী সুরে
ধরা যে পড়েছে ধরা।
তাইতো গো সে আকুল আবেগে
দিয়েছে তোমায় সাড়া।

তোমার ইসারায় হ'য়ে দিশেহারা
চলেছে সবে তোমার পিছে,
তবু কেন তুমি ত্যজি মর্ত্যভূমি
জমালে পাড়ি অচিন দেশে?

তোমাকে হারায়ে হারিয়ে ফেলেছে
ফুল তার সুগন্ধ।
দখিনা বাতাস বহেনাতো আর
তেমনি মৃদুমন্দ।
শুনি নাতো আর কোকিল কুজন
পাখির সে কলতান।
তোমার বিরহে বুঝিবা তাহারা
হয়ে গেছে ম্রিয়মান।
শুনি না আর নূপুর নিক্কন
ফুলের জলসায়।
সব আনন্দ হয়েছে বন্ধ
না হেরি গো তোমায়।

মর্ত্যের প্রেম ছিন্ন করি
স্বর্গে জমালে পাড়ি।
তাই তো হায় কাঁদিছে সবাই
মর্ত্যের নরনারী।

আর কিগো তুমি দেবে না ধরা

তুমি আজ নাই—
তোমার বিরহে কাঁদিছে পশুপাখি
কাঁদিছে যে তরুলতা।
বিরহ বিধুরা কাঁদিছে বসুধা
মনে পেয়ে বড়ো ব্যথা।

তুমি যবে ছিলে আমার ভুবনে
ছিল ফুল, তরু, লতা।
আসিত ভ্রমর গুন্ গুন্ করে
নিয়ে গো প্রেম-বারতা!

ফুল সখী সনে প্রেম আলাপনে
কাটাত সারাজীবন।
আদম-ঈভ স্বর্গের উদ্যানে
কাটাত হায় যেমন!

কোকিল গাহিত সুমধুর ভাষে,
সাজিত বনানী অপরূপ সাজে।
মৃদুমন্দ বহিত মলয়
আমার আঙ্গিনায়।
তোমার বিরহে একে একে সবে
নিয়াছে হায় বিদায়!

আর তো বহেনা মলয়-পবন,
আর তো হেরিনা চাঁদের বদন।
আঁধারেতে তাই হাতড়ে বেড়াই
তোমার অভিসারে।
তবুও তো তুমি দাওনাগো ধরা
আমার বাহুডোরে।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরেতে যাই
কোথাও তোমায় খুঁজে না পাই
বিরহ-অনলে জ্বলি গো সদাই
তোমাকে যে না পেয়ে।
আর কিগো তুমি দেবেনা গো ধরা
বলোনা প্রাণ-প্রিয়ে?

উন্মাদ হয়ে চলেছি সদাই
তোমারই অভিসারে।
তবুও কি তুমি দেবেনা গো ধরা
বলোনা সত্যি করে?

ক্লান্ত পদ চলিতে না পারে,
শ্রান্ত বাহু এলাইয়া পড়ে।
নিথর দেহ মাগিছে বিদায়
আমার কাছে হায়!
আর কিগো তুমি দেবেনা ধরা
ধরার সীমানায়?

বিচ্ছেদ বেদনা

আসি আসি করে তুমি চলে গেলে
আর তো এলে না ফিরে।
হৃদয়-দুয়ার রেখেছি গো খুলে
আমি যে তোমার তরে।

দিনের পরেতে দিন চলে যায়
মাসের পরেতে মাস।
এমনি করে যে চলে যায় হায়
কতো বিরস বরষ।

তবুও তো তুমি এলে নাগো ফিরে
আমার ভুবন মাঝে।
তাইতো গো আমি কেঁদে কেটে মরি
পড়ে যে বিরহ-ফাঁদে।

বিরহী হৃদয় ডাকিছে তোমায়
মিলন আকুতি নিয়ে।
তবু কেন তুমি দাও নাগো সাড়া
বলো না আমায় প্রিয়ে?

তবে কি তুমি আর দেবেনা ধরা
বাহুবন্ধনে মোর?
সারা জীবন কি কাঁদিয়া ভাসাব
ফেলি শুধু আঁখিলোর?

মাছ যেমন করে জ্বলে পুড়ে মরে
তপ্ত কটাহের পরে।
আমিও তো তেমনি কেঁদে কেটে মরি
তোমার বিরহ-অনলে।

প্রেমের প্রদীপ জ্বালি

আর কি হেরিব তব মুখ-শশী
আমি ধরার মাঝারে?
হৃদয়-যমুনা কাঁদিয়া আকুল
না হেরি ওগো তোমারে।

চলিতে পারিনা টলিছে চরণ
হৃদয় গিয়েছে পুড়ে।
তবু কেন তুমি দাও নাগো ধরা
আমার এ' বাহু ডোরে?

তবে কি গো তুমি দিয়াছ গো পাড়ি
সুদূর অমরাপুরী?
তাই কি গো তুমি দাও নাগো সাড়া
যতোই তোমায় স্মরি?

তৃষিত নয়ন ফ্যালফ্যাল চাহে
তোমার অন্বেষণে।
কোথাও তোমায় না পেয়ে হায়
ভাসে যে নয়ন বানে।

আর কিগো তুমি আসিবেনা হেথা
দেবেনা আমায় ধরা?
তোমার বিরহে আমি কিগো হায়
হয়ে যাব আধমরা?

বুকের ভাষা যে রহে গেল বুকে
হ'ল না প্রকাশ মুখে।
অন্তর্দাহে জ্বলে পুড়ে মরি
আমি গো তোমার দুখে।

সাজায়ে রেখেছি দেহখানি মোর
অগুরু চন্দন মেখে।
আসিলে হেথায় পূজিব তোমায়
মনের মন্দিরে রেখে।

অশ্রু হবে মোর গঙ্গাজল
হৃদয়ার্তি হবে ফুল-ফল।
ষষ্ঠ অঙ্গে ষোড়শোপচারে
সাজাব পূজার ডালি
করিব ওগো তোমার অর্চনা
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি।

ভগ্ন হৃদয়

ওই সেই দিন চলে গেলে তুমি
আর তো এলে না ফিরে।
তোমার বিরহে কেঁদে কেটে মরি
আমি গো নয়ন নীরে।

নয়নের জল বহে অবিরল
গঙ্গার স্রোত সম।
তবুও তো তুমি এলে নাগো ফিরে
তপ্ত বক্ষে মম।

তোমাকে না হেরি মরমের ব্যথা
মরমে লুকায়ে মরে।
তবুও কি তুমি দেবে নাগো ধরা
আমার এ'বাহু ডোরে?

মন-ময়ূরী যে নাচেনাতো আর
কলাপ মেলিয়া তার।
হৃদয়-যমুনা শুকায়ে গিয়েছে
হারা হয়ে জলাধার।

চারিদিক থেকে তপ্ত বালুকা
করিছে আমায় গ্রাস।
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে যাই ওগো
করি শুধু হা-হুতাশ।

সুনীল আকাশ মনে হয় মোর
মরুর বালুকা রাশি।
আছে তাহে শুধু সূর্যের তাপ
নাহিতো চাঁদের হাসি।

বিটপী-লতা যেন মনে হয় মোর
উদ্ধত সর্পের ফণা।
কারণে অকারণে দংশিতে চায়
এমনি সে ক্রূরমনা।

বিশ্ব প্রকৃতি এমনিভাবেই
হানিছে গো বিরহ বাণ।
যাহার ফলে হৃদয় খানি মোর
ভেঙ্গে হ'ল খান খান।

ভগ্ন-হৃদয় লাগিবে কি জোড়া
গাহিবে কি আর গান?
ভগ্ন-হৃদয় পারে কি গাহিতে
জীবনের জয়গান?

সাধ

মোর জীবনের যতো কিছু সাধ
যতো কিছু ফুলগন্ধ।
তোমার বিরহে উবে গিয়ে সবে
হয়ে গেছি নিস্পন্দ।

আর তো বাজেনা জীবন-বীণা
সুমধুর সঙ্গীতে।
আর তো নাচেনা মন-ময়ূরী
নৃত্যের ভঙ্গীতে।

আর তো বহেনা জীবন-তটিনী
কলকল নাদ ছাড়ি।
বিরহ-ব্যথায় গুমরে মরিছে
তোমাকে হায় না হেরি।

স্বদেশে বিদেশে যেথা যাই আমি
তোমাকে খুঁজিয়া মরি।
কোথাও তোমার পাইনা গো দেখা
বলোনা আমি কি করি?

সেই কোন দিনে তুমি চলে গেলে
আর তো এলে না ফিরে।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে মরি
আমি গো রাত্রি দিনে।

বিরহ-অনল নেবে নাতো হায়
যতোই ঢালি না জল।
নেবার বদলে দাউ দাউ করে
জ্বলে সে যে অবিরল।

বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে যবে
ছেড়ে যাব এই ধরা।
দাঁড়াইও এসে ওগো মোর পাশে
যদিও না দাও ধরা।

অন্তিমকালে তোমাকে হেরিলে
ঘুচে যাবে সব ব্যথা।
নয়নের নীর বহিবেনা আর
থাকিবেনা ব্যাকুলতা।

চিঠি লিখ

হয়তো আমার তোমার সাথে
হবে না আর দেখা।
চোখের জলে তাই লিখে যাই
আমার সব কথা।

যখন ছিলাম একাএকা
কেউ ছিল না আমার সখা।
তখন বেশ ছিলাম ওগো
মগ্ন হয়ে নিজের কাজে।
কেটে যেত সারা দিনরাত
ওগো আমার খেয়াল বশে।

তার পরেতে মিললে এসে
তুমি আমার জীবন-নদে।
শীর্ণ তোয়া পূর্ণ হ'ল
ওগো তোমার যৌবনাবেগে।

তীরভূমি উর্বর হ'ল
পলল পড়ে দিন রাতেতে।
সবুজেরই বান ডাকিল
ওগো আমার জীবন-খেতে।

তার পরে সৃষ্টি-যজ্ঞে
হয়েগো তুমি আত্মহারা।
নির্বিশেষে বিলিয়ে দিয়ে
হলে বুঝি গো সৃষ্টিছাড়া?

ভেঙ্গে দিয়ে মোর খেলাঘর
কোথায় ওগো জমালে পাড়ি?
তাই তো আমি তোমারই খোঁজে
দেশ বিদেশে ঘুরে গো মরি।

দেখলে কেহ তোমার মত
এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি।
কোথায় ওগো নিবাস তব
ডাকে তোমায় কি নাম ধরি?

শুনে আমার প্রশ্ন সবে
কটমটিয়ে তাকিয়ে থাকে।
বুড়োটা কিগো পাগল নাকি
প্রশ্ন করে যে যাকে তাকে?

তারপরে ভাসিয়ে কপোল
চলে যাই অন্য দেশে।
দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই
ওগো তব দর্শন আশে।

তবু তোমায় পাইনা খুঁজে
যতোই গো আমি ঘুরে মরি।
তবে কি তুমি মর্ত্য ছাড়ি
স্বর্গ লোকে দিয়েছ পাড়ি?

স্বর্গরূপে মুগ্ধ হয়ে
ভুলে গেলে কি মর্ত্য স্মৃতি?
তাই তো বুঝি দাও না সাড়া
যতোই আমি তোমায় স্মরি?

যেথায় তুমি থাক যেমন
চিঠি লিখ আগের মতন।
পেলে গো আমি তোমার চিঠি
খুঁজে পাব আমার ভুবন।
জুড়িয়ে যাবে সকল জ্বালা
খুলে গিয়ে হৃদয়-তোরণ।

দুঃসহ ব্যথা

শোন গো বন্ধু শোন
  হানিলে কেন শাণিত শায়ক
তুমি যে বক্ষে মম।
  অঝোরে ঝরে শোণিতের ধারা
সারাদিন রাত ভরে।
  পারিনা তাহে নিবারিতে ওগো
মরি যে রক্ত ঝরে।

সেই কোন কাল বৈশাখী রাতে
  মিলিত হলাম দুই জনেতে।
তারপরেতে চলি একসাথে
  যেন অভিন্ন হৃদয়।
এককে বিনা অন্যে পারেনা
  বাঁচিতে হায় এ ধরায়।

সূর্যমুখী যে শুকায়ে যায়
  না হেরি গো সূর্যের মুখ।
তোমার বিরহে তেমনি করে
  জ্বলে পুড়ে যায় মোর বুক।

বুঝাতে না পারি মর্ম ব্যথা
  জ্বলে পুড়ে মরি একা।
নয়নের নীরে চলেছি ভেসে
  না পেয়ে তোমার দেখা.

নেভাতে গেলে যে সে অগ্নিশিখা
  নেভেনা কিছুতে হায়।
নেভার বদলে দাউ দাউ করে
  পোড়ায়ে মারে আমায়।

তুষের আগুন যেমন করেগো
ভিতরে ভিতরে জ্বলে।
শেষ করে দেয় দাহ্য যা পায়
চোখের পলক ফেলে।

তেমনি করে যে তোমার বিরহে
জ্বলে পুড়ে হই গো সারা।
বাহিরের থেকে দেখেনা যে কেহ
ভিতরের অন্ধ কারা।

অন্ধ কারায় জ্বলে পুড়ে মরি
তোমার বিরহে আমি।
তবুও তো হায় দাও নাগো সাড়া
এমন নিঠুর তুমি।

তুমি যবে এসে ধরেছিলে হাল
পৎপৎ করি উড়েছিল পাল।
জীবন-তরণী ছুটে ছিল তাই
উদ্দাম আবেগ ভরে।
ভেবেছিনু হায় জীবনটা বুঝি
চলবে গো এমন করে।

কোথা থেকে এসে নিঠুর নিষাদ
ছিনিয়ে নিল তোমায়।
সেই থেকে আমি খুঁজে খুঁজে মরি
তোমাকে গো ধরাময়।

ছিন্ন করি যে মোর বাহুডোর
কোথায় জমালে পাড়ি।
আর কি তোমার পাব আমি দেখা
যতোই খুঁজে গো মরি?

হানো গো বন্ধু হানো

হানো গো বন্ধু হানো—
যতো পার তব শাণিত শায়ক
তাপিত বক্ষে মম।
খুলে দিয়েছি হৃদয়ের দ্বার
শায়কাঘাতে কর ছারখার।
দুঃখ নাহিত কোন।

জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে
এসেছি তোমার দ্বারে।
দেবে কিনা ওগো আশ্রয় মোরে
বলো না সত্যি করে?

খোল না তোমার অবগুণ্ঠন
দেখি নাগো মুখখানি।
যাহার বিরহে অশ্রু-সাগরে
ভাসছি সদাই আমি।

মনের দুঃখেতে ঘুরি চারিভিতে
যাহার লাগিয়া আমি।
সে তো ওগো হায় ধরা নাহি দেয়
শানিত শায়ক হানি।

অঝোরে ঝরিছে রক্তের ধারা
বিদীর্ণ বক্ষ হ'তে।
পারিনা রোধিতে সে রক্তধারা
মরি যে রক্তপাতে।
তবুও কি তোমার পাবনা দেখা
যতোই কাঁদিয়া মরি?
তুমি কিগো তবে আমার সঙ্গে
দিয়েছ মরণ আড়ি?

লিখে যাই তাই নকসী কাঁথায়
সোনালী অক্ষরে আমি।
যেমন করি গো লিখেছিল সাজু
হারা হয়ে তার স্বামী।

চোখের জলেতে তাই লিখে যাই
আবেগের বাঁধ ভাঙ্গি।
পড়বে তুমি আমার এই লেখা
থাকব না যখন আমি।

আমার বিরহে হয়তো বা তুমি
কেঁদে কেটে হবে সারা।
খেলব তখন লুকোচুরি আমি
না দিয়ে তোমায় ধরা।

বিরহ-অনলে কী যে দাহ আছে
বুঝবে কেমনে হায়।
বিরহী যক্ষ বুঝেছিল ওগো
হারায়ে তার প্রিয়ায়।

তাই তো সে হায় প্রিয়াব নিকটে
পাঠাইয়া মেঘদূত।
একে একে বলে দূতের কাছে গো
মনে তার যতো দুখ।

অনলে পোড়ায় শুধু দেহখানি
আত্মা থাকে গো তাজা।
বিরহ-অনল পোড়ায় যে হায়
দেহ ও মনের রাজা।

বিরহ গাঁথা

বিশ্ব সংসার দিল না ঠাঁই
ঠেলে দিল মোরে দূরে।
তাই আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই
হয়ে ওগো ভবঘুরে।

নাহিত কোথাও নাড়ীর টান
নাহিত কোথাও সাড়া।
তাইতো আমি ঘুরে ঘুরে মরি
এ সংসার-সাহারা।

যখন আমি গো যে দিকে তাকাই
হতাশা-অনলে পুড়ে হই ছাই—
না পেয়ে হায় তার দেখা।
সে যে ছিল মোর জীবন-মরুতে
পল্লবিত এক শাখা।

হতাশা-অনলে জ্বলে পুড়ে যবে
হ'য়ে যেতাম ছারখার।
বসিতাম এসে আমি তার কাছে
জুড়াতে যে জ্বালা আমার।

সুনিপুণ হাতে করিত ব্যজন
জুড়াতে দগ্ধ মন।
তাহার পরশে কুল কুল নাদে
ছুটিত মোর জীবন।

আজ সে তো নাই কাহারে জানাই
আমার মনের কথা।
কাহার পরশে হবে দূরীভূত
আমার বিরহ ব্যথা।

বিরহ-অনল ধিকি ধিকি করে
জ্বলে অন্তর মাঝে।
যতোই তাহারে নিভাইতে চাই
সে তো কভু নেভে না যে।

নয়নের নীরে তাই লিখে যাই
আমার বিরহ ব্যথা।
হয়তো একদিন আসলে হেথা
পড়বে বসে এ গাথা।

ভাসবে তখন অশ্রু-সায়রে
না হেরি হেথা আমারে।
যেমনি করে হায় ভাসছি আমি
না হেরি ওগো তাহারে।

পথ-প্রান্তে

পথ হারা হয়ে কেঁদে কেঁদে মরি
পথের প্রান্তে বসি।
আকাশের বুকে হেরি নাতো হায়
চাঁদের মধুর হাসি।
ঘোর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই
না পেয়ে তোমার দেখা।
বিরহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে মরি
আমি হেথা একা একা।

কেন ওগো তুমি ফেলে গেলে হায়
আমাকে গো অবেলায়?
কেন যে গো আমি সাথীহারা হয়ে
ঘুরে মরি ধরাময়?
কে দেবে বলো উত্তর আমায়
আছে কেবা হেথা মোর?
ছিন্ন হৃদয় পাবে কি গো ফিরে
হারান সে বাহুডোর?

আর কি বাজবে গো হৃদয়-বীণা
ছিন্ন তন্ত্রী জোড়া দিয়ে?
আর কি উড়বে গো মন-ময়ূরী
তার রঙীন পাখা মেলে?
এসব শুধুই স্বপ্ন বিলাস
স্বপ্নেই যায় দেখা।
মন-যমুনা যে নীর হারা হয়ে
কেঁদে কেঁদে মরে একা।
আছে শুধু তাহে দাবদাহ ওগো
নাই তো চলার ছন্দ।
তাইতো সে মরে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে
জলাধার হয়ে বন্ধ।

নদী যেমন হারায়ে তার গতি
বন্দী হয় গো পাঁকে।
চলিতে গেলেও চলিতে পারেনা
যতোই সাগর ডাকে।
এমনি করে দিনের পরে দিন
মাসের পরেতে মাস।
গত হয়ে যায় কতো না বরষ
করে শুধু হা-হুতাশ।
তবু কি তাদের মিলন হয় গো
ধরার বাসর ঘরে?
একের জন্য অন্য যে শুধু
কেঁদে কেটে যায় মরে।

এখনো তো

এখনো দেখি সূর্য ওঠে
রাঙিয়ে আগের মত।
এখনো তো চাঁদের কিরণ
ধরা করে আলোকিত।

এখনো দেখি কলকাকলিতে
ভরিয়ে দিয়ে গো ধরাকে।
বনবিহগেরা করে নৃত্য
অপূর্ব এক পুলকে।

এখনো তো দেখি রাখাল বালক
চরায় মাঠেতে ধেনু।
বসে গাছতলে নব কুতুহলে
বাজায় মোহন বেণু।

এখনতো দেখি ছুটিছে ভ্রমর
পিয়াতে মকরন্দ।
গুন গুন করে গাহিছে গো গান
পেয়ে পরমানন্দ।

এমনি করে সমস্ত ভুবন
চলিছে আগের মত।
আমার ভুবন মরে কেন ওগো
বুকে নিয়ে তার ক্ষত?

কে করবে তাহে সান্ত্বনা দান
কে সারাবে ক্ষত তার?
বিরহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে হায়
হয়ে গেছে ছারখার।

আর বুঝি গো ফুটবেনা ফুল
জীবন-উদ্যানে মোর?
আর বুঝি গো মধুপান তরে
আসবে না হেথা ভ্রমর?

তাহাকে হারায়ে জীবনটা মোর
হয়ে গেছে তপ্ত মরু।
আছে শুধু তাহে বালুকার দাহ
নাই তো হায় ফুল তরু।

তারাই হবে গো পর

আজ সেই দিন—
যেদিন তুমি আমায় ফেলে
স্বর্গে জমালে পাড়ি।
বিরহ ডোরে বেঁধে গো মোরে
হেথায় যক্ষপুরী!

নাইতো হেথা প্রাণের সাড়া
নাই তো চলার ছন্দ।
অন্ধ আবেগে চলে সবে
পেয়ে অর্থের গন্ধ।

হৃদয়টা যে শূন্য কলসী
মায়া মমতা হীন।
মনটা যে গো অন্ধকারা
বুঝিবা দৃষ্টিহীন।

মনের গহনে লুকায়ে আছে
কতো না গুপ্তধন।
তা' সবে ফেলি বাহিরে কেন
করে গো অন্বেষণ?

তবে কি তারা জানে না কেহ
গুপ্তধনের কথা?
চলেছে ছুটে ধনের খোঁজে
তাই বুঝি হেথা হোথা।

বাহিরের ধন বাহিরে রহিবে
    যখন ফিরিবে ঘর।
যাদের ভেবেছ আপনার বলে
    তারাই হবে গো পর।

মরমের ব্যথা

তুমি যে গো ছিলে আমার জীবনে
        তটিনীর স্রোতধারা।
    বহিতে নীরবে কুলকুল নাদে
        হয়ে যে আত্মহারা।

সাগরের পানে ছুটিতে সদাই
    কোন দিকে ওগো ভ্রূক্ষেপ নাই ;
    না জানি কাব আকুল আহবানে।
    যেমনি করিয়া ছুটিত রাধিকা
        কৃষ্ণের মোহন বাঁশির তানে।
    তেমনি করিয়া ছুটিতে যে তুমি
    সাগরের পানে ওগো নিরবধি
        নব জীবনের পেয়ে হাতছানি।

    জীবনের যতো কলঙ্ক রাশি,
    ভাসাইয়া নিতে খলখল হাসি ,
    জীবনকে করিতে কলুষ মুক্ত।
    তাই তো গো তুমি সদাই ছুটিতে
    তর তর করি এই ধরণীতে
    সাগরের সহিত হইতে যুক্ত।

    সাগরের সহিত নদীর মিলনে,
    প্রেম-মন্দাকিনী বহে ভুবনে ;
    বুঝিবা নীরব পদ সঞ্চারে
    যৌবনের উন্মত্ত অনুরাগে।

এদিকে মোর অতৃপ্ত যৌবন
না পেয়ে তোমার সাড়া।
বিরহ অনলে জ্বলে পুড়ে মরে
যেন তপ্ত সাহারা।

সাহারার বুকে যায় কিগো দেখা
প্রেমের কুঞ্জবন?
নয়ন নীরেতে ভাসি তাই সদা
হারায়ে মন-কমল।

মর্ম দাহেতে ঘুরি চারি ভিতে
আমি শুধু একা একা।
আর কিগো হায় তোমার সঙ্গে
হবে না আমার দেখা?

তবে কিগো তুমি সাগরের সঙ্গে
হয়ে গেছ এক দেহ?
কৃষ্ণও যেমন কালীরূপ ধরে
রাখিল রাধার লেহ।
মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে
শুধাই তোমায় আমি।
মন-যমুনায় আর কি গো হায়
শুনিব প্রেম রাগিণী?

আগমনী

আমার ভুবনে তুমিই শুনালে
কতোনা অশ্রুত বাণী।
শুনিতে শুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছি
না বুঝে তব হাতছানি।

ঘুম থেকে উঠে না হেরি তোমাকে
ভাসছি নয়ন জলে।
সীতা হারা হয়ে ভাসিত যেমন
নবীন নীলোৎপলে।

পঞ্চবটীতে ছিল লক্ষ্মণ
মুছাতে নয়ন জল।
ভ্রাতৃ প্রেমের ফল্গুধারায়
নিভে যেত সে অনল।

এখানেতো হায় নাহি কেহ মোর
মুছাতে নয়ন জল।
তাই বুঝি হায় মহা আক্রোশে
বহিছে সে অবিরল।

বাঁধভাঙ্গা এই অশ্রুধারা
কেহকি রোধিতে পারে?
আর কি আছে সেই জহ্নুমুনি
এই ধরণীর পরে?

গঙ্গার সেই প্রবল প্রবাহ
অক্লেশে করি পান।
বাঁচায়ে ছিল সগর সন্তান
হায কি যে বলিদান!

কে আছে বলো এ ধরনীর বুকে।
এমন মহৎ প্রাণ।
যে রোধিবে এই প্রবল প্রবাহ।
বাঁচাতে মোর জীবন।

তাই তো গো আমি কেঁদে কেঁদে ফিরি
ধরার অলিগলিতে।
কখন বা পুড়ি বিরহ-অনলে।
কখন ডুবি সলিলে।

তবুও তো হায় পাইনা তোমায়
যতোই কাঁদিয়া মরি।
তুমি তো গো হায় ফেলিয়া আমায়
গিয়াছ অলকাপুরী।

জিনি সুরলোক আসিবে ভূলোক
নিয়ে অমৃতের বাণী।
সে আশায় আমি বাঁধি বুকখানি
রচি তব আগমনী।

এলে তুমি হেথা দূর হবে ব্যথা
পরাব মালা তোমার গলে।
রহিব দু'জনে বাহুবন্ধনে
অমৃতেব টিকা পরি ভালে।

একা একা

বলো না ওগো বলো না মোরে
বলো না সত্যি করে।
কেন যে তুমি স্বর্গে গেলে
মর্ত্যের মায়া ছেড়ে?

মর্ত্যের যতো স্নেহ ভালবাসা
সকলি তুচ্ছ করে।
স্বর্গপুরী জমালে কেন পাড়ি
বলো না কিসের তরে?

মর্ত্যের সবে তাকায়ে রয়েছে
তুমি যে আসবে বলে।
আসি আসি করে এলে না কেন যে
বলো না আমায় খুলে?

হৃদয়-যমুনা উথলে উঠিছে
তোমারই অভিসারে।
মন, প্রাণ হায় ডাকিছে তোমায়
আস না হেথায় ফিরে।

অশ্রু-সাগরে ভাসছি সদাই
না হেরি তোমায় আমি!
যেমন করিয়া ভাসিত রাধিকা
হারায়ে হৃদয় স্বামী।

বিরহ-অনল দহে অবিরল
তুষের অনল সম।
নেভাতে গেলে নেভে না সে অনল।
হায়রে ভাগ্য মম!

অন্তর দহে বিরহ-অনলে
বাহিরে যায় না দেখা।
জ্বলে পুড়ে মরি অন্তর্দাহেতে
আমি হেথা একা একা।

আঁখি লোর

জানি, তুমি আসবে না আর ফিরে
যতোই তোমায় করি ডাকাডাকি
অশ্রু-সায়রে ভাসি দিবারাতি।
তুমি গেছ চলে ওগো বহু দূরে
আমায় ছেড়ে অন্য কোনো দেশে
বুঝি দিয়ে জন্মের মতো ফাঁকি।

তাই তো আমি ভাসি নয়ন নীরে
না পেয়ে ওগো তোমার দেখা।
পড়ে আছি গভীর বিজন বনে
বিরহী যক্ষের মতো একা।

মনটা আমার মরুভূমি
নাইতো মরুদ্যান।
কেমন করে শুনব বলো
কোকিলের কুহুতান।

হৃদয়টা মোর তপ্ত কটাহ
জ্বলিছে অনির্বাণ।
জ্বলে পুড়ে হায় শেষ হয়ে যায়
বুঝিবা আমার প্রাণ।

তবে কি ওগো আর তোমার সাথে
হবে না আমার দেখা?
মন-মরুতে হেরিব নাকি আর
সবুজ তরুর শাখা?

সব কিছুই কি অলীক স্বপন
ধরণীর খেলা ঘরে?
তবে কেন হায় বেঁধে ছিনু ঘর!
বেদনার বালুচরে?

দেখিতে দেখিতে ভেঙ্গে গেল ঘর
খেলা হ'য়ে গেল বন্ধ।
তাইতো গো আমি কেঁদে কেঁদে ফিরি
তব প্রেমে হ'য়ে অন্ধ।

কেঁদে কেঁদে ফিরি নগর নগরী
তোমার লাগিয়া আমি।
তবু কেন তোমার পাইনা দেখা
বলো নাগো খুলে তুমি?

তবে কি তুমি আর দেবে না ধরা
বাহুবন্ধনে মোর?
আমি শুধু একা বসে বসে হেথা
ফেলিব কি আঁখিলোর?

বড়ো অবেলায়

বিদায় বেলায় কেন এলে হায়
আমার আঁখির আগে?
তবে কিগো তুমি দিয়েছ গো সাড়া
আমার পূর্বরাগে?

মুদিত নয়ন খুলিতে না পারি
কেমনে হেরিব ও-রূপ মাধুরী?
অঝোরে ঝরিছে নয়নের বারি
নয়ন সন্নিপাতে।
কেমনে বরিব তোমায় যে আমি
বলো না উপেক্ষিতে?

ক্লান্তপদ চলিতে না পারে
শ্রান্ত বাহু ডাকে যে তোমারে।
কেমনে বাঁধিব তোমায় ওগো
আমার এ-বাহু ডোরে?
হৃদয়তন্ত্রী গিয়াছে ছিঁড়ে
বিরহ-অনলে পুড়ে।

হৃদয়ে নাই কোনো অনুভূতি
কেমনে করিব তোমার স্তুতি?
কেমনে বাসাব তোমায় ওগো
হৃদয়-সিংহাসনে?
তুমি আসিলে বড়ো অবেলায়
হায়রে চন্দ্রাননে!

খুলে যে রেখেছি হৃদয়ের দ্বার
বসনা গো এসে হয়ে আগুসার।
পূর্ণ হবে যে মোর অভিলাষ
বসিলে সিংহাসনে।
মরমের ব্যথা হবে দূরীভূত
তোমার অধিষ্ঠানে।

বহিবে গো তখন মলয়-পবন
গুঞ্জরিবে অলি বন-উপবন।
পৌঁছে দেবে ওগো তব আগমনী
ফুলসখীদের সনে।
অকাল বসন্তের হবে আগমন
আমার কুঞ্জবনে।

জ্যান্ত মরা

হয়তো তোমার চরণ চিহ্ন
পড়বে না আর এ ধরায়।
মিটিয়ে দিয়ে বেচা কেনা
চুকিয়ে দিয়ে লেনা দেনা
সাঙ্গ করি সব বাসনা
ওগো, তুমি লুকালে কোথায়?

তোমার আশায় বসে আছি
আমি যে হেথায় দিবা নিশি।
ফেলি বেদনার অশ্রুরাশি
দুখ-সাগরেতে সদাই ভাসি।
কখন আবার ডুবে মরি
প্রবল বন্যায়।
তবুও কেন দাওনা ধরা
তুমি ওগো আমায়?

তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে
চলতে নারি পথ।
এদিক যেতে ওদিকে যাই
ব্যর্থ মনোরথ।

চারদিকেতে বসন্তের
শুনছি যে আনাগোনা।
আমার ভুবনে কেন হেরি
শীতের বিড়ম্বনা?

শীতের কষাঘাতে
হয়ে জর্জড়িত।
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি।
আমি যে অবিরত।

তবু কেন ওগো আমায়
দাওনা গো তুমি সাড়া?
তোমার শোকে নরলোকে
হলেম জ্যান্ত মরা।

পরশ মণি

পবশমণি হারায়েছে মোব
ওই সাগরেব জলে।
কেমন করে পাই তারে খুঁজে
দাও না আমায় বলে।

দিয়েছিল যে পরশমণি
বিধি আমায় কৃপা করে।
হারায়ে গেল হায় সে মণি
বুঝি আমার অনাদরে।

ভেবেছিলাম নুড়ী পাথর
করিনাই তাই সমাদর।
তাই তো সে গেল চলে।
অভিমানে আমায় ফেলে।

ভবের কারায় কয়েদ খাটি
দিবারাতে তারে ডাকি।
তবুও তো তার পাই না সাড়া
গেছে বুঝি দিয়ে ফাঁকি।

তার খোঁজে ঘুরে ঘুরে হায়
হলেম আমি ছন্নছাড়া।
তবুও তো পাই না কোথাও
হায় গো আমি তার ঠিকানা।

এ দেহমন সব সঁপেছি
তাহার পূজার উপচারে।
তবুও তো দেয় না গো ধরা
মনের ভুলে একটি বারে।

তাহার বিরহে তাই তো আমি
জ্বলে পুড়ে মরছি সদা।
কৃষ্ণ বিবহে যেমন করে
জ্বলেছিল প্রেমিকা রাধা।

ধন্য হ'ল রাধার জীবন
পেয়ে ওগো কৃষ্ণের পরশ।
বিরহ-অনল নিভে গিয়ে
মনে তাহার জাগল হরষ!

তেমনি করে তোমার সাথে
হবে না কি গো আমার মিলন?
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে
কাটাব কি সারাটা জীবন?

দৃঢ় বিশ্বাস

বিপিন বিহারী হে বনমালী,
এসেছ যখন করুণা করে।
দাও মোরে দেখা হে প্রাণ সখা,
আমার এই অন্তিম কালে।

ক্লান্ত পদ আর চলিতে না পাবে,
কেমনে বাঁধি গো তোমায় বাহুডোরে।
তৃষিত হৃদয় চাহে বাবে বারে
তব রূপ সুধা পান করিবারে।
কেমনে লভিব তোমায় যে আমি
যদি ধরা হে নাথ, না দাও তুমি?

তোমার বিরহে জ্বলে পুড়ে আমি
হয়ে গেছি ওগো সারা।
তবু কেন তুমি হে হৃদয় স্বামী
দাও না আমায় ধবা?

তোমার পরশে মুমূর্ষু ধরা
লভিবে নতুন প্রাণ।
লভিল যেমন গঙ্গা প্রবাহে
সগরের সন্তান।
তব আগমনে ধরণীর বুকে
বহিবে প্রেমের ফল্গুধারা।
যাহার পরশে চোখের পলকে
কলুষ মুক্ত হবে এই ধরা।

নিভে যাবে সব হিংসা-অনল
ফুটবে হেথায় প্রেমের কমল।
যাহার সৌরভে হবে সুরভিত
বিরহ বিধুর নর নারী দল।

এসো নাগো নাথ, এসোগো হেথায়
তোমায় মিনতি করি।
তব আগমনে হোক পুলকিত
মর্ত্যের নরনারী।
সিঞ্চন কর মঙ্গল বারি
তাপিত ধরার বুকে।
ভুলে গিয়ে সব ভেদাভেদ জ্ঞান
থাকুক না ধরা সুখে।
তব পদ রেণু শিরে তুলে আমি
ছাড়িব শেষ নিঃশ্বাস।
স্বর্গ মর্ত্য হবে একাকার
এ মোর দৃঢ় বিশ্বাস।

অমর বিরহ

ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই তোমায়
যদিও আমায় ফেলে গেছ তুমি চলে
কোন বিদেশে কে জানে!

তোমার স্মৃতি ডোরে বাঁধা যে পড়ে গেছি
তাই তো তোমায় স্মরি আমি দিবানিশি।
না পেয়ে তোমার দেখা ভাসিযে সদা নয়ন বানে
যেমন করে ভাসত রাম সীতা হারা হয়ে বনে।

কখন পাঠাই বায়ু দূত ওগো তোমাব অন্বেষণে
আনিতে গো তোমার খবর ভুবন ঘুরে সঙ্গোপনে।
ব্যর্থ হয়ে আসে বায়ু, না পেয়ে গো তোমার দেখা
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে তাই সে তারই ব্যর্থতা।

বিরহী যক্ষের মতো পাঠাই ওগো মেঘদূত
সেও ফেরে ব্যর্থ হয়ে, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত!
হয়তো আর তোমার সাথে হবে না আমাব দেখা
অশ্রু দিয়ে তাই লিখে যাই মোর মর্ম ব্যথা।
অনলে পুড়ে হয়তো শেষ হবে নশ্বর দেহ
তোমার তরে থাকবে শুধু মোর অমব বিরহ।

পর্বতের বিরহ ব্যথা

মুক্ত বিহঙ্গ উড়ে নীলাকাশে
মুক্তির স্বাদ পেয়ে।
কলকাকলিতে করিছে মুখর
জীবনের গান গেয়ে।

জীবনটা যে হায় শুধু গতিময
তীব্র গতিবেগে ছোটে।
মুহূর্তের তবে থমকে দাঁড়ালে
মহা বিপর্যয় ঘটে।

গতিহীন জীবন পর্বতেব মত
আছে শুধু তার স্থিতি।
হারায়ে সে গতিবেগ চলিতে না পারে
দেখ তার দুর্গতি।

বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে হায়
শেষ হয় একা একা।
তবুও তো সে মুহূর্তের তরে
পায়না প্রিয়ার দেখা।

সহিতে না পারি বিরহ ব্যথা
উগারে অনল বাহিরে।
কি দুঃসহ ব্যথা সহিছে যে সে
দেখায় বুঝি বুক চিরে।

তবুও তো প্রিয়া দেয় না যে ধরা
তাহার শিথিল বাহুডোরে।
কেমন করে গোঁয়াবে সে জীবন
পর্বত শুধুই ভেবে মরে।

যখন ধরা দেবে তুমি

হয়তো ওগো তোমার সাথে
হবে না আমার দেখা।
যতোই আমি নয়ন বানে
ভাসিনাগো একা একা।

যখন ছিলে আমার সাথে
চলেছি দোঁহে আঁধার রাতে।
এখন দেখি পূর্ণিমাতেও
অমাবস্যার কারা।
কেমন করে চলব আমি
তোমায় হয়ে হারা।

তোমার দেখা পাবার আশে
ঘুরে মরি দিবারাতে।
তবুও তো হায় তুমি আমায়
কভু নাহি দাও ধরা।
কেমন করে চলব বলো
পাথর পিছল ধরা?

পেলে ওগো তোমার পরশ
ঘুচে যাবে সব সঙ্কোচ।
মন-ময়ূরী উঠবে নেচে
আনন্দে মাতোয়ারা।
যখন ওগো ধরার বুকে
দেবে তুমি মোরে ধরা।

আনন্দের বইবে যে বান
আমার জীবন-নদে।
দু'কূল প্লাবী বইবে যে স্রোত
ভাসিয়ে দিয়ে তীর ভূমি।
সৃষ্টি যজ্ঞে উঠব মেতে
যখন ধরা দেবে তুমি।

লাল গোলাপের শাখা

ওগো অন্তরতম—
মিটেছে কি তব তীব্র তিয়াস
পশি অন্তরে মম?
জন্ম থেকেই চলেছি দু'জনে
এক দেহ এক প্রাণ।
আজ কেন মোরে তুমি অকারণে
করিলে বিসর্জন?

একে একে তুমি ছিনায়ে নিয়েছে
ছিল মোর যাহা কিছু।
সর্বহারা হয়েছিগো আমি
ছুটে আলেয়ার পিছু।

নিঃস্ব আমি অন্তর-বাহিরে
নাহি কিছু মোর আর।
বিরহ অনলে জ্বলে পুড়ে হায়
হয়ে গেছি ছারখার।

ভেবেছিলাম আমি চালাবে তুমি
আমার জীবন-রথ।
ফুলে ফলে ওগো হবে সুশোভিত
জীবন-মরুর পথ।

মরুর বুকেতে হেরিব যে আমি
কতোনা মরুদ্যান।
কোকিল পাপিয়া গাহিবে যে গান
জুড়াইতে মন-প্রাণ।

আসিবে যে অলি করিবারে কেলি
ফুল সখীদের সনে।
সারা দিনরাত রহিবে বিভোর
বুঝিবা গো মধুপানে।

আজ দেখি সব নিশার স্বপন
নাইতো ফুল-গন্ধ।
আসে না তো হায় উন্মত্ত অলি
পিয়াতে মকরন্দ।

সৌরভহীন মানবজীবন যে
সাহারার বালুরাশি।
আছে শুধু তাহে দাহ মরিবার
নাইতো প্রাণের হাসি।

জ্বলে পুড়ে তাই ওগো মরে যাই
সারাটা জীবন ভরে।
না পেয়ে তোমার দেখা হায় আমি
ভিজিয়ে নয়ন নীরে।

তবুও তো তুমি দাও নাগো ধরা
যতোই ডাকিয়া মরি।
তবে কিগো তুমি আমার সঙ্গে
দিয়েছ মরণ আড়ি!

আর কিগো হায় তোমার সঙ্গে
হবে না আমার দেখা?
মন-মরুতে ফুটবে নাকি আর
লাল গোলাপের শাখা?

বিহঙ্গের প্রতি

আকাশ মার্গে উড়ে যায় পাখি
বিরহের গান গেয়ে।
অশ্রুসিক্ত নয়ন তাহার
বেদনা বিধুর হিয়ে।

বুঝিবাগো পাখি হারায়েছে তার
সারা জীবনের সাথী।
তাই বুঝি হায় আকাশ মার্গে
করিছে গো ডাকাডাকি।

কেহ কিগো জানে পাখির মনেতে
কী যে অব্যক্ত ব্যথা।
যাহার দহনে জ্বলে পুড়ে মরে
শেষ হয় একা একা।

আব কি পাখি পাবে গো ফিরে তার
হারান খেলার সাথী।
সে যে ওগো হায় ফেলিয়া তাহায
হয়েছে যে পরবাসী।

যতোই না পাখি ডাকুক না তারে
দেবে কি সে আর ধরা?
সে যে আজিকে মুক্ত বিহঙ্গ
সকল বাঁধন হারা।

মুক্ত বিহঙ্গ উড়ে আকাশে
মুক্তির আহ্বানে।
সে কি কভুহায় ধরা দিতে চায়
ধরার এ-বন্ধনে?

সে যে ওগো আজ মুক্তি পিয়াসী
শেলীর স্কাইলার্ক।
ঊর্ধ্ব গগনে দৃষ্টি তাহার
নহে তো ধরার পর।

কেমনে বাঁধিবে বলো নাগো তারে
ধরার এ মায়াডোরে।
সববন্ধন ছিন্ন করি সে
স্বর্গে বিহার করে।

বন্দী আমি

কে জ্বালালো মোর মন-কুঞ্জবনে
দুঃসহ দাবানল।
জ্বলে পুড়ে গেল চক্ষের নিমিষে
সাধের কুঞ্জবন।

ফুলের সৌরভে আসিত ছুটে
অন্ধ আবেগে অলি।
করিত যে পান যৌবন-সুধা
হয়ে সবে গলাগলি।

আরতো শুনিনা আমার কুঞ্জে
ফুলের অট্টহাসি।
আরতো আসে না অলিকুল হেথা
বাজায়ে মোহন বাঁশি।
আরতো শুনিনা ময়ূরের কেকা
কোকিলের কুহুতান।
আমার ভুবন কেন আজি হায়
শোকেতে মুহ্যমান?

পূর্ণিমার চাঁদ দেয়না আলো
সূর্য ওঠে না হেথা।
একে একে সবে বিদায় নিয়েছে
মনে পেয়ে বড়ো ব্যথা।

আমার ভুবনে আমিই বন্দী
আরতো কেহ হেথা নাই।
নীরবে নিভৃতে তাইতো আমি
কেঁদে কেটে বুক ভাসাই।

নয়নের জলে রচিয়া সাগর
কাটি হায় সাঁতার আমি।
দেখেও দেখে না কেহ তো হায়
দেখে শুধু অন্তর্যামী।

সুপ্ত আগ্নেয়গিরি

আমি এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
বক্ষে জ্বলিছে অনল শিখা
নয়নে ঝরিছে বারি।
তীব্র অন্তর্দাহে তাই আমি
সদা জ্বলে পুড়ে মরি।

দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ব্যথা
দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ।
জমাট বেঁধে যে আমার ভিতরে
হয়ে গেছি গো পাথর।

দূর দেশ থেকে আসে নরনারী
দেখিতে বুঝি আমারে।
দেখে নাতো তারা অন্তর্লোক
দেখে যে শুধু বাহিরে।

কী দুঃসহ ব্যথায় মরি জ্বলে পুড়ে
জানে কি কেহ সেই কথা?
নয়নের জলে ভাসি সদা আমি
দেখেও দেখে না বিধাতা।

নাহি কোন সাড়া শব্দ মোর
নাহি কোন উচ্ছ্বাস।
তাই তো সকলে পরম নিশ্চিন্তে
করে হেথা বসবাস।

জানে কি কেহ আমার উপর
চলে কি উৎপীড়ন?
ধৈর্যের বাঁধ; ভেঙ্গে যাবে যবে
ঘটবে যে বিস্ফোরণ।

আনবিক সম এ বিস্ফোরণে
মরবে যে বিশ্ববাসী।
বিশ্বযুদ্ধে মরেছিল যেমন
হিরোশিমা নাগাসাকী।

কে জানে

আকাশের সুদূর নীলিমায
খুঁজে খুঁজে বেড়াই যে তোমায়।
জিজ্ঞাসি প্রতিটি তারারে
কেহ কি দেখেছে তোমারে।
কেহ বা হাসে মিটিমিটি করে
কেহ বা থাকে মৌন হয়ে
মুখটি ফিরায়ে।

কেহ বলে লোকটা পাগল নাকী?
কেহ বলে ওর ব্যথা বুঝবে কি?
হৃদয় তন্ত্রী ওর গেছে ছিঁড়ে
বিরহ-অনলে হায় জ্বলে পুড়ে।
হেথায় হোথায় তাই বেড়ায় ঘুরে
কী এক পরশমণির অন্বেষণে
কে জানে?

ধূমকেতুর বিলাপ

আমি এক কক্ষচ্যুত ধূমকেতু
দেব অভিশাপে স্বর্গ ছেড়ে
মর্ত্যেতে আগমন।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে মরি
আমি যে সর্বক্ষণ।

বাহিরে বিরাজে প্রশান্ত রূপ
অন্তরে বহ্নি মম।
জ্বলে পুড়ে আমি শেষ হয়ে যাই
আগ্নেয়গিরি সম।

যতোই চেষ্টা করি গো নেভাতে
ভিতরের সে আগুন।
নেভার বদলে দাউ দাউ করে
জ্বলে হায় শতগুণ।

যতোই আমি বাজাতে গো চাই
আমার মন-বীণা।
উঠে না তাহে সুর ঝঙ্কার
গাহে না সে আর কোন প্রেমগান
নয়ন নীরেতে সদা ম্রিয়মান
এমনি ভাগ্যহীনা।

বাজিত একদিন মোর মন-বীণা
অপূর্ব সুরসঙ্গীতে।
বাজাতাম আমি অরফিউস সম
মনপ্রাণ সব হরে নিতে।

ইউরিডাস হারা হ'ল অরফিউস
যখন তাকাল সে পিছে।
হৃদয়তন্ত্রী হায় ছিঁড়ে গেল তার
ইউরিডাসকে না দেখে।

ইউরিডাস হারা অরফিউস
কেঁদেকেটে হ'ল সারা।
তোমাকে হারায়ে তেমনি আমিও
হলেম যে গৃহহারা।

হয়ে গৃহহারা ফিরি দেশে দেশে
তোমারই অভিসারে।
না পেয়ে যে দেখা কেঁদে কেঁদে একা
ভাসাই নয়ন নীরে।

কী দুঃসহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে মরি
সারা দিন রাত যে আমি।
জানে না তো কেহ মোর মর্মদাহ
জানে শুধু অন্তর্যামী।

গানের সাথী

গানের সাথী মোর হারায়ে গেছে
গাহিতে পারি না গান।
বীণার তার মোর ছিঁড়ে যে গেছে
উঠেনাতো সুরতান।

জীবন-নদী যে থমকে দাঁড়ায়ে
ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে কাঁদে।
বুঝিবাগো সে আজ ধরা পড়েছে
নিঠুর মৃত্যু-ফাঁদে।

চারিদিক থেকে গ্রাসিছে তাহাকে
শত্রুর শৈবাল সেনায়।
তাই তো সে আর পারে না পালাতে
ভাগ্যের বিড়ম্বনায়।

যতোই চাহে সে পালায়ে যেতে
ততোই জড়ায়ে পড়ে।
শৈবাল সেনা বাঁধি তাই তারে
শুধুই প্রহার করে।

সহিতে না পেরে প্রহারের জ্বালা
কাঁদিয়া কাটিয়া মরে।
তবুও হায় গানের সাথী কভু
ধরা নাহি দেয় তারে।

দিনের পরে দিন চলে যায়
রাতের পরেতে রাতি।
তবুও তো সে পায় না যে খুঁজে
তাহার গানের সাথী।

সাথীর বিরহে হৃদয় রাজ্যে
ঘটে যে বিস্ফোরণ।
যেমন করে গো কচ্ছের ভুজে
ঘটিল ভূকম্পন।

মরিল কত নিরীহ নরনারী
মরিল ভুজ নিজে।
তবুও কি হায় পেল এ ধরায়
গানের সাথীকে খুঁজে?

অভিযোগ

আমি যে শুনি এখনও তোমার
সেই কণ্ঠস্বর।
পশি অন্তরে দোলা দেয়া মোরে
ওগো নিরন্তর।
তোমার প্রেমের ঝর্ণাধারায়
ছিলাম ওগো সিক্ত।
মন-ময়ূরী মনের আনন্দে
করিত সদা নৃত্য।

আসিত ছুটে মলয় পবন
উড়ায়ে চিকুর গন্ধ।
পেতাম আমি তোমার পরশ
মিলায়ে জীবন ছন্দ।

আসিত ভ্রমর গুনগুনিয়ে
শোনাতে প্রেমের গীতি।
শুনিতাম ওগো বিভোর হ'য়ে
পেয়েছে যে পরম প্রীতি।

এমনি করে ছিল মোর ভুবন
আনন্দে মাতোয়ারা।
তোমার বিরহে হয়ে গেছে সে যে
উত্তপ্ত সাহারা।

নাই তো হেথা প্রাণের স্পন্দন
নাই তো চলার ছন্দ।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে মরে
হয়ে গেছে নিস্পন্দ।

সূর্যমুখী যেমন করে ফোটে
সূর্যের আলো পেয়ে।
হৃদ্-পদ্ম মোর তেমনি ফোটে
তোমারই প্রেমে নেয়ে।

সূর্যমুখী বাঁচে না গো যেমন
সূর্যের আলো বিনে।
আমিও তো হায় বাঁচি না তেমনি
তোমার ছোঁয়া না পেয়ে।

তুমি হারা আমি যেন ওগো হায়
নীড় হারা এক পাখি।
আকাশ-মার্গে তোমারই খোঁজে
করি শুধু ডাকাডাকি।

না পেয়ে ওগো তোমার দেখা
ঘুরে মরি বনে বনে।
তারপরে বিশ্বভুবন
ভাসাই নয়ন বানে।

তবুও তো হায় পাই নাগো সাড়া
কোথাও তোমার আমি।
তবে কিগো তুমি ছেড়ে গেছ ওগো
এই মর্ত্যের ভূমি?

ডেকে বলি যে আমি অন্তর্যামীকে
কাজটা কিগো করেছ ভালো।
দিন দুপুরে ছিনিয়ে নিয়ে হায়
তুমি আমার চোখের আলো।

কি অপরাধ করেছিনু গো
দিলে কেন এমন সাজা।
মনটা যে হ'ল মরুভূমি
জ্বলে পুড়ে মরছি সদা।

স্মৃতি তর্পণ

তুমি যবে এলে আমার জীবনে
বাজায়ে প্রেমের বাঁশি।
দূরে চলে গেল দুখের রজনী
আননে ফুটিল হাসি।

এতোদিন মোর জীবন-নদীতে
ছিল না গো স্রোতধারা।
রুদ্ধ হয়ে যে ছিনু ওগো আমি
হয়ে যে গো গতিহারা।

তোমার প্রেমের জোয়ার এসে
নিল আমায় ভাসায়ে।
চলিনু আমি তীব্র গতিতে
জীবনের গান গেয়ে।

এতোদিনের পুরান সঞ্চয়
সব কিছু ফেলে দিয়ে।
চলিনু হায় তোমাব ইসারায়
অসীমের পানে ধেয়ে।

এমনি করে দিনের পরে দিন
সৃষ্টির জোয়ারে মাতি।
কেটে গেল হায় কতো না সময়
কতোইনা দিবস রাতি।

রামধনুর সাতটি রঙেতে
রাঙায়ে মোর ভুবন।
কতো লীলা খেলা খেলালে তুমি
দেখালে কতো স্বপন।

কতো অজানারে জানালে তুমি
কতো অচেনারে চেনালে।
মন-মরুতে এসে ওগো মোর
কতো ফুল না ফোটালে।

তোমার প্রেমে মন-মরু মোর
হলো যে মরুদ্যান।
ময়ূর নাচিল কালাপ মেলে
কোকিল গাহিল গান।

এমনি করে আমার ভুবন
করিলে আলোকময়।
মন-প্রাণ মোর গেল যে ভরে
আলোরই বন্যায়।

তারপরেতে ভাঁটার টানে
সব কিছু গেল ছাড়ি।
রহিল শুধু তোমায় স্মরিতে
আমার নয়ন বাারি।

তাই তো আমি তোমায় স্মরি
ফেলিগো অশ্রুধার।
তবুও তুমি দাও না সাড়া
আমায় একটি বার।

নিশুতি রাত জেগে থাকি একা
তোমার প্রতীক্ষায়।
আসিবে তুমি চুপিসারে হেথা
দেখা দিতে গো আমায।

এমনি করে যে কেটে যায় কত
বিরহী নিশুতি রাত।
আসি আসি করি আসনাগো তুমি
মিলিতে আমার সাথ।

তোমার তরে যে সাজায়ে রেখেছি
আমার জীবনডালি।
আসিলে গো তুমি দেব উপহার
যা' আছে মোর সকলি।

মুক্তির সাধ

মোর জীবনের যতো কিছু সাধ
যতো কিছু ছিল আশা।
তোমার বিরহে বন্ধ হয়েছে
মূক জীবনের ভাষা।

গাহিতে পারি না গান আর আমি
কণ্ঠ হয়েছে রুদ্ধ।
মন-পাপিয়া যে উড়িতে পারে না
ডানা দুটি তার সিক্ত।

অন্ধ কারায় হাতড়ে বেড়াই
না পেয়ে মুক্তির পথ।
যে দিকে তাকাই রুদ্ধ দুয়ার
ব্যর্থ হায় মনোরথ।

গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াই
আমি শুধু একা একা।
সিক্ত নয়ন জিজ্ঞাসে ওগো
দেবে না কি আর দেখা?

অশ্রু-সায়রে সাঁতরে বেড়াই
না পেয়ে কূল কিনারা।
কেমন করে উঠবো হায় তীরে
আমি যে গো দিশেহারা।

আপনার ভেবে যার কাছে যাই
সে যে করে কষাঘাত।
আর তো পারি না সহিতে গো আমি
উপর্যুপরি আঘাত।

অঝোরে ঝরে যে শোনিতের ধারা
পারি না রোধিতে তারে।
মুছে দিতে চাই সে ধারাযে আমি
আমার নয়ন নীরে।

ব্যর্থ হয়ে যে শুধাই তোমারে
থেকো না চুপটি করে।
আর কিগো তুমি দেবে নাগো ধরা
আমার এ-বাহুডোরে?

খাঁচার পাখি রয়েছিগো খাঁচায়
পারি না যেতে বাহিরে।
পায়ের বেড়িযে কাটা বড়ো ভার
মরিতাই মাথাখুঁড়ে।

তুমি তো যে হায় মুক্ত বিহঙ্গ
নাহিতো কোন মাযাডোর।
মুক্তির আনন্দে বেড়াও উড়ে
নিজ সুখে হযে বিভোর।

আমি একা একা বসে আছি হেথা
বেদনার বালুচরে।
মন, প্রাণ মোর শেষ হযে যায়
বিবহে অনল পুড়ে।

লও নাগো মোরে ওগো কৃপা করে
লও না তোমার পাশে।
উড়িব দু'জনে মহা আনন্দে
নীল পরীদের দেশে।

বিদায় আকুতি

মৃত্যু যদি দেয় হানা
কভু তারে করি না মানা।
শুধু মোর মনোবাসনা
হেরিব তোমায়!

তোমার তরে ঝরে আঁখি
ওগো আমার দিবারাতি।
তবু কেন দেও না ধরা
তুমি যে আমায়?

তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে
ছিলাম আমি হেথা।
এখন তুমি আমায় ফেলে
লুকালে বলো কোথা?
যতোই তোমায় ডাকি আমি
দাও না কেন সাড়া?
তবে কি তুমি ওগো আমায়
দেবে না আর ধরা?

আঁখি-পাখি ঘুরে বেড়ায়
তোমার অন্বেষণে।
না পেয়ে সে তোমার দেখা
ভাসে গো নয়ন বানে।

কর্ণ যে উৎকর্ণ হয়ে
খোঁজে কণ্ঠস্বর।
কোথাও তো সে পায়না গো খুঁজে
এ পৃথিবীর পর।
ঘ্রানেন্দ্রিয় ঘুরে বেড়ায়।
তোমার আঘ্রাণ লাগি।
পায়না সে তব ঘ্রাণ খুঁজে
হায়রে মন্দভাগী!

রসনেন্দ্রিয় পেটুক অতি
ঘুরে মরে রসের খোঁজে।
না পেয়ে সে রসের সন্ধান
শুকায়ে যায় বিনা ভোজে।

স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শ লাগি
কেঁদে কেটে যায় মরে।
না পেয়ে হায় তোমার স্পর্শ
শুধু হা-হুতাশ করে।

এমনি ভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়
পঞ্চ ভূতে হবে সারা।
যদি তুমি ওগো মোর বাহুডোরে
কভু নাহি দাওগো ধরা।

একাকী

চোখের জলে ভাসায়ে দিলাম
জীবন-তরী খানি।
ভাসতে ভাসতে কোথায় যাবে
কিছুইতো না জানি।
ভাসতে ভাসতে যে ঘাটেতে
ভীড়বে এসে জীবনতরী।
সে ঘাটেতেই দেখতে পাব
বুঝি আমার জীবনসাথী।

দেখা হ'লে তাহার সাথে
বলবো তারে ডাকি।
কি কারণে চলে গেলে যে
আমার দিয়ে ফাঁকি।
খুঁজে খুঁজে তোমায় আমি
হলেম দিশেহারা।
তবুও তো মনের ভুলে
দিলে না তুমি ধরা।

তোমার তরে মালা গেঁথে
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথপানে।
আসলে পরে সেই মালা
পরিয়ে দেব তোমার গলে।
আসি আসি করেও তুমি
এলে নাতো গো আর।
মালা মোর শুকিয়ে গেল
ফেলি অশ্রুধার।
চোখেতে ঝরে অশ্রুধারা
মনটা যে রুদ্ধকারা।
কেমন করে মুক্তি পাব
ভেবে ভেবেই হই সারা।

সদাই ভাসি নয়ন নীরে
তোমার তরে আমি।
তবুও তো দাও নাগো সাড়া
মনের ভুলে তুমি।

মন-পাপিয়া মরিছে কাঁদিয়া
না পেয়ে তোমার দেখা।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে সে
শেষ হয় একা একা।

সোনার তরী

ধূমকেতু সম আমার জীবনে
তোমার অভ্যুদয়।
তোমার পরশে আমার জীবন
হ'ল যে গো মধুময়।

ভেসে গেল সব সঞ্চিত ব্যথা
তোমারই প্রেমের জোয়ারে।
জীবনটা মোর হ'ল উর্বরা
তোমার প্রেমের পলি পড়ে।

তোমার পরশে মন-মরু মোর
হ'ল যে মরুদ্যান।
ধূসর মরুতে হেরিলাম আমি
সবুজের অভিযান।

তোমার পরশে আঁধার রাতেতে
হেরিনু সূর্যোদয়।
তুমি যে গো আমার মন-মরুতে
এক মহাবিস্ময়।

ফুটিল কত না ফুল অগনন
আমার মন-বীথিতে।
তুমি যবে ওগো ধরা দিলে মোরে
সিঁদুর লয়ে সিঁথিতে।

সাজালে গো তুমি আমার ভুবন
মনের মাধুরী দিয়ে।
মরা গাঙে মোর ডাকিল যে বান
তোমার পরশ পেয়ে।

দেখিতে দেখিতে বন্ধ্যা জীবন
হ'ল যে স্বপ্নময়।
কতো না রঙীন স্বপ্ন যে তুমি
দেখালে হায় আমায়!

ভাবিলাম আমি জীবনটা বুঝি
কাটবে এমন করে।
দুঃখের দহন আর বুঝি মোর
হবে নাগো সহিবারে।

নিশার স্বপন ভেঙ্গে গেল মোর
দেখিনু সূর্যালোকে।
তুমি পাশে নাই কাঁদিয়া কাটাই
আমি যে তোমার শোকে।

কোথা চলে গেলে কিছু নাহি বলে
কোথায় জমালে পাড়ি?
তোমার বিরহে বিষাদ-সাগরে
ডুবিল সোনার তরী।

জীবনহারা প্রাণ

পৃথিবীটা যে গো আমার কাছে
তপ্ত কটাহের মতো।
তীব্র দাহে মবি জ্বলে পুড়ে
বুকে নিয়ে দারুণ ক্ষত।

যে দিকে তাকাই কেহ মোব নাই
সবে গেছে মোরে ছেড়ে।
নীরবে নিভৃতে তাই তো একা
ভাসি যে নয়ন নীরে।

এখানে তো নাই আপনার জন
আছে যে শুধু অপমান।
অন্ধকাবায় কেঁদে কেঁদে মরি
যেন বন্দী শাজাহান।

মমতাজ হারা শাজাহান আজ
বন্দী যে কারাগারে।
ভেসে গেছে তার হৃদয় বৈভব
বিরহী নয়ন নীরে।

অদূরে হেরি আমি মমতাজের
অপূর্ব রূপমাধুরী।
ধরিতে গেলে সে ধরা নাহি দেয়
খেলে গো শুধু লুকোচুরী।

আসেনাতো আর যে দাস দাসীরা
করিতে বন্দনা গান।
মমতাজ হারা শাজাহান যেন
জীবনহারা এক প্রাণ।

নাই তো গো হেথা মনেব মাধুরী
নাই তো চলার ছন্দ।
বন্দী পাঁকেতে নদী যেন এক
নীরব নিঃস্পন্দ।

পরওয়ানা

যমবাজেব পবওয়ানা পেযে
ভাবছি মনে মনে।
এবার বুঝিবাগো মিলন হবে
ওগো তোমাব সনে।

মন-পাপিযা যে ডুকরে কাঁদে
না পেয়ে তোমাব দেখা।
মর্ম দাহেতে মরি জ্বলে পুড়ে
আমি হেথা একা একা।

মন বলিছে যে আছ ওগো তুমি
চোখ বলিছে যে নাই।
বিরহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে হায
হয়ে যাই আমি ছাই।

না পেয়ে হায় দেখতে তোমায়
ভাসছি সদা নয়ন নীরে।
তোমায় বিনা আমি ওগো একা
বাঁচব বলো কেমন করে?

তোমার বিরহে কেঁদে কেঁদে মরি
সারা দিনরাত আমি।
তবুও কেন ওগো দাও না ধরা
বলো নাগো হায় তুমি?

তবে কি তুমি ওগো দেবে না ধরা
বাহুবন্ধনে মোর?
মর্মদাহেতে মরব কি জ্বলে?
ফেলি শুধু আঁখিলোর?

বলো না ওগো বলো না তুমি
বলো নাগো মুখ খুলে।
আছ কি তুমি সুখেতে ওগো
আমায় হেথায় ফেলে?

নয়ন নীরে ভিজে দিনরাত
শ্লেষ্মায় ধরেছে গলা।
এবার বুঝিবা তোমার কাছে
আমার ফেরার পালা।

যদি তুমি ওগো দেখা নাহি দাও
শেষ বিদায়ের দিনে।
বিরহ-অনলে জ্বলে পুড়ে ওগো
লইবো তোমায় চিনে।

রইবে না আর ভিন্ন দেহ
হয়ে যাব একাকার।
একই দেহে রইবো গো দোঁহে
হয়ে অর্ধ-নারীশ্বর।

বিরহী আঁখি

আমার ভুবনে শুনিনাতো আর
কোকিলের কুহুতান।
আমার ভুবনে বহে নাতো আর
দক্ষিণা সমীরণ।

আমাব ভুবনে হেরিনাতো আর
পূর্ণ চাঁদের হাসি।
আমার হৃদযে বাজে না তো আর
মরমী প্রেমের বাঁশি।

জীবন-নদী মোর বহেনা আর
কুল কুল নাদ ছাড়ি।
ভাঁটার টানেতে শুকাযে গিয়েছে
জীবন-নদীব বারি।

তুমি যবে ছিলে আমার ভুবনে
হয়ে যে সন্ধ্যাতাবা।
হেরিতাম আমি তোমার পবশে
বিমুগ্ধ এই ধরা।

ধরার প্রতিটি ধুলিকণা যেন
মনে হতো স্বর্ণরেণু।
বিহগ কণ্ঠে শুনিতাম আমি
কৃষ্ণের মোহন বেণু।

ভ্রমর বাজাত গুন গুন করে
একতারাটি তার।
ফুলসখী সনে করিত নৃত্য
গাঁথিয়া ফুলহার।

দাদুর গাহিত উদাত্ত কণ্ঠে
ভাটিয়ালি সুরে গান।
শুনিতে শুনিতে সেই গান আমার
ভরে যেত মনপ্রাণ!

দোয়েল করিত ডিস্কো নৃত্য
শ্যামাকে সঙ্গী করে।
ঘুঘু বাজাত ডুবি তবলা
পুচ্ছ উচ্চে তুলে।

এমনি করে যে বন-বিহগের
সুরের মূর্চ্ছনায়।
কেটে যেত মোর সারা দিনরাত।
তোমার সঙ্গে হায়।

আজ তুমি নাই কাঁদিয়া কাটাই
সারা দিনরাত ওগো।
বিরহ ব্যথায় জ্বলে পুড়ে মরি
দেখেও দেখে না কেহ।

এমনি করে হয়তো একদিন
উড়ে যাবে প্রাণ-পাখি।
তোমার বিরহে পড়ে রবে শুধু
আমার বিরহী আঁখি।

অরূপের সন্ধানে

বেদনার বেড়াজালে
জড়ায়েছ তুমি মোরে।
তাই তো তোমার তরে
ভাসি গো নয়ন নীরে।
যেমন ভাসিত রাম
সীতা হারা হয়ে বনে।

বেদনার বারিধারা
ভাসায়ে দিতেছে ধরা।
যেন এক অপরূপা
স্বর্গের উর্বশী।

যৌবনের প্রেম ডোরে
বাঁধিয়া মর্ত্যের নরে ;
চলেছে উদাস মনে
ছুটিয়া সম্মুখপানে।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই
চলেছে ছুটে সদাই;
কোন দয়িতের আহ্বানে
বিস্রস্ত বেণী বন্ধনে।

আলুথালু কেশদাম
কে পুরাবে মনস্কাম।
উর্বশী চলে ছুটে
যেন ভুলে স্বর্গধাম।

হেবি সে রূপমাধুরী
বিস্ময়ে যাই মরি।
বসি আমি বাতায়নে
ভাবি সদা আনমনে

একী হেরি অপরূপ
রূপের সলিল ধারা!
আনমনে চলে ছুটে।
যেন গো বাঁধন হারা।

যে দিকে তাকাই আমি
আর কিছু নাহি হেরি
চারিদিকে হেরি শুধু
অরূপ সলিল রাশি।

নৃত্যের তালে তালে
যেন গো বলিছে মোরে।
কেন ফেলছ অশ্রু
অনিত্য এ-সংসারে?

অনিত্য এই সংসারে
কিছুই তো নিত্য নয়।
সকলি দু'দিনের তরে
তারপরে সব ফুরায়।

ছিন্ন করি মায়াডোর
যে যার চলেছে ছুটে।
যেমন চলেছি গো আমি
মিলিতে সাগর বুকে।

এসো নাগো দুই জনেতে
চলি মোরা একসাথে।
ছিন্ন করে মায়াডোর
অরূপের সন্ধানে।

শুনে এই তত্ত্ব কথা
দূব হ'ল বিরহ ব্যথা।
চলিলাম মোরা দোঁহে
অসীমের পানে ধেযে।

দগ্ধ ভালে

আমার এ দগ্ধ ভালে
কি লিখিলে জন্মকালে।
বলো না খোলসা করে
জ্বলে পুড়ে যাই মরে।

অজস্র বেদনা বাঁশি
নিয়েছে কাড়িয়া হাসি।
সইতে নারি দুঃখের জ্বালা
নয়ন জলেতে ভাসি।

তোমার দর্শন আশে
বসে থাকি পথের পাশে।
ভাবি তুমি দেবে দেখা
হবিতে মনের ব্যথা।

না পেয়ে তোমার দেখা
ভাসছি ওগো নয়ন নীরে।
হৃদয়ের সব ব্যথা
উজার করে তোমার তরে।

তবুও দিলে না ধরা
আমার এ বাহুডোরে।
একী তব আজব খেলা
খেলছ তুমি নিয়ে মোরে'

নয়নের বারিধারায়
সিক্ত করি দেহমন।
তোমার আশে থাকি বসে
সঁপিয়া জীবন যৌবন।

তবুও তোমার সাথে
হলো না আমার দেখা।
ভাসায়ে কপোল মোর
চলিলাম একা একা।

ওপারে তোমার সাথে
হয় যদি কভু গো দেখা।
বলবো তোমায় খুলে
মোর যত মর্ম ব্যথা।

নয়নের বারি ধারায়
মিলব যবে এক সাথে।
দূর হবে সকল জ্বালা
উভয়ের অশ্রু পাতে।

মরমিয়ার খোঁজে

পৃথিবীটা বড়োই রূপসী
বড়োই আকর্ষণীয়া।
আমি বলি সেতো ক্রন্দসী
কাঁদিয়া ফাটায় হিয়া।

পৃথিবীর রূপ-বস গন্ধ স্পর্শ
জাগায় মনেতে নতুন শিহবণ।
আমি বলি এতো কবিব কল্পনা
বাস্তবে নাই কোন অনুরণন।

পূর্ণিমা চাঁদের রূপালি হাসি
মন প্রাণ করে গো উদাসী।
আমি বলি এ তো কলঙ্কিনীরাই
সারা অঙ্গে কলঙ্কের রেখা
দিনের বেলায় দেখতে নাহি পাই।
রাত্রিতে উঁকি মারে
নভ বুকে চুপিসারে।

বসন্তের কোকিল কুজন
আনন্দে ভরে দেয় ভুবন।
আমি বলি কাল কোকিল।
কাল হেরি সর্বক্ষণ।
কেমন করে করবে আলো
বলো এ—বিশ্ব ভুবন?

পৃথিবীর যতো রূপ
যতো গো হাসি গান।
সবই নিয়েছে হরে
ক্রূর মানব মন।

হিংসা দ্বেষের বিষ বাষ্পে
ধরাযে গেছে ভরে।
ভালবাসা নাইতো গো হায়
কাহার অন্তরে।

বৃথা তাই মরি খুঁজে
মরমিয়া প্রাণ।
যে দেবে আমায় বলে
তার সন্ধান।

বন ছাড়ি উপবন

আকাশের শুকতারা
মিটি মিটি খেলা করে।
হেরি আমি সেই খেলা
জ্বলে পুড়ে যাই মরে।

একদিন বসি হেথা
হেরিতাম নভোলোক।
মনের মাধুরী দিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শোক।

হেরিতাম নভের রূপ
কী অপূর্ব অদ্ভুত!
কেউ হাসিত মিটিমিটি
কেউ করিত বিদ্রূপ।

সরসীর স্বচ্ছ জলে
তারা দল খেলা করে।
হেরি লুকোচুরি খেলা
মন প্রাণ যেত ভরে।

আজ কেন হেরি নাগো
আকাশের সেইরূপ?
আঁখি কেন ফাঁকি দিয়ে
করিছে গো বিদ্রূপ?

বিরহ বারিধারায়
সিক্ত করি দেহমন।
চলিলাম ভেসে ভেসে
বন ছাড়ি গো উপবন।

সেথা যদি দেখা হয়
তার সাথে একবার।
বিরহের মালা গাঁথি
দেব তারে উপহার।

তার কণ্ঠে যদি ওগো
শোভা পায় মোর মালা।
ঘুচে যাবে সব দ্বন্দ্ব
জুড়াইবে সব জ্বালা।

ছায়াসঙ্গী

কোথায় চলেছ ভেসে
বলো কার অভিসারে।
বেদনার বারি রাশি
ছিন্ন ভিন্ন করে।

লবণাম্বু রাশি মাঝে
সিক্ত করি দেহমন।
কোথা চলেছ গো তুমি
পেয়ে কার আমন্ত্রণ।

'চরৈবেতি' মন্ত্র নিয়ে
ছাড়িয়া সংসার মায়া।
কোথায় চলেছ গো ছুটে
জুড়াতে বিরহ জ্বালা।

কোন দিকে লক্ষ্য নাই
চলেছ সদাই ভেসে।
দাঁড়াও না গো একবার
বলি দু'টো কথা হেসে।

কার ইসারায় তুমি
হয়ে ওগো আত্মহারা।
চলেছ উদাসী মনে
ত্যাজি এই সংসার কারা।

তবে কি বুঝেছ তুমি
জীবনের সার কথা।
কেহ নয় কার তরে
সবে মোরা একা একা।

বেদনার বালু তটে
বসে আছি দ্বিপ্রহরে।
প্রচণ্ড মার্তন্ড তাপে
মরে যাই জ্বলে পুড়ে।

নয়ন নীরেতে ভাসি।
তোমায় মিনতি করি।
লহনাগো তুমি মোরে
তব ছায়াসঙ্গী করে।

প্রতীক্ষায়

আমায় ফেলে তুমি চলে গেলে
এলে না তো আর ফিরে।
তোমার জন্যে হন্যে হয়ে
বেড়াই গো ঘুরে ঘুরে।

তোমার সঙ্গে ছিল না যবে
আমার পরিচয়।
ছিলাম যে ওগো যে যার মত
স্বীয় অভিধায়।

পেয়ে তোমার প্রেমের পরশ
হলেম আত্মহারা।
এলাম ছুটে তোমার কাছে
তোমায় দিতে ধরা।

তার পরেতে একই সাথে
চললাম কত পথ।
কখন বা সমতল ভূমি
কখনবা পর্বত।

এমনি ভাবে চলতে চলতে
ফুরিয়ে গেল পথ।
রইলাম পড়ে পথ প্রান্তে
চললে তুমি ঘর।

কেন গো তুমি আমায় ফেলে
চললে একা একা।
আর কি ওগো তোমার সাথে
হবে না মোর দেখা!

নয়ন বানে সিক্ত হয়ে
তোমায় প্রশ্ন করি।
কেন যে তুমি আমায় ফেলে
ওপারে জমালে পাড়ি?

কখন তুমি আসবে গো ফিরে
আমার আঙ্গিনায়?
রইলাম আমি পথপ্রান্তে
তোমার প্রতীক্ষায়।

ফাঁকি

কেগো তুমি ডাকছ আমায়
লোক চক্ষুর অগোচরে?
ধরতে গেলে দেওনা ধরা
ধরি বলো কেমন করে?

বিরহের অগ্নি শিখায়
মরছি সদা জ্বলে পুড়ে।
যেমন করে মাছ পোড়ে গো
কটাহেতে অগ্নিদাহে।

তোমার খোঁজে হন্যে হয়ে
মরি আমি বিশ্ব ঘুরে।
কোথাওনা পেয়ে গো তোমায়
ভাসি সদা নয়ন নীরে।

এই ঘোর বাদলা দিনে
বরিষে যে শ্রাবণ ধারা।
ময়ূরের কেকা রবেতে
হয়ে যাই আত্মহারা।

দাদুর ডাকিছে ঘন ঘন
দাদুরীকে পাওয়ার আশে।
আমিও তো তোমায় ডাকিগো
তব দর্শন অভিলাষে।

তবু কেন দাওনা ধরা
যতোই না তোমায় ডাকি।
তবে কি হায় চলে গেছ
তুমি আমায় দিয়ে ফাঁকি?

আব কি তুমি আসবে না গো
ভুল করেও মর্ত্য মাঝে?
ভাসব কিগো নয়ন বানে
তোমার জন্যে দিনেবাতে?

শোক

জীবন দীপ যে নিভে গেছে মোর
লুপ্ত হয়েছে আশা।
আঁধারেতে তাই হাতড়ে বেড়াই
বুকে নিয়ে হতাশা।

যে দিকে তাকাই শূন্য হেরি
নাহি কেহ হেথা মোর।
বিরহ-সাগরে সাঁতরে বেড়াই
ফেলি শুধু আঁখি লোর।

তবুও তো তুমি দাও নাগো সাড়া
যতোই তোমায় ডাকি।
তবে কিগো তুমি চলে গেছ হায়
আমাকে দিয়াগো ফাঁকি?

সীতাকে যবে দিল নির্বাসন
বাল্মীক-তপোবনে।
করিত তাহারে কত সমাদর
আশ্রম বালাগণে।

পেয়ে তাহাদের সমাদর সীতা
ভুলে গেল সব ব্যথা।
তপোবনেতেই খুঁজে পেল সে গো
আপনার মাতা-পিতা।

এখানে তো নাই আপনার জন্য
কে করে সোহাগ মোরে।
মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে
জ্বলে পুড়ে যাই মরে।

তুমি যদি ওগো না দাও আমায়
কভু আর দর্শন।
তোমার শোকেত কাঁদিয়া কাটাব
আমি যে সারা জীবন।

তার তরে

ভুলিতে গেলে যে ভুলিতে পারি না
ভুলিব কেমন করে?
মন প্রাণ সব সঁপে ছিনু ওগো
আমি যে তাহার তরে।

ভুলিতে গেলে যে তাহাকে আমার
ছল ছল করে আঁখি।
কেমনে ভুলিব বলো তো গো হায়
আমার সে পোষা পাখি?

বিরহ ব্যথায় করি ছট ফট
না পেয়ে তাহার দেখা।
মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে
কেঁদে ফিরি একা একা।

আর কিগো সে আসিবে নাগো ফিরে
মুছাতে চোখের জল।
তাহার বিরহে কেঁদে কেটে আমি
হয়ে যাই যে পাগল।

তাহার পরশে আমার জীবনে
এলো যে ভরা কোটাল।
তীর ভূমি তাই হলো সমৃদ্ধ
গাহি জীবনের গান।

এমনি করে জীবন-নদী মোর
কানায় কানায় ভরে।
চলিল সে ছুটে তীব্র গতিতে
সাগরের পানে ধেয়ে।

তাহার বিরহে জীবন-নদী যে
হলো গো জীবনহারা।
শৈবাল দামে বন্দী করি তারে
রাখিল অন্ধ কারা।

তাই তো সে আর চলিতে পারে না
মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরে।
ডাকে সে তাহারে কাতর কণ্ঠে
এসো না হেথায় ফিরে।

যদি সে গো হায় না এসে হেথায়
উদ্ধার করে তারে।
সে তো ওগো হায় অহল্যার ন্যায়
রইবে হেথায় পড়ে।

ঘোর হতাশায়

আকাশের চাঁদ যায় নিভে যাক
কোন খেদ নাই তাহে।
যদি তুমি মোর হৃদয়-আকাশে
থাক অম্লান হয়ে।

তব প্রেমালোকে হেরিব গো আমি
তমোময় এই ধরা।
নিঃসঙ্গ মোর আঁধার জীবনে
যদি তুমি দাও সাড়া।

তুমি যে আমার আঁধার জীবনে
পূর্ণিমা-চাঁদ হয়ে।
সব কলঙ্ক নিয়েছ সাদরে
আপনার দেহ পরে।

সূর্যের আলোকে চাঁদ যেমন
হয়গো আলোকময়।
তোমার আলোকে আমিও তেমনি
ছিলাম এই ধরায়।

তোমার বিরহে আমার জীবন
আঁধারে গিয়াছে ঢাকি।
আঁধারেতে তাই হাতড়ে বেড়াই
তোমার পরশ লাগি।

না পেয়ে তোমার প্রেমের পরশ
করি শুধু হা-হুতাশ।
সূর্যের বিরহে যেমন করে
কেঁদে মরে গো আকাশ।

আর কি তোমার হবে না উদয়
 আমার হৃদয়াকাশে?
ঘোর হতাশায় মরিব কি ডুবে
 না পেয়ে তোমাকে পাশে?

বৃদ্ধ শাহজাহান

আমি এক বৃদ্ধ শাহ্জাহান
রয়েছি বন্দী অন্ধকারায়
হেরিনা কোথাও আলো।
আঁধারের সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া
প্রাণটা যে মোর গেল।

অন্তরে মোর বিরহ-অনল
 বাহিরে অশ্রুধারা।
অন্তর্দাহেতে জ্বলে পুড়ে মরে
 হয়ে যাই দিশেহারা।

রোধিতে না পারি নয়নের বারি
 করি শুধু হা-হুতাশ।
জীবন প্রান্তে একী আজ হেরি
 ভাগের পরিহাস!

একদিন ছিল সব কিছু মোর
 ছিল কত দাস দাসী।
করিত সকলে বন্দনা গান
 বাজায়ে প্রেমের বাঁশি।

আজ তারা হায় কেহ হেথা নাই
 সকলে গিয়াছে চলে।
ভ্রমর যেমন মধু পান করে
 ফুলকে যায় যে ফেলে।

আজ শুধু একা বসে বসে কাঁদি
অন্ধ কারায় আমি।
সন্ধ্যা সমীর ধীরে বহে যায়
দেয়না তো হাতছানি।

আর তো শুনিনা কোকিল কুজন
আমার কুঞ্জবনে।
আর তো হেরি না ফুলের নৃত্য
আমার ফুল বাগানে।

মমতাজহীন আমার জীবন
ডুকরে ডুকরে কাঁদে।
চলিতে পারে না বহি দেহভার
রুদ্ধ হয়েযে পাঁকে।

রুদ্ধ কারায় বসে বসে কাঁদি
কেহ হেথা নাহি মম।
গিয়াছে সকলে আমাকে যে ফেলে
দলিত দ্রাক্ষাসম।

চিরমিলন

নদী তীরে আছি বসে
সব কিছু ভুলে গিয়ে।
জীবনের যতো ব্যথা
সকলি উজাড় করে।

বহিছে বিরহী নদী
মিলিতে সাগর সাথে।
আমি রয়েছি পড়ি
আমার প্রিয়ার আশে।

ডাকিছে বুঝি বা নদী
হাতছানি দিয়ে মোরে।
এসো না আমার সাথে
চলো যাই অভিসারে।

দেখনা চলেছি ছুটে
ধেয়ে সাগরের পানে।
মিলিতে তাহার সাথে
তিতিয়া নয়ন বানে।

তুমিও আমার মত
পেতে ওগো তব প্রিয়া।
রয়েছ তীরেতে বসি
বুকভরা ব্যথা নিয়া।

চলো না দু'জনে ভাসি
কাঁধেতে মিলায়ে কাঁধ।
মিলিতে সাগর সাথে
ছিঁড়িয়া বিরহ ফাঁদ।

শুনিয়া নদীর কথা
চলিলাম একসাথে।
ভাসিতে ভাসিতে দোঁহে
পৌঁছিলাম মোহনাতে।

দেখিলাম সেথা প্রিয়া
মোহনার তীরে বসি।
অপলকে চেয়ে আছে
হেরিয়া সলিল রাশি।

আলুথালু কেশদাম
মুখে কোন কথা নাই।
নীরবে কাঁদিছে বসে
শ্যামহারা যেন রাই।

বলিলাম তারে ডাকি
কেন এলে দিয়ে ফাঁকি।
চাহিল আমার পানে
মরমের ব্যথা ঢাকি।

বলিল কাতর স্বরে
শোন ওগো প্রিয় মোর।
এসেছি তোমারে ছেড়ে
ভাসাইতে এ-সাগর।

চলো না দু'জনে ভাসি
সাগরের বুকে মোরা।
রবে না বিরহ আর
চলিব এমনি ধারা।

চলিলাম দুইজনে
সাগর সলিলে ভেসে।
মরমের যতো ব্যথা
সব কিছু ধুয়ে মুছে।

সাগরে মিলিল নদী
হয়ে দোঁহে একাকার।
মোদের মিল হলো
সাগরে বেঁধে বাসর।

বেদনাদীর্ণ জীবন

বেদনাদীর্ণ জীবনে আমার
যদিবা ফুটিল কলি।
দেখিতে দেখিতে শুকায়ে গেল সে
দিয়াযে জীবন ডালি।

ফুলের জীবন পেল না সে আর
অকালে পড়িল ঝরে।
বিরহ ব্যথায় করি ছট ফট
মরিল সে জ্বলে পুড়ে।

আর তো আসে না অলি কুল হেথা
করিয়া গুঞ্জরন।
বহেনাতো আর মলয় পবন
আমার কুঞ্জবন।

একে একে সবে বিদায় নিয়েছে
আমার ভুবন ছাড়ি।
রয়েছে শুধুগো তোমায় স্মরিতে
আমার নয়ন বারি।

ভেবেছিলাম জীবনটা আমার
হবে বুঝি মধুময়।
তব পরশে প্রেম-মন্দাকিনী
বহিবে মোর ধরায়।

আজ দেখি সব নিশার স্বপন
আলেয়ার হাতছানি।
মধ্য গগনে কেন হেরি ওগো
সূর্য অস্তগামী?

মরমের ব্যথা মরমে লুকায়ে
নয়ন নীরেতে ভাসি।
তবুও তো তুমি দাও না'গো ধরা
আমার ভুবনে আসি।

তবে কি গো তুমি আসিবে না আর
আমার ভুবনে ফিরে?
সারাটা জীবন কাঁদিয়া কাটাব
আমি কি নয়ন নীরে?

পাখির মর্মবাণী

বিষণ্ন গোধূলি বেলায়
বসে আছি বালুচরে।
মনটা মোর উদাস হয়ে
কোথা যেন গেল উড়ে।

চারিদিক জনহীন
কার কোন নাহি সাড়া।
নীরবে ঝরিছে শুধু
বিরহী অশ্রু ধারা।

দেখিতে দেখিতে ওগো
ঘনিয়ে এলো আঁধার।
আঁখি মোর পাখি হয়ে
খুঁজে মরে চারিধার।

সেজেছে বনানী আজ
নানা রূপ আভরণে।
কোকিল গাহিছে গান
সুমধুর কুহুতানে।

দেখিতে দেখিতে ধরা
হ'য়ে গেল অপ্সরা।
আমার ভুবনে কেন
পাই নাগো তার সাড়া?

যতদূর চোখ যায়
শুধুই তাকায়ে থাকি।
কোথাও দেখি না হায়
ওগো মোর প্রাণ-পাখি।

নয়ননীরেতে ভাসি
করি তাই তর্পণ।
তবু কেন সে আমারে
নাহি দেয় দর্শন।

আলো-আঁধারী ছায়ায়
খেলে শুধু লুকোচুরি।
ধরিতে পারি না তারে
সে যে ওগো অশরীরী।

হানিছে মদনবান
দূর থেকে মোর বুকে।
নয়নের বারিধারা
ঝরে তাই তার শোকে।

কোথা থেকে উড়ে গেল
বিরহিণী এক পাখি।
মরমের দাহ জ্বালা
বিলায়ে বলিল ডাকি।

শোন ওগো প্রিয়তম,
চলিলাম নিজঘরে।
তুমি কেন আছ হেথা
ডুবে বিষাদ-সাগরে?

শোন মোর কথা প্রিয়,
ধরা প্রপঞ্চময়।
কেহ মোরা নহিপর
কেহতো আপন নয়।

দু'দিনতে ভবে আসা
বৃথা এই ভালোবাসা।
তারপরে যাই চলে
শেষ করি কাঁদা হাসা।

বিরহের বারিধারা
হঠাৎ থমকে গেল।
শুনে এ-মর্মবাণী
মন মোর ঘরে এলো।

মানসী দর্শন

রাত দুপুর বিজন বন
চারিদিকে নিস্তব্ধ।
নিঃশ্বাস ফেলি শোনা যায়
নাই কোন সাড়া শব্দ।

নীরব নিশীথে একা আমি
বসি মন-বাতায়নে।
ভাবিতেছিলাম নানা কথা
চেয়ে অতীতের পানে।

অতীত স্মৃতি জমায় ভীড়
আমার মন-মুকুরে।
ঠিক যেন রেশন দোকান
অথবা টিকিট ঘরে।

ঠেলা ঠেলি করে পরস্পরে
করিতেছে নিবেদন।
যার যার কথা বলিছেগো সে
শুনিছে আমার মন।

কেউ জিজ্ঞাসে কুশল বার্তা
কেউবা বিরহ ব্যথা।
কেউ জিজ্ঞাসে বিচিত্র ভাষে
শোনে মন সব কথা।

হঠাৎ দেখি ভীড়ের মাঝে
বসিয়া এক রূপসী।
নয়ন নীরে ভাসিছে সদা
মুখে নাই তার হাসি।

শুধায় তারে আমার মন
বলো নাগো সুন্দরী।
কেন ফেলিছ অশ্রু তব
বুঝিতে কিছু না পারি।

শুনে সুন্দরী আবেগভরে
বলিছে মনকে ডাকি।
চিনিতে তুমি পার নাকি মোরে
আমিগো তব মানসী।

গুটি গুটি পায়ে হেঁটে গিয়ে আমি
শুধালাম তারে ডাকি।
কোথা গিয়াছিলে ওগো মোর প্রিয়ে
দিয়েগো আমায় ফাঁকি?

বলিল মোরে নয়ন নীরে ভাসি
শোনগো তোমায় বলি।
তোমাকে যে ফেলে মর্ত্যের মাঝে
গিয়েছি স্বর্গে চলি।

তোমার বিরহে কাঁদে মোর মন
তাইতো এসেছি হেথা।
স্বর্গ সুষমা সমস্ত ত্যাজি
দিতেগো তোমায় দেখা।

দুটি মন যবে ছিল এক হয়ে
ছিল না বিরহ ব্যথা।
রূপজ মোহেতে চলেছিনু দোঁহে
ভুলে বিচ্ছেদ কথা।

এখন তুমি গো মর্ত্য নিবাসী
আমি যে স্বর্গবাসী।
তোমার বিরহে জ্বলে পুড়ে ওগো
শেষ হয়ে যাই আমি।

শুনে এই কথা বাহুবন্ধনে
ধরিতে গেলাম তারে।
চলে গেল সে অদৃশ্য লোকে
ফেলি হেথায় আমারে।

আমি কাঁদিছি বসিয়া হেথায়
প্রিয়া কাঁদিছে যে স্বর্গে।
স্বর্গ কি কভু নামিবে গো হায়।
ধরা দিতে এই মর্ত্যে?

দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক

আজ থেকে দশ বছর আগে।
তুমি ছিলে মোর জীবন-নদে।
নিস্তরঙ্গ বেলাভূমি হয়ে,
জীবনের সপ্তসুর মিলায়ে।

এক অনাবিল আনন্দ ধারায,
রেখেছিলে ভরি জীবন-তটিনী।
কুল কুল নাদে হতো প্রবাহিত,
বুঝিবা স্বর্গের মন্দাকিনী।

তোমার নান্দনিক তপশ্চর্যায়,
জীবনটা মোর ছিল দেবালয়।
তিমির বিদারী যেমন অরুণোদয়,
মোর জীবনে তেমনি তব অভ্যুদয়।

জীবনের যতো তরঙ্গোচ্ছ্বাস,
আছড়ি পড়িত এসে তব বুকে।
তুমি নিতে সাদরে বরণ করে,
সমস্ত আঘাত নিজ দেহ পরে।

বুঝিবা জীবনকে উপভোগ তরে,
যুদ্ধজয়ী বীর সৈনিকের মত।
জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়ে দিয়ে,
চলিতে সম্মুখ পানে দৃঢ় পদক্ষেপে।

সমস্ত বাধা বিঘ্ন পদদলিত করে,
নবীন জীবনের রক্তিম অভিসারে।
অকুতোভয় বীরাঙ্গনার বেশে,
বিজয়িনীর বরমাল্য পরে গলে।

কী এক অপূর্ব মোহিনী মায়ায়,
বেঁধে রেখে ছিলে তুমি মোরে,
ওগো মায়াবিনী আনন্দিতে
তোমারই প্রেমের নিগড়ে!

ছিন্ন করি তব মায়াডোর,
পারিনিকো যেতে বাহিরেতে।
মাছ যেমন ধীবরের জালে,
বদ্ধ হয়ে করে হা-হুতাশ
ভুলে গিয়ে জীবনের জয়োল্লাস।

আমি তেমনি তব মায়াজালে
বদ্ধ হয়ে ছিনু সব কিছু ভুলে।
কোন এক কুহক মন্ত্র বলে
নিজেকে নিঃশেষে বিলায়ে দিয়ে
ওগো মোর মায়াবিনী মরীচিকে!

একদিন ছিলে জীবন-সাম্রাজ্যে
একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে।
চলিত সাম্রাজ্য তর তর করে
তোমারি অঙ্গুলী হেলনে।
চলিত যেমন মোঘল সাম্রাজ্য,
নূরজাহানের নীরব অহঙ্কারে,
আমীর ওমরাহকে উপেক্ষা করে।

তুমি ছিলে মোর জীবন-বীথিতে
প্রস্ফুটিত শতদল।
তোমার সৌরভে ছিল সুরভিত
আমার এই জীবন।

আজ মোরে ফেলে কোথা চলে গেলে,
বুঝিতে না পারি তোমার চাতুরী।
ভাসি তাই নয়ন নীরে ত্রাসে।
নবীন নাবিক যেমন ভাসে
বিক্ষুব্দ সমুদ্রের মাঝে।
কূল কিনারা খুঁজে না পেয়ে
অজানিত এক আশঙ্কা ভরে।
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো
দিগ্বলয়ের ভ্রূকুটি সংকেতে।

রাডার হীন মোর জীবন-পোত
চলে এঁকে বেঁকে দিশেহারা হয়ে।
সীমাহীন অগাধ সাগর মাঝে
উদ্‌ভ্রান্ত এক প্রেমিকের বেশে।
কি যেন এক না পাওয়ার খোঁজে
জীবনের সর্বস্ব বিলায়ে দিয়ে।

আজ সেই শুভ দিন

আজ সেই শুভ দিন।
এসেছিলে তুমি যবে
আমার জীবন-নদে
নির্ঝরিণীর কিঙ্কিণী বাজায়ে।

জল তরঙ্গে সপ্ত সুর তুলে
নিলে আমায় বরণ করে।
নব যৌবনের প্রদীপ্ত প্রভায়।
দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে।

কোন এক অমানিশা রাতে
কাল বৈশাখীর দুন্দুভি বাজায়ে
জীবনের জয়গানে মুখরিত করে
ধরা দিলে তুমি মোর বাহুডোরে।

তোমার শুভ আগমনে,
সুপ্তি ছেড়ে উঠলো জেগে,
আমার অতৃপ্ত যৌবন।
নব ত্বিষাম্পতি দ্যুতি রাগে
হলো উদ্ভাসিত আমার ভুবন।

এতো দিনের যতো ক্লেদাক্ত সঞ্চয়
ধুয়ে মুছে সবে নিল যে বিদায়।
হৃদয়-বীণার নিক্কণে আমার জীবনে
হলো এক নবসূর্যোদয়।

কর্ম-যজ্ঞে দিয়ে আত্মাহুতি,
কর্ম সম্পাদনে হইলাম ব্রতী
প্রবেশিনু সংসার-সমরাঙ্গণে
কাঁধে কাঁধ মিলায়ে,
অকুতোভয় সেনানীর বেশে
বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ায়ে দিয়ে।

কোথা থেকে উড়ে এলো শাণিত শায়ক
বিদীর্ণ করিল তব বক্ষপিঞ্জর।
নিদারুণ শক্তিশেল সম
ত্রাসে উঠলো কেঁপে বক্ষ মম।

পড়িলে ভূতলে রক্ষ, রক্ষ বলে--
পারিলাম নাগো রক্ষিতে তোমারে।
রহিনু দাঁড়ায়ে নতজানু হয়ে
শৃঙ্খলিত সৈনিকের মত।

চলে গেলে তুমি অফুরন্ত জ্বালা নিয়ে বুকে
আমাকে ফেলে শ্বাপদ সঙ্কুল—এ ঘোর বিপিনে।
সেই হ'তে সবে খুঁড়ে খুঁড়ে খায় মোরে
মৃতদেহ খায় যেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে শিয়াল শকুনে।

আমি শুধু ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
জীবন প্রান্তে পাণ্ডুর বেলভূমে।
শেষ রেখা চিহ্ন এঁকে দিয়ে
অস্তগামী সূর্যের মতন।

প্রদীপ্ত প্রদীপ শিখা

তুমি ছিলে মোব আঁধার জীবনে
প্রদীপ্ত প্রদীপ শিখা।
তোমার আলোকে হেরিতাম আমি
অন্ধকার দুনিয়াটা।

কোথা চলে গেলে কোন অভিমানে
কিছু নাহি বলি মোবে!
সেই হ'তে আমি কেঁদে কেঁদে ফিরি
বেদনার বালুচরে।
যেদিকে তাকাই মরুদ্যান নাই
নাই কোন তরুলতা।
কেমনে গোঁয়াব সারাটা জীবন
পাই না ভেবে সে কথা।
আমার পৃথিবী আঁধারেতে ঢাকা
নাই কোন সূর্য তারা।
ঘোর অমানিশা গ্রাসিছে আমায়
হয়ে আমি তুমি হারা।

তোমার পরশে আমার জীবন
হয়েছিল গতিময়।
হারায়ে তোমাকে গতিহীন হয়ে
অবরুদ্ধ সাহারায়।

সাহারার বালু ধুলায় ধূসর
নাই কোন প্রাণের সাড়া।
নীরব নিশীথে কেঁদে কেঁদে মরি
হয়ে আমি তুমি হারা।

হয়তো আর তোমার সাথে
হবে না আমার দেখা।
চোখের জলে তাই লিখে যাই
আমার মর্মব্যথা।

কামনা-নাগিনী দংশিছে মোরে
পরিনা সহিতে আর।
দংশন জ্বালায় জ্বলে পুড়ে হায়
করি শুধু চীৎকাব।

এ দংশন জ্বালা বুঝিবে কেমনে
দংশেনি কভু যারে।
দংশন জ্বালা দংশিতই বোঝে
আর কেহ বোঝে নারে।

মর্মের ব্যথা মর্মে লুকায়ে
প্রশ্ন করি তোমারে।
কোন অপরাধে আমাকে ফেলে
জমালে পাড়ি ও পারে?

পরিশিষ্ট

সোনার সেতু

কোন সেই বিস্মৃত প্রায় এক মাঘী সন্ধ্যায়
স্তিমিত প্রদীপের পদপ্রান্তে বসে
তোমার সাথে হয়েছিল আমার প্রথম পরিচয়।

এক এক করে তুমি আমার দুঃখের বারমাস্যা শুনে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন :—

"আমি তোমার দুঃখের বারমাস্যাকে সুখের বারমাস্যায় পরিণত করে বেঁধে দেব তরঙ্গ সঙ্কুল জীবন-নদে সোনার সেতু—যাতে দুঃখের তরঙ্গোচ্ছ্বাস তোমাকে ছুঁতে না পারে।"

আমি শুনে বল্লাম,—এ সব তোমার কাব্য কথা—অবাস্তব কল্পনা। তুমি শুনে বল্লে, কেন?

"আমাদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র যদি কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রকে বাঁধতে পারেন, তবে আমি কেন পারব না? দেখে নিও,—আজ যা, তোমার কাছে অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হচ্ছে, আগামীতে তা কত বাস্তবে পরিণত হবে।"

এই বলে তোমার কথামত আমার জীবন তরণীর কাণ্ডারী হ'য়ে ঝড় তুফানের মধ্য দিয়ে অনেক বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আমার জীবন-নদে সোনার সেতু নির্মাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলে। আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে এগিয়ে চললে।

কিন্তু হায়! তোমার এই কর্ম্মদ্যোগে বুঝিবা স্বর্গের দেবতারা স্তম্ভিত হয়ে গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা তোমার সোনার সেতুর পরিকল্পনাকে বেহেস্তে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

পৃথিবীর বুকে কেউ কি দেবতাদের বিরুদ্ধে চলতে পারে। তাঁরা যাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চান ; কেউ কি তাকে সুখের সিংহাসনে বসাতে পারে? তাই নিয়তির অমোঘ নিয়মে দণ্ড নেমে এল তোমার পরিকল্পনা তথা তোমার উপর। ভেসে গেল তোমার সোনার সেতু কোন অজানা সমুদ্রের বুকে ;—কে তার সন্ধান রাখে?

ঘুম থেকে জেগে দেখি পাশে তুমি নাই— আমি শুধু শুয়ে আছি কালীদহের বুকে অসংখ্য নাগিনীর মাঝে, —যাদের দংশন জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে মরছি আর চীৎকার করে বলছি,— "এই কি তোমার সোনার সেতু? এই কি তোমার সুখের বারমাস্যা?" তুমি নিরুত্তর।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মাথার উপর দিয়ে ডানা ঝাপটে একটা পাখি উড়ে যায়— অব্যক্ত কোন ব্যথা বুকে চেপে ধরে আকাশের পথ দিয়ে নীরবে নিভৃতে বিরহের গান গেয়ে মায়াঞ্জন চোখে মেখে পৃথিবীব বুকে মনটাকে ফেলে কোন অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমাতে।

দরজা খোল

দরজা খোল, দরজা খোল, খোলনা!

পরপর তিনবার একই আবেদন। কার আবেদন?—আর কি জন্যই বা এ আবেদন? কিছুই না বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গেলাম।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নিশুতি রাত—

কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রকৃতি যেন তাপসী অপর্ণার মতো সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে গভীর-তপস্যায় ধ্যান মগ্না।

হঠাৎ ঝি ঝি পোকার ঝি ঝি রব যেন ঘণ্টা ধ্বনি দিয়ে প্রকৃতি দেবীর ধ্যানভঙ্গতা ঘোষণা করল। আমি অপলক নয়নে প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখে নিজেকে ান্য মনে করলাম।

নিজেকে ভাবজগতের অধিবাসী করে ভাবরাজ্যে বিচরণ কবছি। এমন সময় আবার বাইরে থেকে ঐ একই আবেদন, ''দরজা খোল, খোলনা''!

বিস্মিত হ'য়ে চারদিক তাকালাম। কিছুই বুঝতে না পেরে আন মনে ভাবছিলাম—

এও কী সম্ভব!

এমনি চিন্তা করতে করতে দরজার পরে তিন তিনটে করাঘাত পর পর আছড়ে পড়ল আরও করুণ মিনতি ভরা কণ্ঠে ;—

"ওগো দরজা খোল, খোলনা!"

একী! এ যে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—যা একদিন আমার চলা বলা ও কাজকর্মে নিত্য সঙ্গী হয়ে আমাকে নিয়ন্ত্রিত করতো।

কিন্তু হায়! সে তো অতীত। অতীত কি বর্তমান হ'য়ে কথা কয়? স্মৃতি বাস্তবে রূপ নিয়ে মানসপটে আনন্দের হিল্লোল বহায়? এরূপ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'য়ে দরজা খুলে বাইরে চারদিকে তাকালাম।

কিন্তু হায়! কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই—নীরব নিস্তব্ধ। ভাবলাম একী!

কাউকে তো দেখছি না—অথচ বারবার দরজা খোলার আবেদন এবং করাঘাত—এসবই কি মিথ্যা অলীক কল্পনা মাত্র। না-না এতো হ'তে পারে না। এ যে আমার স্বকর্ণে শোনা।

যা হোক মনের আবেগ মনে চেপে রেখে ঘুমতে গেলাম। ঘুম আব হয় না— অবশেষে নিদ্রা দেবীর কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করে ঘুম রাজ্যে প্রবেশের 'পাসপোর্ট' পেলাম কিন্তু 'ভিসা' আর পেলাম না। তাই ঘুম আর হ'ল না।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই একই পরিচিত নারীকণ্ঠের একই আবেদন— "দরজা খোল, খোলনা!'

এবার অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই দেখি অদূরে এক ছায়ামূর্তি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়ে আস্তে আস্তে বনভূমির দিকে চলছে। আশ্চর্য হ'য়ে দেখি বাড়ির একমাত্র প্রাণী 'ভুলো' ও 'মিনি' করুণ আর্তনাদ করতে করতে ঐ মূর্তির পিছে পিছে চলছে;—যেমন আমরা চলি প্রিয়জনেব পিছে পিছে আবেগ আপ্লুত হ'য়ে।

আমি নিজের অস্তিত্ব ভুলে ঐ ছায়ামূর্তির দুর্নিবার আকর্ষণের সাথে সাথে চললাম অজানার সন্ধানে—নীরবে নিভৃতে প্রিয়ার অভিসারে বন হ'তে বনান্তবে—সাগর পেরিয়ে দুর্লঙ্ঘ গিরি উপত্যকা অতিক্রম করে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে মহামিলনেব অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় মসগুল হ'য়ে—যুগ হতে যুগান্তরে ইহলোক পরলোকের গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে এক অজানা অচেনা দেশে পাড়িজমাতে মরীচিকার অমোঘ হাতছানির তালে তালে নিজেকে সমর্পণ করে।

জীবনকে

জীবন,—তুমি কোথা হ'তে আস?

ব্রহ্মাব ব্রহ্মলোক থেকে।

কেন আস? —জীব জগৎ নিয়ে খেলা করতে।

কিসের খেলা? —শিশুরা যেমন বিভিন্ন ভঙ্গিমায বিভিন্ন খেলা খেলে, আমিও তেমনি বিভিন্ন খেলা খেলি।

মাঝে মাঝে তোমার খেলা ভঙ্গ হয় কেন?

এটাই তো আমার বৈশিষ্ট্য।

আমি কোন খেলাতেই বেশীদিন নিমগ্ন থাকতে পারি না,—হাঁপিয়ে উঠি ;—তাই একঘেয়েমিপনা দূর করতে এক খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় যোগ দিই।

তোমার বিরহে জীব জগৎ কাঁদে কেন?

ওরা ঘোর বিষয়াসক্ত হ'য়ে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বিষয়কেই মুখ্য বলে মনে করে। বিষয়াতিরিক্ত আর যে কিছু আছে তা' ভুলে যায়।

বিষয় কে ছেড়ে বিষয়াতিরিক্তকে পাওয়ার উপায় কি?

বিষয়াতিরিক্তকে একদিকে পাওয়া যেমন কঠিন তেমনি আবার সহজও বটে।

কেমন?

পাকাল মাছ্ যেমন জল কাদার মধ্যে থেকেও জলকাদা গায়ে মাখে না—ঠিক তেমনি। বিষয়ী লোক বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও তার চোখে যেন বিষয়-মায়াঞ্জন না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাপুড়ে যেমন বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখাবার সময় সর্বদা সাপের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে খেলা দেখায় তেমনি বিষয়ী লোককেও কামিনী কাঞ্চনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সতর্ক হয়ে চলতে হবে—এর অন্যথা করলেই বিপদ। মধুপ যেমন নিবিষ্ট চিত্তে ফুলের মধুপান করতে করতে ফুলের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ে নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে আর বেব হতে পারে না ; বিষয়ী লোকও যদি মধুপের মতো বিষয় মধুতে আকণ্ঠ ডুবে থেকে নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়। তবেই তো বিপত্তি। তার আর বিষয়াতিরিক্তকে পাওয়া হয় না।

জীব-জগৎ ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারে?

পারবেনা কেন? তবে ইচ্ছার তো প্রকার ভেদ আছে। যে ইচ্ছার পিছনে ঐকান্তিকতা থাকে সেটাই প্রকৃত ইচ্ছা। আর এ ইচ্ছার পিছনে থাকে সাধনা। তাই সাধনা সঞ্জাত ইচ্ছাই প্রকৃত ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাই জীবকে অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে এগিয়ে দেয়—এর কোন বিকল্প নাই।

ধন্যবাদ জীবন ভাই।

আমার মতো একজন তুচ্ছ জীবের সাথে তোমার অমূল্য সময়কে নষ্ট করার জন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

—বিদায়—